সকালের শিরোনাম

বৃহস্পতিবার

দৈনিক বাংলা পত্রিকা • ২৯ অক্টোবর ২০২৬ • বাংলা ১১ কার্তিক ১৪৩৩ • বর্ষঃ- ০১ • সংখ্যা ঃ-৩৯২ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা • PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

অপরাধমূলকভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে টাটাকে পরিচালন পর্ষদের গৃহযুদ্ধে মোদী সরকারকে তোপ রাহুলের ● পৃঃ ৬

নথি ছিনতাইয়ের অভিযোগে সিআইডি তদন্তের বার্তা, ঋতব্রতকে এফআইআরের পরামর্শ শুভেন্দুর ● পৃঃ ৩

মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার উপনির্বাচনে হরদীপ সিং পুরীকে প্রার্থী করল বিজেপি ● পৃঃ ৬

মাটি কেলেঙ্কারিতে 'শোন অ্যারেস্ট' অভিষেকের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক, এবার ডায়মন্ড হারবারে সুমিতের বিপদ

আজকের খবর

মত প্রকাশের অধিকার কেড়েছে বিজেপি

অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দেশজুড়ে মানুষের মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নিয়েছে বিজেপি সরকার। এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মমতা জানান, 'দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের বাক্ স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের মহান সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদকে এই বিজেপি সরকার কোনও গুরুত্বই দেয় না। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি-সহ দেশের সমস্ত নাগরিককে স্বাধীনভাবে নিজেদের মতপ্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায় এই সরকার।

আমরা ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী, ভ্লগার, ইউটিউবার এবং স্বাধীন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির পাশে রয়েছি। আমাদের দাবি, তাঁদের স্বাধীনভাবে নিজেদের মতপ্রকাশের অধিকার দিতে হবে। সেন্সরশিপের এই বিপজ্জনক প্রবণতার বিরুদ্ধে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করছি। এই লড়াইয়ে তাঁদের পাশে আমরা সর্বশক্তি নিয়ে রয়েছি।' পাশাপাশি মমতা অভিযোগ করেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় নাগরিকদের উপর অত্যাচার চালানোর পরিবর্তে এই সরকারের উচিত এই মুহূর্তে উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের দেখ ভাল করা এবং একই সঙ্গে সারা দেশের প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার দিকে মনোযোগ দেওয়া।' অন্যদিকে, ঋতব্রত শিবির থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন আর এক তৃণমূল বিধায়ক। ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল আর নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছি এবং থাকব বলে ঘোষণা করলেন চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান। এর আগে তৃণমূল বিধায়ক কাসেম সিদ্দিকী আনুষ্ঠানিকভাবে ঋতব্রত শিবির ছেড়ে মমতা শিবিরে থাকার কথা ঘোষণা করেছিলেন। মমতাকে নেত্রী হিসেবে মেনেছেন ঋতব্রত শিবিরের আর এক বিধায়ক রথীন ঘোষও। এবার চোপড়ার বিধায়ক মমতাকেই দলনেত্রী মানলেন। রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকে সৃষ্টি হওয়া জল্পনা ও বিভ্রান্তি এদিন দলীয় কর্মসূচিতে দূর করেন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান। মঙ্গলবার চোপড়া আইটিআই কলেজ মাঠে চুটিয়াখোর পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতৃত্ব-সহ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই শারীরিক অসুস্থতা-সহ বিভিন্ন কারণে দলীয় কর্মকাণ্ড থেকে খানিকটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল বিধায়কের। এর ফলে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নানা দ্বিধা ও বিভ্রান্তি দানা বাঁধে। প্রথমে জানা গিয়েছিল, মমতা শিবির ছেড়ে হামিদুল রহমান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এদিনের দলীয় বৈঠকের মাধ্যমে সমস্ত বিভ্রান্তি, সংশয় এক ঝটকায় খারিজ করে দেন বিধায়ক।

বিধানসভায় বিস্ফোরক শুভেন্দু

চন্দ্রনাথকে খুন করতে ২ কোটি কোথা থেকে এসেছিল? কালীঘাট নাকি ক্যামাকস্ট্রিট থেকে এসেছিল? নাকি ডায়মন্ড-হারবারের কেউ দিয়েছিল?

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

হাসি রানি রথের ছেলেকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে আমার সহযোগী ছিল বলে। সাত জনকে সিবিআই গ্রেফতার করেছে। সুপারি কিলার আর শ্যুটার গ্রেফতার হয়েছে। এখন ২ কোটি টাকা সুপারি কে দিয়েছিল সেটা জানা বাকি। বিচার পাবেন হাসি রানি।' নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে জিতে নিহত চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথের শপথ গ্রহণ উপলক্ষে এভাবেই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিচারের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তারপরই নাম না করে ঘুরিয়ে বলেন, 'এই ২ কোটি কোথা থেকে এসেছিল? কালীঘাট নাকি ক্যামাকস্ট্রিট থেকে এসেছিল? নাকি ডায়মন্ড-হারবারের কেউ দিয়েছিল? এইটুকুই জানা বাকি। এটা জানা হয়ে গেলেই তদন্তের বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে আমার বিশ্বাস।'

এর আগে শুভেন্দু সরাসরি বলেছিলেন 'ভাইপো গ্যাং'-এর কথা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চন্দ্রনাথকে খুন করতে শ্যুটার এবং তাঁদের যাঁরা সুপারি দিয়েছিলেন তেমন সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমার যেটুকু জানা আছে, ওকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দু'কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এই টাকা সরবরাহের কাজ ভাইপো গ্যাং করেছে।' এরপর ফের একবার নাম না করে অভিষেকের দিকেই ইঙ্গিত ঘোরালেন শুভেন্দু।

বিজেপিকে 'সাম্প্রদায়িক দল' তকমা খণ্ডন

বুধবার বিধানসভায় শপথগ্রহণ করেন রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে জয়ী দুই বিজেপি বিধায়ক হাসিরানি রথ এবং শাখারভ সরকার। শপথগ্রহণের পরেই দুটি উপনির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়কে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে বিগত শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী শিবিরের দীর্ঘদিনের অভিযোগ খণ্ডন করে তিনি দাবি করেন, বিজেপিকে 'সাম্প্রদায়িক দল' বলে দাগিয়ে দেওয়ার যে অপচেষ্টা চলে আসছিল, রেজিনগরের উপনির্বাচনের ফলাফল তা পুরোপুরি চুরমার করে দিয়েছে। রেজিনগরের ভোট সমীকরণের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, 'রেজিনগর বিধানসভার প্রায় ৩০০টি বুথের মধ্যে মাত্র ১০০টি বুথ ছিল সনাতনী বা হিন্দু অধ্যুষিত। বাকি বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথ থেকেও আমাদের প্রার্থী শাখারভ সরকার ৭৫ হাজারের বেশি ভোটের বিশাল লিড পেয়েছেন।

সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলিম বোনেরা, যাঁরা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা পান, তাঁরাও বিজেপির ওপর ভরসা রেখেছেন। আমরা সনাতনী, আমরা হিন্দু, আমরা সানন্দে কপালে টিকা লাগাই; কিন্তু সরকার ও প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে আমরা কোনও বৈষম্য না করে সমস্ত নাগরিকের উন্নয়নকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই।'

'এই বয়সে বিশ্রাম নেওয়াই ভাল মমতার'

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের পাশাপাশি শুভেন্দু লড়েছিলেন ভবানীপুর থেকেও। ভবানীপুরে তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতাকে হারান। বুধবার তিনি ব্যাখ্যা করেন নন্দীগ্রাম কেন ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, তিনি যদি ভবানীপুর ছেড়ে দিতেন তবে সেই আসনে আবার দাঁড়াতে পারতেন মমতা। সেই সুযোগ দিতে চাননি। মমতার নাম না-করে শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'ভবানীপুর ছাড়লে যিনি আমার কাছে দু'বার হেরেছেন, তিনি দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে যেতেন। সেই সুযোগটা না দেওয়াই ভাল। এই বয়সে তাঁর না দাঁড়ানোই ভাল। অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৭৫। এই বয়সে বিশ্রাম নেওয়ার কথা। সেই কারণে আমি নন্দীগ্রাম ছেড়েছি।'

এফআইআর হলেই সিআইডি তদন্ত

প্রতীক নিয়ে তৃণমূলের দুই শিবিরের মধ্যে লড়াই চলছে। রাজ্যের দু'টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে আলাদা প্রতীক এবং আলাদা নাম নিয়ে লড়তে হয়েছিল মমতা ব্যানার্জি-পন্থী এবং ঋতব্রত ব্যানার্জি-পন্থী তৃণমূলকে। গত ২৬ অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের প্রতীকের মালিকানা সংক্রান্ত নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল। কিন্তু সেই দিনই বড় অভিযোগ করেছেন গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত। তাঁর অভিযোগ, কমিশনের কাছে পাঠানো নথি ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল কালীঘাট-পন্থী তৃণমূল।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে এই অভিযোগ করেছিলেন তিনি। এই বিষয়ে ঋতব্রত যদি এফআইআর দায়ের করেন তাহলে সিআইডি তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা নিজেরা লড়ালড়ি করুন। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা যাতে অবনতি না-হয় সেটা দেখতে হবে।' কেন তিনি এই কথা বলছেন তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঋতব্রতের পোস্টের কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন তাঁদের নথি ছিনতাই করার চেষ্টা হয়েছে। আপনারা যদি এফআইআর করেন আমরা এটা সিআইডি-কে দিয়ে দেব।' শুভেন্দুর আশ্বাস প্রসঙ্গে অধিবেশন শেষে ঋতব্রত জানান, গণতান্ত্রিক তৃণমূলের তরফে রাজ্য পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হবে।

প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন গ্রেফতার হতেই হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে জায়গা পেতেন উনি, ঠিক সময়ে বড় জায়গায় হাত পড়বে'

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে জায়গা পেতেন উনি (ইন্দ্রনীল)। অনেক বড় বড় মন্ত্রী জায়গা পেতেন না।' ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে দুর্গাপুজোর পাস বিক্রি ও টাকা আদায়ের মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করার পরেই এভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা এবং ইন্দ্রনীল একে অপরের পরিপূরক বলে মন্তব্য করে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'ঠিক সময়ে বড় জায়গায় হাত পড়বে।' বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে মমতা-ইন্দ্রনীলের একসঙ্গে গলা মেলানোর কথাও স্মরণ করিয়ে দেন শুভেন্দু। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এ সব নিয়ে কটাক্ষ করতে করতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওঁরা তো ডুয়েট গাইতেন।' এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী গাইতে শুরু করেন, 'আমার যাওয়ার সময় হলো...।'

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের কোনও রাজ্যে শিক্ষকরা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে থাকেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ ক্যাবিনেটে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজকের পর থেকে যে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ হবেন, তাঁরা অন্যান্য রাজ্যের মতো প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে...অর্থাৎ পঞ্চায়েত, পুরসভা, লোকসভা, বিধানসভায় লড়তে পারবেন না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতে পারবেন না। যারা ইতিমধ্যে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন, যে অধিকার তাঁরা পেয়েছেন, সেই অধিকার আমরা খর্ব করছি না। অতপর, নতুন যে শিক্ষক-শিক্ষিকা ইত্যাদি নিয়োগ হবেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতে পারবেন না। এটা আমরা স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত করলাম ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে। আমরা চাই, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মান...৩৪ বছরের কমিউনিস্ট এবং ১৫ বছরের দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেস যাদের মাইন্ডসেটটাই ছিল গ্রেটার বাংলাদেশ তৈরি করার, সেই জায়গা থেকে শিক্ষার প্রাঙ্গনকে, শিক্ষার মন্দিরকে...শিক্ষক শব্দের যে মর্যাদা, সেটিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় উদ্যোগ। আমরা এটা আজ গ্রহণ করেছি।'

রাজ্যে সার্বিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন শিল্পনীতি কার্যকর করার চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল রাজ্য সরকার। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সবুজ সঙ্কেত পেল রাজ্যের খসড়া শিল্পনীতি। আগামী ৫ নভেম্বর নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত এক প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতেই এই নীতি প্রকাশ পাবে।

রাজ্য সরকারের বহুল প্রচলিত 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি' রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আগামী ৫ নভেম্বর হুগলির পুরশুড়ায় একটি জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডলের উপস্থিতিতে প্রায় ৪৮ লক্ষ নথিভুক্ত কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ২০০০ টাকা সরাসরি হস্তান্তর করা হবে। আসন্ন কালীপুজো উৎসবের সময় সার্বিক আইনশৃঙ্খলা, জনসেবা ও প্রশাসনিক নজরদারি বজায় রাখতে রাজ্যের প্রত্যেক মন্ত্রীকে নির্দিষ্ট একটি করে জেলার অতিরিক্ত দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে।

এর আগে শিল্পনীতি ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে নিশানা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য ছিল, আগের সরকারে সবকিছুই নেগেটিভ ছিল। শুধু ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হত। সবাই ভাতা নির্ভর হয়ে গেছিল। পাশাপাশি বিগত সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি শিল্পপতিদের বাংলায় বিনিয়োগ করার বার্তা দিয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ১৫৫-৩৩৫ টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হয়েছে।

রাস্তা ও ফুটপাতের দখলদারি নিয়ে

কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা শহরের রাস্তায় নির্বিঘ্নে চলাচল এবং ফুটপাতকে পথচারীদের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে পুজো কাটতেই ফের মাঠে নামলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। কলকাতার রাস্তা ও ফুটপাতের দখলদারি নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বুধবার কলকাতা পুরসভার ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শনে গিয়ে রাস্তা ও ফুটপাতের বেদখল পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের পথে বাধা তৈরি করে থাকা অবৈধ দখল সরাতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও পুর আধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। পরিদর্শনের সময় দুই ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তা ও ফুটপাতের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখেন অগ্নিমিত্রা। ফুটপাত দখল হয়ে থাকায় পথচারীদের চলাচলে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও নজর দেন তিনি। দখলদারির কারণে সাধারণ মানুষের যাতায়াত যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ দিনের পরিদর্শনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে রামলীলা মাঠ। সেখানে অবৈধ পার্কিং সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। শুধু পার্কিংয়ের সমস্যা মেটানোই নয়, মাঠটিকে নতুন করে সাজিয়ে একটি খেলার মাঠ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন তিনি। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এলাকার বাসিন্দারা খেলাধুলার জন্য আরও উপযুক্ত পরিসর পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। নির্দেশ দেওয়ার পরই অবশ্য দায়িত্ব শেষ করতে চাইছেন না অগ্নিমিত্রা। কাজ কতটা এগোল, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আগামী ১৫ দিন পর ফের ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শনে যাবেন তিনি। অর্থাৎ, রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার পাশাপাশি রামলীলা মাঠের অবৈধ পার্কিং সরানোর কাজেও নজরদারি চালানো হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা তিন শতাংশ বাড়াল মন্ত্রিসভা

সকালের শিরোনাম

নয়াদিল্লি

দীপাবলির আগেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য বড় উপহার দিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) তিন শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে।

এই বৃদ্ধির ফলে মূল বেতনের ওপর মহার্ঘ ভাতার হার ৬০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৬৩ শতাংশে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজকোষ থেকে মোট ১০,০১৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানানো হয়েছে।মূল্যবৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার বর্ধিত ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে প্রতি বছর জানুয়ারি এবং জুলাই;এই দুই দফায়

কেন্দ্রীয় কর্মীদের ভাতা সংশোধন করে কেন্দ্র। এর আগে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে দুই শতাংশ ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল, যা কার্যকর হয়েছিল ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে।

এবার জুলাই মাসের প্রাপ্য কিস্তির নিরিখে এই নতুন তিন শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা করা হলো।

চাকুরিরত কর্মীরা মহার্ঘ ভাতা হিসেবে এই সুবিধা পাবেন এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ নাগরিকরা একই হারে মহার্ঘ ত্রাণ হিসেবে এই বর্ধিত অর্থ পাবেন, যা উৎসবের মরশুমে লক্ষাধিক পরিবারকে বড় আর্থিক স্বস্তি দেবে।

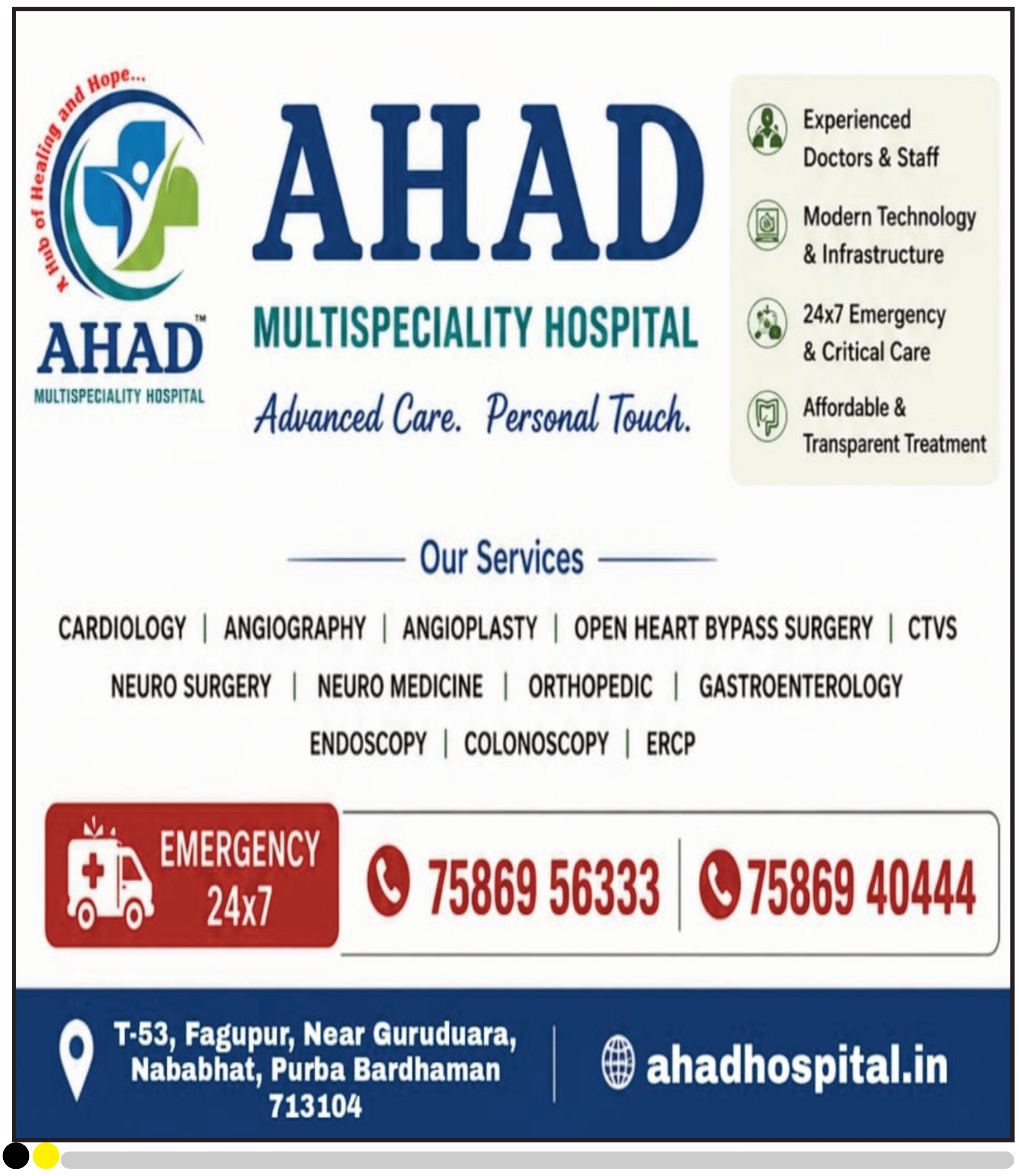

AHAD MULTISPECIALITY HOSPITAL

Advanced Care. Personal Touch.

Experienced Doctors & Staff

Modern Technology & Infrastructure

24x7 Emergency & Critical Care

Affordable & Transparent Treatment

Our Services

CARDIOLOGY | ANGIOGRAPHY | ANGIOPLASTY | OPEN HEART BYPASS SURGERY | CTVS

NEURO SURGERY | NEURO MEDICINE | ORTHOPEDIC | GASTROENTEROLOGY

ENDOSCOPY | COLONOSCOPY | ERCP

EMERGENCY 24x7

75869 56333 | 75869 40444

T-53, Fagupur, Near Guruduara,
Nababhat, Purba Bardhaman
713104

ahadhospital.in

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

২৯ অক্টোবর ২০২৬ বৃহস্পতিবার

ইজরায়েলে ক্ষমতা হারাতে পারেন নেতানিয়াহু?

ইজরায়েলের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। দীর্ঘদিন ধরে দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন জোটকে ধাক্কা দিয়েছে সাম্প্রতিক নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা। তবে বিরোধীরা এগিয়ে থাকার ইঙ্গিত দিলেও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারা নিশ্চিত করতে পারবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। প্রাক্তন সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকটের নেতৃত্বে বিরোধী শিবির নতুন সরকার গঠনের দাবি তুললেও আরব দলগুলির সমর্থন ছাড়া সেই লক্ষ্য অর্জন কঠিন হতে পারে। ফলে নির্বাচনের ফলাফল নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে জনমতের ইঙ্গিত দিলেও তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখনই নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যাচ্ছে না।২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা, তার পর গাজায় যুদ্ধ, লেবানন ও ইরানকে ঘিরে সংঘাত, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন এবং নেতানিয়াহুর দীর্ঘ শাসনের ভবিষ্যৎ নির্বাচনের কেন্দ্রে রয়েছে। ইজরায়েলের মানুষ কার্যত বিচার করেছেন, আগামী দিনে দেশের নেতৃত্ব কার হাতে থাকা উচিত।নেতানিয়াহু প্রায় ১৭ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে ইজরায়েলের ক্ষমতায় রয়েছেন। তাঁর সমর্থকদের কাছে তিনি দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় অভিজ্ঞ নেতা। অন্য দিকে, বিরোধীদের অভিযোগ, তাঁর নেতৃত্বে দেশ আরও বিভক্ত হয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়েছে এবং গাজার যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়েছে। এই দুই বিপরীত রাজনৈতিক অবস্থানের সংঘাতই এবারের নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।ইজরায়েলের সংসদ নেসেটে মোট ১২০টি আসন রয়েছে। সরকার গড়তে প্রয়োজন অন্তত ৬১টি আসন। কিন্তু বুথফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, নেতানিয়াহুর জোট এবং আইজেনকটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবির;কোনো পক্ষই এককভাবে সেই সংখ্যায় পৌঁছতে পারেনি।সমীক্ষার প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, নেতানিয়াহুর লিকুদ দল প্রায় ২৭টি আসন পেতে পারে। অন্য দিকে, নেতানিয়াহুর বিরোধী দলগুলি মিলিয়ে প্রায় ৫১টি আসন পেতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। আরব নেতৃত্বাধীন দলগুলি পেতে পারে প্রায় ১৮টি আসন। যদিও সমীক্ষার এই হিসাব চূড়ান্ত ফল নয়। অনুপস্থিত ভোট এবং অন্যান্য ভোট গণনার পর আসনসংখ্যায় পরিবর্তন হতে পারে।এই ফলাফল থেকে স্পষ্ট, নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক শক্তি কমলেও তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানো সহজ হবে না। কারণ, বিরোধী শিবিরে এমন একাধিক দল রয়েছে, যাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে সরানোর প্রশ্নে তারা একজোট হলেও সরকার গঠনের পর কোন নীতি অনুসরণ করবে, তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে।আইজেনকট অবশ্য বুথফেরত সমীক্ষার ফল সামনে আসার পর পরিবর্তনের পক্ষে জনমত তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ইজরায়েলের মানুষ আগামী দিনের নেতৃত্ব বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের মত জানিয়েছেন। তিনি নতুন সরকার গঠনের আশ্বাস দিয়েছেন এবং দেশের মানুষের জন্য আশার নতুন যুগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হবে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা ইজরায়েলের এই নির্বাচনকে নেতানিয়াহুর দীর্ঘ শাসনের মূল্যায়ন হিসেবেও দেখা হচ্ছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ইজরায়েলের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। হামলায় প্রায় ১২০০ জন নিহত হন এবং ২৫১ জনকে পণবন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পর গাজায় ইজরায়েলের সামরিক অভিযান শুরু হয়। সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য এলাকাতেও। গাজা, লেবানন ও ইরানকে ঘিরে সংঘাত ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।নেতানিয়াহুর সমর্থকদের দাবি, কঠিন সময়ে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অভিজ্ঞ নেতৃত্বের প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক চাপের মুখেও তিনি ইজরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করছেন বলে তাঁদের বক্তব্য। তাঁদের কাছে নেতানিয়াহু এমন এক নেতা, যিনি দেশের নিরাপত্তা এবং ইহুদি পরিচয়কে অগ্রাধিকার দেন।এক সপ্তাহ ধরে হাত ভেঙে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন নাজাল। এতদিন ধরে বারবার চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করেও মেলেনি ফল।কিন্তু বিরোধীদের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁদের অভিযোগ, নেতানিয়াহু হামাসের হামলার পর নিরাপত্তাব্যবস্থার ব্যর্থতার দায় এড়িয়ে গিয়েছেন।

স্মৃতির পাতা থেকে

কার্ল ফ্রিডরিশ গাউস

ইয়োহান কার্ল ফ্রিডরিশ গাউস একজন প্রতিভাবান জার্মান গণিতবিদ এবং বিজ্ঞানী। গণিত ও বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগে তার অবদান আছে। তাকে ক্ষ্মগণিতের যুবরাজক্ষ্ম ও ক্ষ্মসর্বকালের সেরা গণিতবিদক্ষ্ম বলা হয়। গণিতের যে সব বিষয়ে তার অবদান আছে সেগুলোর মধ্যে আছে সংখ্যা তত্ত্ব, গাণিতিক বিশ্লেষণ, অন্তরক জ্যামিতি, চুম্বকের ধর্ম, আলোকবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি। গণিত এবং বিজ্ঞানের বহু শাখায় তার প্রশংসাযোগ্য প্রভাব ছিল, যে কারণে তাকে ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী গণিতবিদদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।গাউস ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব প্রতিভাবান ছিলেন । ছোটবেলার তার গাণিতিক প্রতিভা নিয়ে অনেক গল্প শোনা যায়। তিনি কৈশোরেই তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক আবিষ্কারগুলো সম্পাদন করেন। ১৭৯৮ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ডিসকিশিয়নেস অ্যারিথমেটিকা লেখা সমাপ্ত করেন, যা ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়। তার এই কাজ গণিতের একটি পৃথক শাখা হিসেবে সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করে এবং আজও এর প্রভাব অপরিসীম।কার্ল ফ্রিড রিশ গাউস ১৭৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন বর্তমান নিম্ন জাখসেন অঞ্চলের অন্তর্গত ব্রাউনশ্ভা ইগ শহরে। তার পিতামাতা ছিলেন নিতান্তই খেটে-খাওয়া শ্রেণীর।শৈশবেই তিনি তার গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় দিতে শুরু করেন। তার অসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে বেশ কিছু গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি তার বাবার হিসাবের খাতার ভুল ধরে দেন মনে মনে গণনা করে। তার সম্বন্ধে আরেকটি বহুল প্রচলিত গল্প হচ্ছে- একবার তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দুষ্টু ছাত্রদের ব্যস্ত রাখবার জন্যে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করতে বলেন। গাউস তার শিক্ষককে অবাক করে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সঠিক উত্তরটি বের করে ফেলেন।গাউসের যোগ করার পদ্ধতিটি ছিল অত্যন্ত সহজ। তবে এই গল্পটির বিস্তারিত বিবরণ কিছুটা অনুমান করা বলেই মনে করা হয়;কিছু লেখক, যেমন জোসেফ রটম্যান তার বই এ ফার্স্ট কোর্স ইন এলজেবরাতে ঘটনাটি আদৌ ঘটেছিল কিনা তা নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।গাউসের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ব্রাউনশ্ভা ইগের ডিউকের নজর কাড়ে, যিনি তাকে কলোজিয়াম কারোলিনামে (বর্তমান টেকনিশে উইনিভার্সিটেট ব্রাউনশ্ভা ইগ)-এ পড়ালেখা করবার সুযোগ করে দেন। তিনি ১৭৯২ থেকে ১৭৯৫ পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করেন এবং তারপর গোটিঙেন গেয়র্গ-আউগুস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭৯৫ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত পড়েন।বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় গাউস বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্য নতুন করে আবিষ্কার করেন এবং ১৭৯৬ সালে তিনি প্রথমবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন; তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে যেসব সুষম বহুভুজের সংখ্যা ফের্মা মৌলিক সংখ্যা (এবং, সেই সাথে যেসব বহুভুজের বাহুর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ফের্মা মৌলিক সংখ্যা ও ২ এর ঘাতের গুণফল) তাদের কম্পাস ও দাগ-না-কাটা রুলার ব্যবহার করে আঁকা সম্ভব। এ আবিষ্কারটি গণিতের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল; অঙ্কণের সমস্যা গণিতবিদদের প্রাচীন গ্রিক আমল থেকেই ভাবিয়ে আসছিল, এবং এই আবিষ্কারই গাউসকে ভাষাবিজ্ঞানের পরিবর্তে গণিতকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করে।গাউস তার এই উদ্ভাবন নিয়ে অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন এবং তার ইচ্ছে ছিল তার স্মৃতিফলকে একটি সুষম সপ্তদশভুজ খোদাই করা থাকবে। তবে কারিগররা এতে অপারগতা প্রকাশ করে, কারণ সপ্তদশভুজ খোদাই করা বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল, এবং এই শ্রমসাধ্য সপ্তদশভুজকে ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে বৃত্তের সাথে পার্থক্য করা যেত না।১৭৯৬ সালটি ছিল গাউস এবং সংখ্যাতত্ত্ব উভয়ের জন্যেই অন্যতম সফল একটি বছর।

বারুইপুর থেকে গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জ

তিন এনকাউন্টারেই একই বয়ান?

তানভিয়া বড়ূয়া

পুলিশি হেফাজতে থাকা অভিযুক্তকে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়া, সেখানে পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা এবং তার পরেই পুলিশের গুলিতে অভিযুক্তের মৃত্যু। পশ্চিমবঙ্গে পরপর তিনটি কথিত এনকাউন্টারের ঘটনায় উঠে এসেছে প্রায় একই ধরনের বিবরণ। প্রথমে বারুইপুর, তার পরে গাইঘাটা ও সামশেরগঞ্জ। প্রতিটি ঘটনাতেই পুলিশের বক্তব্যের কেন্দ্রে রয়েছে অভিযুক্তের পালানোর চেষ্টা এবং পুলিশকে আক্রমণ করার অভিযোগ। ফলে এই ঘটনাগুলিকে ঘিরে শুধু অপরাধের তদন্ত নয়, পুলিশি ক্ষমতার ব্যবহার এবং বিচারব্যবস্থার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।ধর্ষণ ও খুনের মতো গুরুতর অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের শাস্তি হওয়া নিয়ে সমাজে প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই শাস্তি কি আদালতের বিচারের মাধ্যমে হবে, নাকি পুলিশের গুলিতেই শেষ হয়ে যাবে বিচারপ্রক্রিয়া? পশ্চিমবঙ্গে পরপর কয়েকটি কথিত এনকাউন্টারের ঘটনায় এই প্রশ্নই সামনে এসেছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের সরকারের আমলে পুলিশি এনকাউন্টারকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাগুলির তাৎপর্য আরও বেড়েছে।পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক এই ধারাবাহিকতার প্রথম ঘটনাটি বারুইপুরের। জুলাই মাসের ৭ তারিখে ১১ বছরের এক নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হয়। প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ী, ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য অভিযুক্তকে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল সে। এর পরেই পুলিশ গুলি চালায় এবং তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।এই ঘটনার পর পুলিশের বক্তব্য এবং অভিযুক্তের মৃত্যুর পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গুরুতর অপরাধের অভিযোগ থাকলেও অভিযুক্তের বিচার হওয়ার আগে তার মৃত্যু হলে মামলার পূর্ণাঙ্গ বিচারপ্রক্রিয়া আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। অভিযোগের সত্যতা যাচাই, সাক্ষ্যপ্রমাণের পরীক্ষা এবং অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ; বিচারব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলিও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।বারুইপুরের ঘটনার পরেও পুলিশি এনকাউন্টার নিয়ে বিতর্ক থামেনি। বরং অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে গাইঘাটা ও সামশেরগঞ্জের ঘটনাগুলি সামনে আসার পর একই ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।উত্তর ২৪ পরগনার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গাইঘাটায় ২৫ অক্টোবর, সকালে ১৭ বছরের এক কিশোরীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, আগের দিন, ২৪ অক্টোব, কিশোরীটি বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির কাছের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। রাত ১১টা নাগাদ তার কাছে একটি ফোন আসে। তার পর সে অনুষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে যায়। রাত গভীর হওয়ার পরেও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তার খোঁজ শুরু করেন। পরের দিন তার দেহ উদ্ধার হয়।কিশোরীর দেহ উদ্ধারের পর পরিবার ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে পুলিশ তার এক আত্মীয়কে গ্রেফতার করে। কিন্তু ২৭ অক্টোবর সকালে জানা যায়, পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীনই মৃত্যু হয়েছে ওই অভিযুক্তের।পুলিশের অভ্যন্তরীণ সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ী, মঙ্গলবার ভোররাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে সে পুলিশের রিভলভার ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, অভিযুক্ত গুলি চালানোর চেষ্টা করলে এক পুলিশকর্মী জখম হন। এর পর পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। সেই গুলিতেই অভিযুক্তের মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।তবে এই ঘটনা নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশিত হয়নি।মৃতের ভাইও পুলিশের বক্তব্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সংবাদমাধ্যমে তাঁর দাবি, অভিযুক্তের পক্ষে পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কিশোরীটি তাঁর দাদার দোকানে গিয়ে একাধিকবার ঝামেলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। পরিবারের এই বক্তব্যও ঘটনার তদন্তে যাচাই করা প্রয়োজন। তবে কোনো পক্ষের বক্তব্যই তদন্তের বিকল্প হতে পারে না। একই দিনে গাইঘাটা ও সামশেরগঞ্জে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হলো দুই অভিযুক্তের। উত্তরপ্রদেশের 'জিরো টলারেন্স' নীতি কি এবার বাংলায়? অপরাধ দমনের নামে পুলিশের গুলিতে অভিযুক্তের মৃত্যু কি আইনের শাসন ও সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে? গাইঘাটার ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থেকে আরও একটি কথিত এনকাউন্টারের খবর সামনে আসে। সেখানে বিজেপিকর্মী সুজিত মণ্ডল খুনের মামলার মূল অভিযুক্তের পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হয়।সুজিত মণ্ডল গত সেপ্টেম্বর মাসে নিখোঁজ হয়েছিলেন। পরে তাঁর খুনের বিষয়টি সামনে আসে। ওই ঘটনায় সেপ্টেম্বর মাসেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।২৭ অক্টোবর, সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলা এলাকায় মূল অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে গিয়েছিল পুলিশ। সেই সময় অভিযুক্ত পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এর পরেই কথিত এনকাউন্টারে তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। গাইঘাটার মতো সামশেরগঞ্জের ঘটনাতেও পুলিশের বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ আনুষ্ঠানিক বিবরণ সামনে আসেনি। ফলে ঠিক কী পরিস্থিতিতে গুলি চলেছিল, অভিযুক্তের হাতে অস্ত্র কীভাবে এসেছিল এবং পুলিশের পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা কতটা ছিল, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হওয়া সম্ভব।ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় অভিযুক্তের অস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা এবং পুলিশের পাল্টা গুলিতে তার মৃত্যুর যে বিবরণ সামনে এসেছে, তা বারুইপুরের ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন অনেকে। একই ধরনের বিবরণ বারবার সামনে আসায় পুলিশি তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। উত্তরপ্রদেশের এনকাউন্টার মডেলের সঙ্গে মিল কোথায়? পশ্চিমবঙ্গের এই ঘটনাগুলিকে ঘিরে উত্তরপ্রদেশের পুলিশি এনকাউন্টার মডেলের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ২০১৭ সালে যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তাঁর সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা বলে আসছে। এই নীতির সঙ্গে পুলিশি এনকাউন্টারও বারবার আলোচনায় এসেছে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ প্রকাশিত একটি রিপোর্টের উল্লেখ করে বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যোগী আদিত্যনাথের আমলে রাজ্যে ১৭ হাজারের বেশি কথিত এনকাউন্টার হয়েছে এবং ২৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, একাধিক ঘটনায় অভিযুক্তরা পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। তবে এই পরিসংখ্যানের পাশাপাশি প্রতিটি ঘটনার পরিস্থিতি, পুলিশের পদক্ষেপের বৈধতা এবং মৃত্যুর স্বাধীন তদন্তও গুরুত্বপূর্ণ।২০১৯ সালে হায়দরাবাদে এক পশুচিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের মৃত্যু নিয়েও একই ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তেলেঙ্গানা পুলিশের দাবি ছিল, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় অভিযুক্তরা পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এর পর পুলিশের গুলিতে তাঁদের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনায় মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিচারবহির্ভূত হত্যার নিন্দা করেছিল এবং আদালতের মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিল।প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর একটি নির্বাচনী প্রচারসভায় শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ধর্ষকদের আদালতে পাঠানো হবে না; সকালে জমা করে বিকেলে খরচ করা হবে। তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বারুইপুর, গাইঘাটা ও সামশেরগঞ্জের ঘটনাকে কেউ কেউ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন।২৭ অক্টোবর দিল্লিতে একাধিক বৈঠক এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কলকাতায় ফিরে শুভেন্দু অধিকারী জোড়া এনকাউন্টার নিয়ে মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য, এনকাউন্টারের কারণ পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে, তাই এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য করা ঠিক হবে না। একই সঙ্গে তিনি বলেন, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ এবং মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় পুলিশকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। পুলিশকর্মীরা সমস্যায় পড়লে তিনি তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন বলেও জানান।শাসকদলের কয়েকজন নেতাও পুলিশের পদক্ষেপের সমর্থনে বক্তব্য দিয়েছেন। মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে এমন অপরাধ করলে অভিযুক্তদের পরিণতি এই রকমই হবে। দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় এবং পুলিশের উপর মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। অন্যদিকে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা এনকাউন্টার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছেন। কিন্তু অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া এবং বিচারপ্রক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়া এক বিষয় নয়। পুলিশকে দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ আইনবহির্ভূত পদক্ষেপের অনুমতি দেওয়া হতে পারে না। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ আইনের শাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ আইনের সামনে সমতা এবং আইনের সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করে। ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ন্যায্য পদ্ধতি ছাড়া কাউকে তাঁর জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যায় না। মেনকা গান্ধী বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছিল, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আইনি পদ্ধতি ন্যায্য, ন্যায়সংগত ও যুক্তিসংগত হতে হবে। অর্থাৎ, অপরাধের অভিযোগ যত গুরুতরই হোক, অভিযুক্তের ক্ষেত্রেও আইনের সুরক্ষা প্রযোজ্য। পুলিশ যদি আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালানোর দাবি করে, সেই দাবির সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। গুলি চালানো অপরিহার্য ছিল কি না, অন্য কোনো উপায়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল কি না এবং পুলিশের পদক্ষেপ আইন মেনে হয়েছিল কি না, তা তদন্তে নির্ধারিত হওয়া দরকার।অভিযুক্তের মৃত্যু হলে অভিযোগের সত্যতা আদালতে প্রমাণিত হওয়ার সুযোগ, সাক্ষীদের বক্তব্য এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সামনে আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে প্রকৃত অপরাধী শনাক্ত করা এবং অন্য কেউ জড়িত থাকলে তার ভূমিকা নির্ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়তে পারে। বারুইপুর, গাইঘাটা ও সামশেরগঞ্জের ঘটনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিল হলো, তিন ক্ষেত্রেই ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় অভিযুক্তের অস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টার কথা সামনে এসেছে। তার পর পুলিশের গুলিতে অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে, ঘটনাগুলির প্রতিটিতে ঠিক কী ঘটেছিল এবং পুলিশের পদক্ষেপ কতটা আইনসম্মত ছিল।ধর্ষণ ও খুনের মতো অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। কিন্তু শাস্তি নিশ্চিত করার দায়িত্ব আদালতের। পুলিশ অপরাধের তদন্ত করবে, প্রমাণ সংগ্রহ করবে এবং অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করবে। অভিযুক্ত দোষী কি না, তা নির্ধারণের দায়িত্ব বিচারব্যবস্থার। অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নামে যদি বিচারপ্রক্রিয়াই প্রশ্নের মুখে পড়ে, তা হলে আইনের শাসনের উপর মানুষের আস্থা আরও দুর্বল হতে পারে।অপরাধের শাস্তি প্রয়োজন, কিন্তু সেই শাস্তি হতে হবে আইনের পথে। অভিযুক্তের অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হওয়ার আগেই যদি পুলিশের গুলিতে মামলার পরিসমাপ্তি ঘটে, তা হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলো কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। সৌঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

খবর

মানুষের শরীরে ইতিহাসের দাগ এঁকেছিলেন যোগেন চৌধুরী

নজরুল ইসলাম বাবুল

রবিবার, ২৫ অক্টোবরের সকাল। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালের নিস্তব্ধ কক্ষে তখন জীবনের সঙ্গে শেষ লড়াই লড়ছেন ভারতীয় সমকালীন চিত্রকলার অন্যতম প্রধান শিল্পী যোগেন চৌধুরী। যে হাত কয়েক দশক ধরে ক্যানভাসে এঁকেছে মানুষের শরীরের গোপন ক্ষত, সময়ের নিষ্ঠুরতা আর ইতিহাসের অমোচনীয় দাগ, সেই হাতেই ক্রমশ নিভে আসছে জীবনের স্পন্দন। যে চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল সমাজের অসংগতি, মানুষের অন্তর্লীন বিষাদ ও অস্তিত্বের গভীর সংকট, সেই চোখের সামনে ধীরে ধীরে নেমে আসছে চিরকালের অন্ধকার। বাইরে তখনও পৃথিবী তার নিজস্ব ছন্দে চলেছে, অথচ হাসপাতালের শয্যায় নিঃশব্দে ফুরিয়ে আসছে এক শিল্পীর সময়। দীর্ঘ অসুস্থতা, বিরল রক্তের ক্যানসার ও সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই শেষ পর্যন্ত থামিয়ে দিল তাঁর জীবনযাত্রা। ৮৭ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণে যেন থেমে গেল ভারতীয় শিল্পকলার এক স্বতন্ত্র রেখাভাষা।কিন্তু সত্যিই কি একজন শিল্পীর মৃত্যুতে তাঁর নির্মিত পৃথিবীরও মৃত্যু হয়? যোগেন চৌধুরীর ক্ষেত্রে উত্তরটি লুকিয়ে রয়েছে তাঁর ক্যানভাসে;সেই অস্থির রেখায়, আলো-আঁধারিতে বন্দি শরীরে, মানুষের মুখে জমে থাকা বিষণ্নতায়, যা মৃত্যুর পরেও আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু শিল্পীর মৃত্যু হয়, অথচ তাঁদের শিল্পের ভিতর দিয়ে সময় কথা বলে যায়। যোগেন চৌধুরী সেই বিরল শিল্পীদেরই একজন।১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে জন্ম যোগেন চৌধুরীর। দেশভাগ তাঁর জীবনকে দুই ভূখণ্ডের অভিজ্ঞতায় ভাগ করে দিয়েছিল। জন্মভূমি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসা একটি পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন উদ্বাস্তু জীবনের অনিশ্চয়তা, পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা এবং নতুন করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এই অভিজ্ঞতাকে সরল আত্মজীবনীমূলক বিবরণে রূপান্তর করেননি তিনি; বরং তার অভিঘাত ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে তাঁর ছবির শরীরে, মুখের ভাঁজে, অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গিতে এবং অস্থির রেখার জালে।তাঁর শিল্পকে বুঝতে গেলে তাই শুধু রং ও রেখার দিকে তাকালে চলে না, দেখতে হয় ইতিহাস কীভাবে একজন মানুষের অবচেতনে স্থায়ী হয়ে থাকে। ১৯৬০ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট থেকে স্নাতক হওয়ার পর শিল্পচর্চার নতুন দিগন্তের সন্ধানে ১৯৬৫ সালে ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে প্যারিসে যান তিনি। সেখানে একোল দে বোজার এবং আতেলিয়ে ১৭-তে শিল্পশিক্ষা ও অঙ্কনের অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পভাষাকে নতুন মাত্রা দেয়।আমাদের পাশে বেশ কিছু আদিবাসী গ্রাম ছিল তখন, এখনও আছে, তাদের ওখানে গিয়ে ওঁরা ছবি আঁকতেন, বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে। যোগেন চৌধুরীর সঙ্গে তখন আমিও ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকতাম। সকাল থেকে আমরা, বিশেষত আমি যোগেন চৌধুরীর পিছনে পিছনে ঘুরতাম ইউরোপীয় আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও তিনি নিজের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। তাঁর ছবিতে পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার অনুশীলন এবং বাংলার সামাজিক বাস্তবতা এমনভাবে মিশেছে যে, সেখান থেকে জন্ম নিয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক দৃশ্যভাষা। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ভবনের আর্ট গ্যালারিতে কিউরেটরের দায়িত্ব পালনের পর ১৯৮৭ সালে যোগ দেন শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর কলাভবনে। অধ্যাপক হিসেবে তিনি যেমন শিল্পচর্চা করেছেন, তেমনই পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের শিক্ষাদানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।যোগেন চৌধুরীর শিল্পের সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তাঁর রেখার ব্যবহার। কালি, জলরং ও প্যাস্টেলের সঙ্গে আড়াআড়ি-তির্যক সূক্ষ্ম রেখার ঘন বুননে তিনি তৈরি করতেন শরীরের এক অদ্ভুত গঠন। শিল্পের পরিভাষায় এই পদ্ধতি ক্রস-হ্যাচিং নামে পরিচিত। কিন্তু তাঁর হাতে এটি নিছক কারিগরি কৌশল হয়ে থাকেনি। রেখাগুলি কখনো শরীরের পেশি, কখনো শিরা-উপশিরা, কখনো মানসিক উদ্বেগের দৃশ্যমান চিহ্ন হয়ে উঠেছে।তাঁর আঁকা মানুষগুলি প্রথাগত অর্থে নিখুঁত বা আদর্শ সৌন্দর্যের প্রতীক নয়। তাদের শরীর ভারী, মুখে ক্লান্তি, চোখে সংশয়, অঙ্গভঙ্গিতে কখনো অসহায়তা, কখনো ক্ষমতার দম্ভ। এই বিকৃতির মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের অন্তর্লীন সত্যকে দৃশ্যমান করেছেন।তাঁর শিল্পজীবনের অন্যতম আলোচিত কাজ। জাতীয় আধুনিক শিল্পকলা সংগ্রহশালার এই ছবিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, যৌন আকাঙ্ক্ষা, নিরাপত্তাহীনতা ও দুর্বলতার জটিল টানাপোড়েন উঠে এসেছে। ছবিটির শক্তি কেবল বিষয়বস্তুতে নয়, আলো-আঁধারির মধ্যে রেখার চলাচলেও। জরুরি অবস্থার সময়কার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে কাজটির সম্পর্ক নিয়েও শিল্প-আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর আগে দীর্ঘকাল ধরে ধারণা করা হতো যে ভ্যান গগের আঁকা ছবিটির উপরের অংশটি মেষ রাশির কোনো তারামণ্ডল। তবে, সায়েন্টিফিক রিপোর্টস জার্নালে প্রকাশিত 'দ্য অ্যাকচুয়াল স্কাই অফ ভ্যান গগস স্টারি নাইট এ মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিঅকনস্ট্রাকশন' নামক গবেষণাটিতে বলা হয়েছে, ভ্যান গগের ছবির কেন্দ্রীয় পাঁচ তারার বিন্যাস মেষ রাশির সঙ্গে নয়, বরং হায়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মেলে।

জিয়ো প্ল্যাটফর্মের সাড়ে ১২ লক্ষ কোটির শেয়ার তালিকাভুক্ত

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুম্বই

শেয়ার বাজারে প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ কোটি টাকার বাজারমূল্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটল জিয়ো প্ল্যাটফর্মের। তালিকাভুক্তির পর মুকেশ আম্বানি পরিবারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মালিকানার আনুমানিক মূল্য দাঁড়াল ১২.৮০ লক্ষ কোটি টাকা, যা তালিকাভুক্তির আগে ছিল ৮.৭৩ লক্ষ কোটি টাকা। আপাতদৃষ্টিতে কাগজে-কলমে এই অঙ্ক বাড়লেও তা আম্বানিদের সম্পদে কোনো বাস্তবিক উল্লম্ফন নয় বলে সতর্ক করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। কারণ এই অতিরিক্ত মূল্য যোগ করতে গেলে এক মূলধনকেই দু'বার গণনা করার মারাত্মক ভুল হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

বর্তমানে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বাজারমূল্য প্রায় ১৬ লক্ষ কোটি টাকা। সেখানে আম্বানি পরিবারের ৫০.৪৪ শতাংশ অংশীদারিত্বের নিরিখে তাদের শেয়ারের মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৮.০৭ লক্ষ কোটি টাকা। অন্যদিকে জিয়ো ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেসে তাঁদের ৪৮ শতাংশ অংশীদারিত্বের মূল্য প্রায় ৬৫,৭৬০ কোটি টাকা। রিলায়েন্সের হাতে রয়েছে জিয়ো প্ল্যাটফর্মের ৬৪.৪১ শতাংশ অংশীদারিত্ব, যার বাজারমূল্য প্রায় ৮.০৭ লক্ষ কোটি টাকা। মূল সংস্থা রিলায়েন্সে আম্বানিদের হিস্যা অনুযায়ী বিচার করলে জিয়ো প্ল্যাটফর্মে তাঁদের পরোক্ষ অংশীদারিত্বের আর্থিক মূল্য দাঁড়ায় আনুমানিক ৪.০৭ লক্ষ কোটি টাকা। এই পুরো অংশটি আলাদাভাবে যোগ করলে আম্বানি পরিবারের সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা আদানি কিংবা শিব নাদারদের চেয়ে অনেকটাই বেশি।

তবে বাজার বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, রিলায়েন্সের বাজারমূল্যের ভেতরেই জিয়োর ব্যবসার আর্থিক মূল্যায়ন আগে থেকেই আংশিক প্রতিফলিত রয়েছে। ফলে জিয়ো প্ল্যাটফর্মের তালিকাভুক্তি কেবল একটি নির্দিষ্ট মূল্যায়ন সামনে আনলেও তা মূল সংস্থার থেকে আলাদা কোনো স্বাধীন নতুন সম্পদ নয়। আম্বানি পরিবারের আসল সম্পদে বড়সড় হেরফের তখনই ঘটবে, যদি এই তালিকাভুক্তির প্রভাবে বাজারে মূল সংস্থা রিলায়েন্সের শেয়ারদর ধারাবাহিক পাঁচ থেকে আট শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কেবল পৃথক তালিকাভুক্তির ফলেই আম্বানিদের রাতারাতি সম্পদ বৃদ্ধি পায়নি, বরং তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করবে আগামী দিনে বাজারে অন্যান্য শেয়ারের ওঠানামার ওপরই।

পরিস্থিতি বদলেছে, একুশের ভোট পরবর্তী হিংসার মামলা রাজ্য ছাড়ার আর্জি প্রত্যাহার সিবিআইয়ের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি

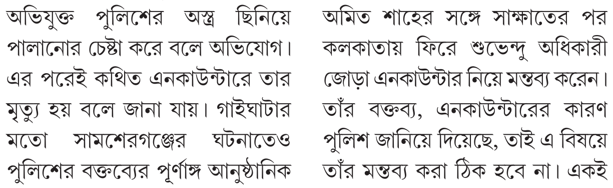

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসার মামলাগুলি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য রাজ্যের আদালতে স্থানান্তরের জন্য করা প্রায় কুড়িটি আবেদন সুপ্রিম কোর্ট থেকে প্রত্যাহার করে নিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)। বুধবার শীর্ষ আদালতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, রাজ্যে বর্তমানে 'পরিস্থিতি বদলেছে', আর সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণেই তারা এই আর্জিগুলি ফিরিয়ে নিতে চায়। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহানার ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সংস্থার এই প্রত্যাহার সংক্রান্ত আবেদন মঞ্জুর করেছে।২০২৩ সালে যখন রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ছিল, তখন সাক্ষীদের ভয় দেখানো, সরকারি আইনজীবীদের হুমকি এবং রাজ্যে সুষ্ঠু বিচারের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার কারণ দর্শিয়ে মামলাগুলি স্থানান্তরের আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই। তখনকার পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে শীর্ষ আদালত রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলিতে বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশও দিয়েছিল। তবে চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদলের পর রাজ্যের সেই পরিস্থিতি বদলেছে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অন্যদিকে, একুশের হিংসা সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তে রাজ্যের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ইতিমধ্যে ৪৫৮টি নতুন অনুসন্ধান শুরু করেছে, ১৮১টি নতুন প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন নথিভুক্ত করেছে এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল এমন ৫৯টি পুরনো মামলা নতুন করে খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। ফলে মামলা রাজ্যের বাইরে সরানোর আর প্রয়োজন নেই বলেই আদালতের কাছে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল সিবিআই।

নথি ছিনতাইয়ের অভিযোগে সিআইডি তদন্তের বার্তা

ঋতব্রতকে এফআইআরের পরামর্শ শুভেন্দুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

তৃণমূলের প্রতীক ও দলের পরিচয় নিয়ে দুই শিবিরের সংঘাতের মধ্যে এবার নথি নিয়ে ওঠা অভিযোগে তদন্তের বার্তা দিল রাজ্য সরকার। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত ব্যানার্জির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ার জন্য তাঁর দলের নথিপত্র দিল্লি যাওয়ার পথে আটকে সেগুলি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, অভিযোগ নিয়ে ঋতব্রত এফআইআর করলে তদন্তের দায়িত্ব সিআইডির হাতে দেওয়া হবে। ঘটনাটি ঘটেছে নির্বাচন কমিশনে দলের নথি জমা দেওয়ার সময়সীমার ঠিক আগে। ঋতব্রত-পন্থী শিবিরের দাবি, ২৪ অক্টোবর নথিপত্র নিয়ে তাঁদের কর্মীরা সড়কপথে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন। অভিযোগ, ২৬ অক্টোবর ভোরে হরিয়ানায় তাঁদের গাড়ি আটকে নথি দখলের চেষ্টা করা হয়। ঋতব্রত সমাজমাধ্যমে দাবি করেন, কালীঘাট-ঘনিষ্ঠ শিবিরের লোকজন এই ঘটনার পিছনে ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কর্মীদের প্রতিরোধেই সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঋতব্রতের অভিযোগের রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের দুই শিবিরকে আলাদা নাম ও প্রতীক দিয়েছিল। মমতা-পন্থী গোষ্ঠী ‘মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস’ নামে ফুটবল প্রতীক পেয়েছিল। অন্যদিকে ঋতব্রত-ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী ‘গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস’ নামে খাম প্রতীক নিয়ে ভোটে নামে। ২৬ অক্টোবর ছিল কমিশনে চূড়ান্ত নথি ও হলফনামা জমা দেওয়ার নির্ধারিত দিন। ওই দিন মমতা-পন্থী শিবির নথি জমা দিলেও ঋতব্রতদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। পরে বিষয়টি আদালতে যায়। সুপ্রিম কোর্ট অতিরিক্ত ১০ দিন সময় দিয়েছে নথি জমা দেওয়ার জন্য। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভায় নতুন দুই বিজেপি বিধায়কের শপথ অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বিষয়টি তুলে ধরেন শুভেন্দু। তিনি জানান, অভিযোগকারী নিজে পুলিশে লিখিত অভিযোগ করলে তদন্ত প্রক্রিয়া এগোনোর ব্যবস্থা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই অবস্থান কার্যত অভিযোগটিকে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধের বাইরে এনে আইনি তদন্তের পথে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। এখন নজর ঋতব্রত শিবিরের পরবর্তী পদক্ষেপে। এফআইআর হলে তদন্ত শুরু হবে। আর তদন্ত শুরু হলে নথি নিয়ে ওঠা অভিযোগের সত্যতা, ঘটনার পিছনে কারা ছিল এবং আদৌ কোনও সংগঠিত হস্তক্ষেপ হয়েছিল কি না;সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার সুযোগ তৈরি হবে। তৃণমূলের দুই শিবিরের প্রতীক-সংঘাতও তখন আরও সরাসরি তদন্তের আওতায় চলে আসতে পারে।

চোরবাগান ট্র্যাজেডি

লালবাজারের স্ক্যানারে ‘কালিয়া’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

উৎসবের আলো মুহূর্তে বদলে গিয়েছিল বিষাদে। চোরবাগান সর্বজনীনের সেই অভিশপ্ত সপ্তমীর সন্ধ্যায় মণ্ডপ খালি করার নেপথ্যে থাকা রহস্যময় কণ্ঠস্বরটি কার, তা অবশেষে চিহ্নিত করল পুলিশ। লালবাজার সূত্রের খবর, ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে ভিড় সরানোর যে জরুরি ঘোষণা করা হয়েছিল, তার মাইক্রোফোন ছিল কুশল মজুমদার ওরফে কালিয়ার হাতে। ধৃত সঞ্জীব রাহা ওরফে সেন্টু এবং কুশলকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরার পর গোয়েন্দারা এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। তবে এই তদন্তে সবচেয়ে বড় মোড় এসেছে মণ্ডপের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখ তে গিয়ে, যেখানে একটি ক্যামেরার ভিজ্যুয়াল রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ। পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গত শুক্রবার সকালে পুজো কমিটির অন্যতম ঘোষক কুশলকে গ্রেফতার করে। কিন্তু ওই দিনই সমাজমাধ্যমে কুশলের একটি পোস্ট ঘিরে নতুন বিতর্ক দানা বাঁধে। সেখানে তাঁর দাবি, আমি নিজের ইচ্ছায় মণ্ডপ খালি করার কথা বলিনি, কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের নির্দেশেই দর্শনার্থীদের সতর্ক করেছিলাম ক্ষ্ম দুর্ঘটনার পেছনে এই বার্তার কোনও পরোক্ষ প্রভাব ছিল কি না, তা এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জেরায় প্রকাশ, ঘটনার কিছু আগে সেন্টু মাইকের দায়িত্ব কুশলের হাতে সঁপে দিয়ে কমিটির অভ্যন্তরীণ বিভাগে চলে যান। গোয়েন্দাদের সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে মণ্ডপের নিরাপত্তা ক্যামেরার প্রযুক্তিগত কারচুপি। উৎসব প্রাঙ্গণে মোট ৩০টি সিসি ক্যামেরা সচল ছিল, যার প্রমাণ হিসেবে দু’টি ডিভিআর বাজেয়াপ্ত করেছে লালবাজার। নিয়ম অনুযায়ী একটি যন্ত্রে ১৪টি ক্যামেরার তথ্য থাকার কথা থাকলেও, পরীক্ষার সময় দেখা যায় সেখানে রয়েছে মাত্র ১৩টি ক্যামেরার রেকর্ডিং। এই একটি বিশেষ ক্যামেরার ফুটেজ গায়েব হওয়া বা বন্ধ থাকার পেছনে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা ও দায়বদ্ধতা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করতে কোমর বেঁধে নামছে সিট। সেই উদ্দেশ্যে সেন্টু ও কুশলের কণ্ঠস্বরের পরীক্ষা বা ভয়েস স্যাম্পলিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খুব দ্রুত এই ফরেনসিক পরীক্ষার অনুমতির জন্য আলিপুর আদালতে আবেদন জানাতে চলেছে পুলিশ প্রশাসন।

শারদ-বাণিজ্যে দেদার দুর্নীতি, ইডির জালে এবার প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

উৎসবের আবহ মিটতেই ফের বড়সড় ধাক্কা রাজ্যের শাসক শিবিরে। এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে ধরা পড়লেন খোদ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রবীণ নেতা ইন্দ্রনীল সেন। দুর্গাপুজোর পাস বিক্রির আড়ালে বিপুল পরিমাণ আর্থিক কেলেঙ্কারি এবং ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বুধবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এদিন দুপুরের পর থেকেই বিধাননগর ও কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা ইডি দপ্তরে এসে পৌঁছালে জল্পনা তীব্র হয়, যা বিকেলে চরম পরিণতি পায়। তদন্তের সূত্রপাত হয়েছিল সাধারণ এক নাগরিকের এফআইআর-এর হাত ধরে। বউবাজার থানায় ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে প্রথম লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। মামলার গুরুত্ব বুঝে পরবর্তীতে তদন্তের দায়িত্বভার নিজেদের হাতে তুলে নেয় ইডি। এর আগে গত ২৯ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন মন্ত্রীর বাসভবনে ম্যারাথন তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৭ অক্টোবর দফায় দফায় যথাক্রমে আট এবং সাড়ে নয় ঘণ্টা ধরে তাঁকে জেরা করা হয়। গত ১৬ অক্টোবর ফের তলব করা হলেও তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান। আইনি রক্ষাকবচ পেতে শীর্ষ আদালত এবং নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হলেও শেষরক্ষা হয়নি; প্রাক্তন মন্ত্রীর আগাম জামিনের আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই গ্রেফতারি নিছক কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কলকাতার দুর্গাপুজো যখন বিশ্বমঞ্চে স্বীকৃতি পাচ্ছে, ঠিক তখনই উৎসবের পাস বিক্রিকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার এই অস্বচ্ছ লেনদেন ও দুর্নীতির অভিযোগ গভীর এক প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়কে সামনে এনেছে। গোয়েন্দাদের দাবি, ক্ষ্মইউনেস্কোর মর্যাদাপূর্ণ তকমাকে ব্যবহার করে এক সুসংগঠিত চক্রের মাধ্যমে এই অর্থ পাচার করা হয়েছে। বুধবার প্রয়োজনীয় কিছু নথিপত্র জমা দিতে সিজিও কমপ্লেক্সে এলে বয়ানে অসঙ্গতি থাকায় তাঁকে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়। এই কেলেঙ্কারি ও গ্রেফতারির নেপথ্যে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসছে, তা নিম্নরূপ ১. আদালতের কড়া অবস্থান ও আইনি মারপ্যাঁচে ব্যর্থতা তদন্তের শুরু থেকেই গ্রেফতারি এড়াতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। ইডির তলব এড়ানোর পাশাপাশি তিনি নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত রক্ষাকবচের আবেদন জানান। কিন্তু আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আর্থিক তছরুপের এই গুরুতর অভিযোগে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া সম্ভব নয়। আদালতের এই কঠোর অবস্থানই মূলত ইডির জন্য গ্রেফতারির পথ সুগম করে দেয়। ২. তৃণমূলের অন্দরে রাজনৈতিক সমীকরণ ও প্রভাব বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই গ্রেফতারি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্য রাজনীতিতে শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পলদের মতো বিরোধী নেতৃত্বের ক্রমবর্ধমান চাপ এবং নতুন প্রশাসনিক রদবদলের মাঝে ইন্দ্রনীল সেনের মতো হেভিওয়েট নেতার পতন শাসক দলকে চরম অস্বস্তিতে ফেলেছে। বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারীর ইডেনে আগমনী উৎসবের ডাক কিংবা অগ্নিমিত্রা পলের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সক্রিয়তার আবহে এই ঘটনা তৃণমূলের ভাবমূর্তিতে নতুন করে বড় ধাক্কা দিল। ৩. আন্তর্জাতিক স্তরে পুজো-স্বীকৃতির অবমাননা কলকাতার দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কো যে ‘আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তা বাঙালির অহংকার। গোয়েন্দাদের দাবি, এই আন্তর্জাতিক মর্যাদাকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকার পাস বিক্রির এক সমান্তরাল কালোবাজারি চক্র চালানো হচ্ছিল। ফলে এই দুর্নীতির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম, যা বিশ্বমঞ্চে বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবের মর্যাদাকে কালিমালিপ্ত করার এক সুগভীর চক্রান্তের দিকেই ইঙ্গিত করে।

পুরভোটের আগে কলকাতায় নীতিন নবীন, প্রার্থী বাছাইয়ে বিজেপির শেষ পর্বের প্রস্তুতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

কলকাতা পুরভোটের প্রস্তুতিতে এ বার সরাসরি দিল্লির নজর। সূত্রের খবর, আগামী ২ নভেম্বর কলকাতায় আসতে পারেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তাঁর সফরে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে পুরভোটের কৌশল এবং প্রার্থী বাছাই নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কালীপুজোর পরেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। দলের অন্দরের খবর, এ বার ধাপে ধাপে নয়, কলকাতা পুরসভার সব ওয়ার্ডের প্রার্থীর নাম একসঙ্গে প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে তালিকা ঘোষণার আগে নীতিনের সম্ভাব্য বঙ্গ সফরকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কোন মুখকে কোথায় দাঁড় করানো হবে, সেই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতামতও গুরুত্ব পেতে পারে। ইতিমধ্যেই প্রার্থী বাছাই নিয়ে একাধিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। বর্তমান ও প্রাক্তন কাউন্সিলরদের পাশাপাশি নতুন মুখদের নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে। বিশেষ নজর রয়েছে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা প্রাক্তন কাউন্সিলরদের দিকে। তাঁদের প্রত্যেককে পুরভোটে জায়গা দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও দলের মধ্যে আলোচনা রয়েছে। এর মধ্যেই দিল্লি সফর সেরে মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, রাজধানীতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর পুরভোটের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যদিও বিজেপির তরফে এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক পরিচিতি নয়, স্থানীয় সংগঠনে ভূমিকা এবং মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে দলের অন্দরের খবর। অর্থাৎ, পুরনো মুখ পরিচিত হলেই যে টিকিট নিশ্চিত, এমন নয়। জয়ের সম্ভাবনা, ওয়ার্ডভিত্তিক সংগঠন এবং স্থানীয় সমীকরণও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে।অন্য দিকে, এনসিপিআই থেকে বিজেপিতে আসা কয়েকজন সাংসদকে পুরভোটের ময়দানে নামানো হতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে এনসিপিআইয়ের সঙ্গে বিজেপির কোনও নির্বাচনী সমঝোতা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে সেই জল্পনা ইতিমধ্যেই খারিজ করেছেন শমীক। সব মিলিয়ে, পুরভোটের দিন ঘোষণার আগেই প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিজেপির প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। নীতিন নবীনের সম্ভাব্য সফর সেই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় অনুমোদনের শেষ ধাপ কি না, নজর এখন সেদিকেই।

লোহার ঘেরাটোপ পেরিয়ে বেহালার ঝিলে মহিলার রহস্যমৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

দক্ষিণ কলকাতার বেহালা এলাকায় এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত জ্যোতিষ রায় রোডের একটি বিশাল জলাশয় থেকে পুলিশ এই দেহটি উদ্ধার করে। চারদিক লোহার রেলিং দিয়ে সুরক্ষিত একটি ঝিলে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর ধোঁয়াশা। প্রাথমিক তদন্তে ন্র পর পুলিশ এখনই কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলেও, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দারা জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও যখন তাঁরা জ্যোতিষ রায় রোডের ওই জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন জলের ওপর একটি দেহ ভাসতে দেখেন। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ঝিলের পাড়ে স্থানীয় মানুষের ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশি তৎপরতায় দেহটি জল থেকে ডাঙায় তোলা সম্ভব হলেও, এখনো পর্যন্ত ওই মহিলার নাম-পরিচয় জানা যায়নি। এই ঘটনাটি সাধারণ কোনো দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে কোনো অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, তএই ঝিলটির চারপাশ উঁচু লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা থাকে। এমনকি রাতের বেলা এর প্রধান ফটকও নিয়ম মেনে তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়। এত সুরক্ষার পরেও কীভাবে একজন মহিলা ভেতরে ঢুকলেন এবং জলে তলিয়ে গেলেন, তা আমাদের মাথায় ঢুকছে না।দ বাসিন্দাদের এই বক্তব্য খবরের ভেতরের অন্য এক রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করছে। যদি রাতের অন্ধকারে এই ঘটনা ঘটে থাকে, তবে ওই মহিলা কি নিজে থেকে পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকেছিলেন, নাকি অন্য কেউ বা কারা তাঁকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ঝিলের জলে ফেলে দিয়ে গেছে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। দিনের আলোয় সবার নজর এড়িয়ে এমন দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসন।

তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিক জানান, তআমরা সবকটি দিক খতিয়ে দেখছি। মৃতার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর আসল কারণ এবং সঠিক সময় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে। শহরের বুকে সুরক্ষিত এবং ঘেরা জলাশয়গুলোতে রাতের নজরদারি কতটা ঢিলেঢালা, এই ঘটনা আরও একবার তা প্রমাণ করল। আপাতত ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

বিজেপির দুই বিধায়কের শপথে তৃণমূলের তিন মুখ

‘কমিউনিকেশন গ্যাপ’ বলেই ব্যাখ্যা কালীঘাটের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনে বিজেপির বড় জয়ের পর বিধানসভায় শপথগ্রহণের দিনই সামনে এল তৃণমূলের অন্দরের এক নতুন সমীকরণ। বিজেপির নবনির্বাচিত দুই বিধায়কের শপথ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মমতা-পন্থী বলে পরিচিত তিন তৃণমূল বিধায়ক;মতিউর রহমান, অশোক দেব এবং আব্দুল মাতিন।

তাঁদের উপস্থিতি ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। বুধবার বিধানসভায় নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ ছিল। অনুষ্ঠানে মুখ ্যমন্ত্রী-সহ শাসকদলের বহু বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-ঘনিষ্ঠ বিধায়কদেরও দেখ া যায়। তবে মমতা-পন্থী শিবিরের পরিচিত কয়েক জন মুখ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ এবং বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে ছিলেন না। এই অনুপস্থিতির পিছনে রাজনৈতিক অবস্থানই কাজ করেছে বলে তৃণমূলের অন্দরে আলোচনা। তাঁদের যুক্তি, উপনির্বাচনের ফলকে তাঁরা সাধারণ নির্বাচনের জনমতের সরাসরি প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন না। কিন্তু একই সময়ে অশোক দেব, মতিউর রহমান এবং আব্দুল মাতিনের উপস্থিতি সেই অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

বিষয়টি নিয়ে অবশ্য দ্রুতই ব্যাখ্যা দিয়েছে তৃণমূল।

কুণাল ঘোষের বক্তব্য, “এটা কমিউনিকেশন গ্যাপ। অশোক দেবরা শপথ অনুষ্ঠানে গিয়েছেন মানেই তাঁরা অন্য দিকে চলে গেলেন, এমনটা নয়।” রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই উপস্থিতি আপাতত দলবদলের কোনও ইঙ্গিত না হলেও তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ নিয়ে নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। বিশেষ করে বিজেপির পর পর দু’টি উপনির্বাচনে বড় জয় পাওয়ার পর বিধানসভায় এই দৃশ্যের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে যাওয়া আসনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছেন।

তিনি শুভেন্দুর প্রয়াত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটেও নন্দীগ্রামে শুভেন্দু তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করকে ৯,৬৬৫ ভোটে হারিয়েছিলেন। অন্য দিকে, রেজিনগরেও বিজেপির শঙ্করভ সর্দার বিপুল ব্যবধানে জয় পেয়েছেন। ছ’মাস আগেও আসনটি ছিল হুমায়ুন কবীরের দখলে।

তাঁর ছেলেকে প্রার্থী করেও সেই আসন ধরে রাখতে পারেনি তৃণমূল। দুই উপনির্বাচনের ফলের পর বিধানসভায় বিজেপির শক্তি যেমন আরও দৃশ্যমান হয়েছে, তেমনই শপথের মঞ্চে তৃণমূলের তিন বিধায়কের উপস্থিতি ঘিরে দলের ভিতরের রাজনৈতিক বার্তাও এখন আলোচনার কেন্দ্রে।

মাটি কেলেঙ্কারিতে ‘শোন অ্যারেস্ট’ অভিষেকের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক

এবার ডায়মন্ড হারবারে সুমিতের বিপদ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

শালবনির পর এবার খোদ ডায়মন্ড হারবার। চারশো কোটি টাকার বিপুল আর্থিক কেলেঙ্কারি এবং সরকারি সম্পদ লুটের অভিযোগে এবার আইনি জালে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেলেন সুমিত রায়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রাক্তন আপ্তসহায়ককে বুধবার আলিপুর আদালতে হাজির করিয়ে একটি মাটি চুরির মামলায় আনুষ্ঠানিক গ্রেপ্তার বা ‘শোন অ্যারেস্ট’ দেখাল পুলিশ। অন্যদিকে, এই নতুন মামলায় সুমিতের আইনজীবীরা আদালতে জামিনের আর্জি জানিয়েছেন। শালবনির সরকারি জমি জালিয়াতি মামলায় ইতিমধ্যেই শ্রীঘরে রয়েছেন সুমিত রায়। সিআইডি হেফাজতে থাকাকালীনই তাঁর বিরুদ্ধে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালিতলা আশুতি থানায় এই নতুন এবং অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগটি দায়ের হয়। এদিন কড়া পুলিশি পাহারায় তাঁকে মেদিনীপুর থেকে আলিপুর আদালতে নিয়ে আসা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, কালিতলা আশুতি থানা এলাকার অন্তর্গত প্রায় ১৬৩ বিঘা জমি থেকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে মাটি কেটে পাচার করা হয়েছে। পুলিশের অভিযোগ, ক্ষ্মএই বিপুল পরিমাণ মাটি চুরির ফলে একদিকে যেমন প্রকৃতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, অন্যদিকে আনুমানিক ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি টাকার বিশাল আর্থিক দুর্নীতি ঘটেছে। এই চক্রের শিকড় কতদূর তা জানতেই ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, এই ঘটনা কেবল একটি সাধারণ চুরি নয়, বরং এর পিছনে রয়েছে এক সুসংগঠিত চক্র। এর আগে মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরাকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর বয়ানের সূত্র ধরেই সিআইডি কালীঘাটের বাড়ি থেকে সুমিতকে পাকড়াও করেছিল। চার্জশিটে গোয়েন্দারা স্পষ্ট জানিয়েছেন, জমি কেলেঙ্কারির বেআইনি টাকা সুজয়ের হাত ঘুরে সুমিতের দপ্তরে পৌঁছাত। শালবনির সেই তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই ডায়মন্ড হারবারের মতো হাই-প্রোফাইল কেন্দ্রে কোটি কোটি টাকার মাটি চুরির অভিযোগে সুমিতের নাম জড়ানো শাসক শিবিরের অস্বস্তি যে বহুলাংশে বাড়িয়ে দিল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

SUKANYA CLASSES
Develop a passion for LEARNING. If you do, you will never cease to GROW
Class 1-12
CBSE/ICSE
ALL SUBJECTS
8637583173
Keshob Kunj Apartment
Fuljhore, Durgapur - 06
Jalkhabar Goli
Benachity, Durgapur - 13
Punjabi More
Raniganj - 58

রায়গঞ্জে বড়সড় ডাকাতির ছক ভেস্তে দিল পুলিশ!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জ থানা পুলিশের তৎপরতায় ভেস্তে গেল বড়সড় ডাকাতির ছক। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে সুভাষগঞ্জ হাইওয়ে সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র ও ডাকাতির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, বিহার থেকে এসে রায়গঞ্জের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে বড়সড় ডাকাতি চালানোর পরিকল্পনা করেছিল ওই দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মূল অভিযুক্তের নাম মকসুদ হক। গত কয়েক দিন ধরেই বিহারের এই দুষ্কৃতী দল রায়গঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় এসে টার্গেট করা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে রেইকি চালাচ্ছিল। তাদের ওপর দীর্ঘদিন ধরেই নজর রাখছিল রায়গঞ্জ থানা। মঙ্গলবার গভীর রাতে সুভাষগঞ্জ হাইওয়ের কাছে একটি নির্জন জায়গায় তারা সমবেত হয়ে ডাকাতির চূড়ান্ত ছক কষছিল। সেই খবর পাওয়ামাত্রই রায়গঞ্জ থানার আইসি সন্দীপ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী সেখানে হানা দিয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে এবং হাতেনাতে মকসুদকে পাকড়াও করে। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাকি সহযোগীরা চম্পট দিতে সক্ষম হয়। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, রায়গঞ্জের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে রাতের অন্ধকারে হানা দিয়ে নগদ টাকা ও সোনাদানা লুট করে সোজা বিহারে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। ধৃত মকসুদ হকের বিরুদ্ধে বিহারের বিভিন্ন থানায় ইতিপূর্বেও একাধিক ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মামলা রয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩০৯ এবং ৩১০ ধারায় মামলা রুজু করে বুধবার তাকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের সরকারি আইনজীবী অতনু দাস জানান, পুলিশ ধৃতকে আদালতে হাজির করে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানালে বিচারক তাকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পলাতক বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে এবং আন্তঃরাজ্য এই অপরাধ চক্রের শিকড় কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে তা জানতে তল্লাশি ও জেরা অব্যাহত রেখেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে উত্তপ্ত মেটেলি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেটেলি

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্পর্কে করা কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে তীব্র বিক্ষোভ দেখাল ভারতীয় জনতা পার্টি। বুধবার বিকেলে বিজেপির মেটেলি আপার মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে মেটেলি বাজারে একটি বিশাল ধিক্কার মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার বিকেলে মেটেলিতে বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে একটি ধিক্কার মিছিল বের হয়। মিছিলটি মেটেলি বাজার চৌপতি পর্যন্ত পুরো এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী বিজেপি কর্মী ও বিভিন্ন মোর্চার নেতৃত্বরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি হাতে নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন এবং তাঁর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। মিছিল শেষে মেটেলি বাজার চৌপতিতে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্ব কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এ ধরনের কুরুচিকর ও লীনতাবহির্ভূত মন্তব্য কোনোভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। এই ধরনের রাজনৈতিক শিষ্টাচারহীনতার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিজেপি কর্মীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন এবং যতদিন না এর উপযুক্ত জবাব মিলছে, ততদিন এই আন্দোলন চলবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

জলপাইগুড়িতে জমি বিবাদের জেরে মাঝরাতে জেসিবি দিয়ে বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ! আটক ২

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

জমি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিবাদের জেরে মাঝরাতে জেসিবি দিয়ে আস্ত বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়ির গড়ালবাড়ি এলাকায়। শুধু তাই নয়, এর আগে ওই জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করে গবাদিপশু ও মুরগি হত্যারও অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। এই বর্বরোচিত ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই দু'জনকে আটক করেছে এবং এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোফাজ্জল মহম্মদ ও মহম্মদ সিরাজুল ইসলামদের সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে এবং সেই সংক্রান্ত মামলা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। অভিযোগ, গত শুক্রবার বিরোধপূর্ণ ওই জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করে মোফাজ্জল মহম্মদের বেশ কিছু মুরগি এবং ছাগল মেরে ফেলা হয়। সেই ঘটনায় থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল।

এরপর গত মঙ্গলবার গভীর রাতে;প্রায় আড়াইটে নাগাদ;বিপক্ষ দলের লোকজন আচমকা একটি জেসিবি মেশিন নিয়ে ওই জমিতে চড়াও হয় এবং সেখানে থাকা তিনজনের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। সৌভাগ্যবশত ঘটনার সময় বাড়ির বাসিন্দারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। অভিযোগকারী মোফাজ্জল মহম্মদ, জালিমা খাতুন ও মহ সিরাজুল ইসলামদের বক্তব্য, তারা যদি সেই সময় বাড়িতে থাকতেন, তবে তাঁদেরও প্রাণসংশয় হতে পারত। বুধবার সকালে ভুক্তভোগীরা কোতোয়ালি থানায় ছুটে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই দ্রুত পদক্ষেপ করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ এবং ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু'জনকে আটক করে।

বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনাস্থলে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, তাদের সমস্ত আইনি জমির নথি রয়েছে এবং আইন অনুযায়ী আদালতের মাধ্যমেই এর সঠিক ফয়সলা হোক। কিন্তু যেভাবে একের পর এক তাদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন যেন কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ধলপলে গবাদিপশু চুরির হিড়িক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

রাতের অন্ধকারে একযোগে ৮টি বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় ২০টি ছাগল চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের ধলপল ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে ভুরকুশ ও চিকলিগুড়ি মণ্ডলপাড়া এলাকায় এই চুরির ঘটনা ঘটে।

গরিব পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস গবাদিপশু এভাবে রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে গ্রামবাসীর। বহু বাড়িতে এদিন চোরেদের উপদ্রবে ক্ষোভ ও কান্নায় রান্নার হাঁড়িও চড়েনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধলপল এলাকার অধিকাংশ মানুষই মূলত ছাগল, গরু, হাঁস ও মুরগি পালন করে সংসারের যাবতীয় খরচ চালিয়ে থাকেন।

কিন্তু মঙ্গলবার গভীর রাতে সংঘবদ্ধ চোরের দল একে একে আটটি বাড়িতে হানা দেয়। চোরেরা ঘরের দরজা ভেঙে বা গোয়াল থেকে গবাদিপশুগুলি নিয়ে চম্পট দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসী আজিমা বিবি জানান, তাঁর ঘরের দরজা ভেঙে তিনটি ছাগল চুরি হয়ে গিয়েছে, যার মধ্যে একটি ছাগল দু'-এক দিনের মধ্যেই বাচ্চা প্রসব করার কথা ছিল। এই আকস্মিক বড়সড় ক্ষতির কারণে এদিন তাঁর বাড়িতে উনুনেই হাঁড়ি চড়েনি। একই রকম কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শোভা মজুমদার, কুহেলি মণ্ডল, রেজাউল মিঁয়ারাও। তাঁদের সকলেরই একাধিক ছাগল চুরি গেছে। গরিব পরিবারের এই বড় ধাক্কায় প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণ ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এদিন সকালে চুরির বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চরম উত্তেজনা ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার পরই তারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং দ্রুত তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে এই ধরণের বড় চুরির ঘটনায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

শিলিগুড়ির রাজপথে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' মেগা মিছিল

পা মেলাবেন মুখ্যমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

৩ নভেম্বর শিলিগুড়ির রাজপথে মিছিলে হাঁটবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 'গণতন্ত্র বাঁচাও'-এর ডাক দিয়ে তাঁর সঙ্গে পা মেলাবেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। মিছিল শেষে মহাত্মা গান্ধি চক অর্থাৎ এয়ারভিউ মোড়ে বক্তব্য রাখার কথা তাঁর। রাজ্যে পালাবদলের পরে এটিই শিলিগুড়িতে বিজেপির রাজ্য পর্যায়ের প্রথম কর্মসূচি হতে চলেছে। প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হতে পারে বাঘা যতীন পার্ক থেকে। এরপর হিলকার্ট রোড ধরে শেষ হবে মহাত্মা গান্ধি চকে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'বিদেশি মদতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে। তারই প্রতিবাদে রাজপথে নামব আমরা। মুখ্যমন্ত্রীও থাকবেন।' শাসকদলের মূল টার্গেট, ককরোচ জনতা পার্টি। এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত সিজেপি সেভাবে সক্রিয় না হলেও সমাজমাধ্যমে জন্ম নেওয়া দলটি যেন সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে শাসকের কাছে। পদ্ম নেতাদের অভিযোগ, সিজেপি'র সঙ্গে কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত। সম্মিলিতভাবে বিরোধীদের মদতে দেশবিরোধী শক্তির উত্থান হচ্ছে। সেই শক্তিকে দমাতে পথে নামার ডাক দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যে পাঁচটি শহরে মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছে দলীয় নেতৃত্ব। ২ নভেম্বর কলকাতা দিয়ে কর্মসূচি শুরু হবে। ৪ নভেম্বর কৃষ্ণনগর, ৫ তারিখ দুর্গাপুর এবং হাওড়ায় এই কর্মসূচি হবে। প্রত্যেকটিতে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার কথা। তবে, ৫ নভেম্বর একই দিনে দুই জায়গায় মিছিল হবে জন্য যে কোনও একটিতে অংশ নিতে পারেন তিনি। শিলিগুড়ির কর্মসূচি উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক হলেও মূলত দার্জিলিং সমতল এবং জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপিকে নিয়ে হবে। ২০ হাজার লোকের ভিড়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। উত্তরের বাকি জেলাগুলি থেকে সাধারণ নেতা-কর্মীদের এই মিছিলে আনার পরিকল্পনা আপাতত নেই। সেখান থেকে শুধু শীর্ষস্তরের নেতাদের থাকতে বলা হয়েছে। বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের আহ্বায়ক রাজু সাহা বলেছেন, 'দুটি জেলাকে নিয়েই মিছিল। সেজন্য সবাইকে অংশ নিতে বলা হয়নি।' শিলিগুড়ি পুরনিগমে ভোটের আগে এই বিরাট মিছিল স্থানীয় নেতৃত্বকে বাড়তি শক্তি জোগাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কর্মসূচির প্রস্তুতি হিসাবে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির অফিস মাল্লাগুড়িতে দলের উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ইনচার্জ, আহ্বায়ককে নিয়ে বৈঠকে বসেন রাজ্য স্তরের নেতারা। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলোচনার মাধ্যমে দায়িত্ব বণ্টন করে কর্মসূচির প্রচারে জোর দিতে বলেছেন। মিছিল নিয়ে কটাক্ষের সুর বিরোধীদের গলায়। সিপিএমের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক সমন পাঠকের কথায়, 'বিজেপি দিশেহারা। দেশে গণতন্ত্র ফেরাতে মানুষ যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত।' সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সদস্য সুজয় ঘটক বলেন, 'রাজ্য এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলেরই গণতন্ত্র রক্ষার দায়। অথচ তারাই গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলে ঘুরিয়ে বিপন্নতার কথা স্বীকার করছে কি?'

ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হবে শিলিগুড়ি জংশনের আধুনিকীকরণ, জানালেন কাটিহারের ডিআরএম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

ডিসেম্বরের মধ্যেই শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজ খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে আসেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কিরেন্দ্র নারাহ। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজের অগ্রগতি নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানান তিনি। ডিআরএম জানান, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই স্টেশনের বাইরে থাকা বুকিং কাউন্টার নতুন ভবনের ভিতরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পাশাপাশি স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের অন্যান্য কাজও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আধুনিকীকরণের পর যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশনে লিফট-সহ একাধিক আধুনিক পরিষেবা ও পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এর ফলে যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শুধু শিলিগুড়ি জংশন নয়, নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনেও উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। ডিআরএম জানান, এনজেপি স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ ২০২৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এদিকে, পুজোর কারণে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। এবার নতুন করে সেই কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি শিলিগুড়িতে প্রস্তাবিত ডবল লাইন রেল প্রকল্প নিয়েও আশার কথা শুনিয়েছেন ডিআরএম। তাঁর বক্তব্য, প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ফর্ম এ এবং ফর্ম বি জমা দেওয়া হয়েছে। পুজোর কারণে প্রক্রিয়াটি সাময়িকভাবে থমকে থাকলেও এবার তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি জংশন, এনজেপি ও টাউন স্টেশনের আধুনিকীকরণের পাশাপাশি ডবল লাইন রেল প্রকল্পের অগ্রগতির দিকেও নজর রয়েছে রেলযাত্রীদের। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হলে উত্তরবঙ্গের রেল পরিকাঠামো ও যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এক মাসেও খুলল না কোনও বাগান, শ্রমমন্ত্রীর দেওয়া সময়সীমাই সার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগান খোলার জন্য মালিকপক্ষকে সাতদিনের সময়সীমা দিয়েছিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর বক্তব্য ছিল, অন্যথায় সেই বাগানগুলি রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করবে। তারপর এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে। একটি বাগানও খোলেনি, সরকার কোনও বাগান অধিগ্রহণও করেনি। বরং পাহাড়ে আরও তিনটি চা বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শ্রমিক মহলে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। দপ্তরের আধিকারিকরাও এই ইস্যুতে মন্তব্য করতে চাননি। বন্ধ চা বাগান খোলা নিয়ে পুজোর আগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছিলেন শ্রমমন্ত্রী। সেই বৈঠকে সমস্ত মালিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকের পরে শ্রমমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে মোট ২১টি চা বাগান বন্ধ রয়েছে। এই বাগানগুলি পুনরায় চালু করার জন্য মালিকপক্ষকে সাতদিন সময়সীমা দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ের মধ্যে মালিকপক্ষ বাগান চালু না করলে সেগুলি সরকার অধিগ্রহণ করবে। পরবর্তীতে নতুন উদ্যোগপতিদের হাতে বাগান তুলে দেওয়া হবে। মন্ত্রীর এই মন্তব্যে আশার আলো দেখেছিলেন বন্ধ চা বাগান শ্রমিকরা। চা শ্রমিক সংগঠনগুলিও রাজ্যের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও ছবিটা একটুও বদলায়নি। কোনও বন্ধ চা বাগান খোলেনি, শ্রম দপ্তরও একটিও বাগান অধিগ্রহণ করেনি। বরং পুজো বোনাস না দিয়ে রংলি রংলিয়ট, আলুবাড়ি সহ পাহাড়ে আরও তিনটি চা বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হিল তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি জেবি তামাংয়ের বক্তব্য, 'মন্ত্রীর আশ্বাসে আমরাও পাহাড়ের আটটি বন্ধ চা বাগান খোলা নিয়ে আশার আলো দেখেছিলাম। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও একটিও বাগান খোলেনি, বরং আরও তিনটি বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্রমিকরা পুজো বোনাসও হাতে পাননি।' তাঁর কথায়, 'একটা সরকার যে প্রতিশ্রুতি দেয় সেইমতো কাজ না হলে শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।' পাহাড়ে ধোত্রে, কালেজভ্যালি, সোম, নাগেরি, রংমুখ সিডার সহ আটটি চা বাগান কয়েক বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে।

কোচবিহারে রাতের অন্ধকারে চলল পাঁচ রাউন্ড গুলি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

মঙ্গলবার রাতের নীরবতা ভেঙে বিকট শব্দে কেঁপে উঠল কোচবিহার শহর সংলগ্ন বিনপট্টি সারদা নগর এলাকা। ওই রাতে হঠাৎই পরপর কয়েকটি গুলির আওয়াজ শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। আকস্মিক এই শব্দে মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন সকলে। এরপর আতঙ্কিত হয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এলাকাবাসী। তবে রাস্তায় এসে কাউকে দেখতে না পাওয়ায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়। দ্রুত খবর পাঠানো হয় স্থানীয় থানায়। খবর পাওয়া মাত্রই পুণ্ডিবাড়ি থানার একটি বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে সেখান থেকে বেশ কয়েকটি গুলির খোল উদ্ধার করেন। তবে রাতের অন্ধকারে কাদের উসকানিতে বা কোন উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য রাস্তায় এই বন্দুকবাজির ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে স্থানীয়দের মনে গভীর শঙ্কা ও একাধিক প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। প্রাথমিক স্তরে হতাহতের কোনো খবর না মিললেও এই আকস্মিক সশস্ত্র তাণ্ডব এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাতের বেলা জনবহুল এলাকায় এইভাবে গুলি চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারণ এবং এর নেপথ্যে থাকা দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে ইতিমধ্যেই তদন্তের জাল বিস্তার করেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে কোনো পুরোনো শত্রুতা নাকি অন্য কোনো অন্তর্ঘাত এর পেছনে কাজ করছে। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে দ্রুত অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হবে।

জলপাইগুড়িতে বধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার তরুণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়িতে বধূকে ধর্ষণ এবং সেই ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক তরুণের বিরুদ্ধে। বুধবার ওই বধূ তাঁর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগকারিণী জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা।

কোতোয়ালি থানা সূত্রের খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তকে এদিনই আদালতে পেশ করা হবে। যদিও তরুণের দাবি, ওই বধূ এবং তাঁর স্বামী তার কাছে টাকা চেয়েছিলেন। তা না দেওয়ায় অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বধূ ও অভিযুক্ত তরুণ একই এলাকার বাসিন্দা এবং একে অপরকে চিনতেন। নির্যাতিতার অভিযোগ, গত ২ জুলাই মেয়েকে স্কুলে দিয়ে ফেরার পথে ওই তরুণের সঙ্গে দেখা হয়। অভিযুক্ত তাঁকে স্কুটারে উঠতে বলে। স্কুটারে ওঠার পর বধূকে জোর করে ঠান্ডা পানীয় খাওয়ানো হয়। এরপরই তিনি অসুস্থ বোধ করেন। নির্যাতিতার অভিযোগ, তাঁর অজান্তে ওই ঠান্ডা পানীয়তে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল অভিযুক্ত তরুণ। ওই অবস্থায় তাঁকে শহর সংলগ্ন একটি রিসর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার দাবি, ঘটনার ভিডিও করা হয়েছিল। ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অভিযুক্ত তাঁকে লাগাতার কুপ্রস্তাব দিতে থাকে। বধূ তাতে রাজি না হওয়ায় তাঁর বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। কুকর্মের ভিডিও দশমীর দিন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল করে দেয় অভিযুক্ত। এর পর পাড়ার একাংশ লোকজন বধূকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। এদিন থানার সামনে দাঁড়িয়ে নির্যাতিতা এবং তাঁর স্বামী জানান, তাঁদের সম্মান নষ্ট করা হয়েছে। অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ইটাহারে বেআইনি মদ বিক্রির অভিযোগে দুই মহিলাসহ গ্রেপ্তার তিন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ইটাহারের ডিগনা এলাকা থেকে বেআইনিভাবে বিদেশি মদ বিক্রির অভিযোগে দুই মহিলা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ১৩ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২২৫০ টাকা। বুধবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ইটাহার থানার ডিগনা এলাকায় বেআইনি মদের কারবার চলছে বলে অভিযোগ আসছিল। এই বিষয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। এরপর গোপন সূত্রে নজরদারি চালিয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে ইটাহার থানার পুলিশ ওই এলাকায় আচমকা অভিযান চালায়। সেই সময় হাতেনাতে বেআইনি মদ বিক্রির অভিযোগে তিনজনকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতদের নাম মকসেদ আলী (৫৫), শিলা চৌধুরী (৪০) এবং ফুলরি চৌধুরী (৬১)। তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোট ১৩ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। বুধবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন। এলাকায় এই ধরনের বেআইনি কারবার ও অপরাধমূলক কাজকর্ম দমাতে পুলিশি নজরদারি ও অভিযান আগামী দিনেও কঠোরভাবে জারি থাকবে বলে পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

এক মাসেও খুলল না কোনও বাগান, শ্রমমন্ত্রীর দেওয়া সময়সীমাই সার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগান খোলার জন্য মালিকপক্ষকে সাতদিনের সময়সীমা দিয়েছিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং । তাঁর বক্তব্য ছিল, অন্যথায় সেই বাগানগুলি রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করবে। তারপর এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে। একটি বাগানও খোলেনি, সরকার কোনও বাগান অধিগ্রহণও করেনি। বরং পাহাড়ে আরও তিনটি চা বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শ্রমিক মহলে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। দপ্তরের আধিকারিকরাও এই ইস্যুতে মন্তব্য করতে চাননি। বন্ধ চা বাগান খোলা নিয়ে পুজোর আগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছিলেন শ্রমমন্ত্রী। সেই বৈঠকে সমস্ত মালিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকের পরে শ্রমমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে মোট ২১টি চা বাগান বন্ধ রয়েছে। এই বাগানগুলি পুনরায় চালু করার জন্য মালিকপক্ষকে সাতদিন সময়সীমা দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ের মধ্যে মালিকপক্ষ বাগান চালু না করলে সেগুলি সরকার অধিগ্রহণ করবে। পরবর্তীতে নতুন উদ্যোগপতিদের হাতে বাগান তুলে দেওয়া হবে। মন্ত্রীর এই মন্তব্যে আশার আলো দেখেছিলেন বন্ধ চা বাগান শ্রমিকরা। চা শ্রমিক সংগঠনগুলিও রাজ্যের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও ছবিটা একটুও বদলায়নি। কোনও বন্ধ চা বাগান খোলেনি, শ্রম দপ্তরও একটিও বাগান অধিগ্রহণ করেনি। বরং পুজো বোনাস না দিয়ে রংলি রংলিয়ট, আলুবাড়ি সহ পাহাড়ে আরও তিনটি চা বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

হিল তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি জেবি তামাংয়ের বক্তব্য, ‘মন্ত্রীর আশ্বাসে আমরাও পাহাড়ের আটটি বন্ধ চা বাগান খোলা নিয়ে আশার আলো দেখেছিলাম। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও একটিও বাগান খোলেনি, বরং আরও তিনটি বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্রমিকরা পুজো বোনাসও হাতে পাননি।’ তাঁর কথায়, ‘একটা সরকার যে প্রতিশ্রুতি দেয় সেইমতো কাজ না হলে শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।’ পাহাড়ে ধোত্রে, কালেজভ্যালি, সোম, নাগেরি, রংমুখ সিডার সহ আটটি চা বাগান কয়েক বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। তরাইতে পানিঘাটা চা বাগানও বহুবছর ধরে বন্ধ। এই চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিকরা ফাওলই প্রকল্পে মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা পান। একইভাবে ডুয়ার্সেও বেশ কিছু চা বাগান বহুদিন ধরে বন্ধ রয়েছে।

রাজ্যে সরকার বদলের পরে নতুন শ্রমমন্ত্রী বন্ধ চা বাগান খুলতে যে নিদান দিয়েছিলেন তার বাস্তবায়ন হলে শ্রমিকরা উপকৃত হত, এমনটাই মনে করেন দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি সমন পাঠক। তাঁর বক্তব্য, ‘শ্রমমন্ত্রী বন্ধ বাগান খুলতে কোনও পদক্ষেপ করতে পারলেন না, বরং আরও বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা হতাশাজনক।’ আইএনটিটিইউসি-র (ঋতব্রত পন্থী) রাজ্য সভাপতি নির্জল দে-র বক্তব্য, শ্রমমন্ত্রী যা বলেছেন, তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বাগান পুনরায় খুলতে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে জানিয়েই রাজ্যের পদক্ষেপ করা উচিত।

অসমের বাঁশবাগানে আরামে ঘুম ‘বিহার কি বেটির’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আলিপুরদুয়ার

‘আমাকে আমার মতো থাকতে দাওখ আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি। যেটা ছিল না, ছিল না সেটা না পাওয়াই থাক। সব পেলে নষ্ট জীবন।’ মনে মনে অনুপম রায়ের এই গান গুনগুনিয়েই হয়তো হেমন্তের দুপুরে অসমের রাজেন্দ্রপুর ফরেস্ট ভিলেজ লাগোয়া বাঁশ বাগানে জোর ঘুম দিল ‘বিহার কি বেটি’, বিটিআর টিএফ-১। বক্সা ছেড়ে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে ভালোই আছে বাঘিনী। সোমবার গৃহপালিত শুয়োর শিকার করে খায় সে। এরপর ঘুম। মঙ্গলবার বহাল তবিয়তে ওই বাঁশ বাগানেই আছেন তিনি। এদিকে টানা ডিউটিতে জেরবার বনকর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ বনকর্মীকে রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে পাঠানো হয়েছে নজর রাখার কাজে সহায়তা করতে। এদিকে ভয়ের চোটে থরহরিকম্প দশা ওই ফরেস্ট ভিলেজের বাসিন্দাদের। শীতের কাঁপুনি আর মশার উৎপাত সামলে বসে থাকতে হচ্ছে বনকর্মীদের। ‘হালুম-হুলুম’ শুনে মাঝেমধ্যে সার্চলাইট জ্বালিয়ে খতিয়ে দেখছেন পরিস্থিতি। সোমবার রাতে অন্তত দু’বার এমন ঘটনায় নড়েচড়ে বসেন সবাই। মাঝেমধ্যে টহল দিয়ে বাঘিনীর অবস্থা বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। লাগাতার উড়ছে ড্রোন। রেডিও কলারের মাধ্যমেও দেখা হচ্ছে শার্দূল-কন্যার অবস্থান। নিয়মিত পরিদর্শনে আসছেন বনকর্তারা। রবিবার রাতে ঘরছাড়া বাঘিনী জাতীয় উদ্যান লাগোয়া যে গ্রামে ঢোকে তার পাশেই সেন্ট্রাল রেঞ্জ অফিস। সেখানে এখন মনিটরিং টিমের বেস ক্যাম্প করা হয়েছে। এদিন রাইমোনা সেন্ট্রাল রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সোমেশ্বর ব্রহ্ম বলছিলেন, ‘দিনরাত ডিউটি চলছে। শিফট ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। বাড়ি যাওয়া বন্ধ সবার। রেঞ্জ অফিসেই রান্না করে খেতে হচ্ছে। বিশ্রামের জায়গাও তৈরি করা হয়েছে।’ কচুগাঁওয়ের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মুস্তফা আলি আহমেদের কথায়, ‘বাঘিনী দিনভর এক জায়গাতেই থাকছে। ঘুমিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। আমরাও ওকে বিরক্ত করছি না। শুধু নজর রেখে চলেছি।’ এদিকে এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে সমস্যায় পড়েছেন অনেক বনকর্মীই। অসমে যাওয়া বক্সার জনৈক বনকর্মী বলেন, ‘দিনে কোনওরকমে সময় কাটলেও রাতে সময় কাটানো মুশকিল। রাতে বাঘিনীর জঙ্গলে ফেরার সম্ভাবনা থাকে। তাই তখন আরও বেশি সজাগ থাকতে হচ্ছে।’ আরেক বনকর্মীর কথায়, ‘বাঘিনীর আচরণ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।’ অন্যদিকে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, ‘বাঘিনী ফেরাতে কোনও তাড়াহুড়ো করা হবে না। বাঘিনী এখন এলাকা চিনছে। তাই ওকে এখন নিজের মতো থাকতে দেওয়া হচ্ছে।’ মঙ্গলবারও রাজেন্দ্রপুর যান দুই রাজ্যের বনকর্তারা। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। বনকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজেন্দ্রপুরের স্থানীয় গ্রামবাসী। মোড়ল মৃগেন্দ্র নার্জারির কথায়, ‘গ্রামে কখনও এমন আতঙ্ক ছড়ায়নি। মানুষের ক্ষতি হলে তো মুশকিল। আমরা চাই বাঘিনী জঙ্গলে ফিরুক।’

শীতলকুচিতে সালিশি সভায় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কোচবিহার

সালিশি সভাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের শীতলকুচির বড় মরিচা এলাকা। সালিশি বৈঠক চলাকালীন বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা সম্পাদক সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই বিজেপি নেতাকে প্রথমে শীতলকুচি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে কোচবিহারের এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং দুই পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শীতলকুচির বড় মরিচা এলাকায় একটি সালিশি সভাকে কেন্দ্র করে বিজেপির অন্দলেই তীব্র কোন্দল প্রকাশ্যে আসে। আহত বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা সম্পাদক রেজ্জাক হোসেনের স্ত্রী মৌসুমী খাতুনের অভিযোগ, তাঁদের বাড়িতে কিছু মানুষের আসার খবর পেয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা খোরশেদ আলম বা খোরশেদ মিয়ার লোকজন তাঁদের ওপর চড়াও হয়। এরপর বিচার করার নাম করে তাঁদের পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে রেজ্জাক হোসেন ও তাঁর অনুগামীদের বেধড়ক মারধর করা হয়। হামলায় রেজ্জাক হোসেনের মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে অভিযুক্ত বিজেপি শক্তিপ্রমুখ খোরশেদ আলম পালটা দাবি করেছেন যে, ৪ তারিখের পর থেকেই বিজেপির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন নেতাকর্মী স্থানীয় সমস্যাগুলি মেটানোর জন্য বাড়িতে বসে আলোচনা বা বিচার করে থাকেন। এদিন রাস্তার কাজ সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। কিন্তু বাড়িতে বসে বিচার করা যাবে না বলে আপত্তি জানানো হলে রেজ্জাক হোসেন দলবল নিয়ে পার্টি অফিসে এসে হামলার চেষ্টা করেন। সেই সময় তাঁদের বাধা দিতে গেলেই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। বিজেপির অন্দরে এই প্রকাশ্য কোন্দল ও মারামারির ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পর উভয় পক্ষের তরফেই শীতলকুচি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানানো হয়েছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দল যেভাবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে, তাতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী শিবিরের দিকে স্বাভাবিকভাবেই কটাক্ষের আঙুল তুলেছে।

৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা! জেলে টোটোচালক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

হেমতাবাদ

চকলেট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে পাঁচ বছরের এক শিশুকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক টোটোচালকের বিরুদ্ধে। ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী অভিযুক্তকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন। হেমতাবাদ থানার পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে বুধবার দুপুরে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত অভিযুক্তের নাম প্রদীপ মণ্ডল (৩৩)। তাঁর বাড়ি হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে এবং পেশায় তিনি একজন টোটোচালক। অভিযোগ, প্রতিবেশী ওই পাঁচ বছরের শিশুকে চকলেট খাওয়ানোর নাম করে তিনি নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। শিশুটির চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে পরিবারের লোকজন দ্রুত অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে দেখেন নাবালিকা নগ্ন অবস্থায় রয়েছে। শিশুর মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শোনার পর প্রতিবেশীরা জড়ো হতে শুরু করেন এবং খবর চাউর হতেই উত্তেজিত এলাকাবাসী অভিযুক্তকে ধরে গণধোলাই দিতে শুরু করেন। খবর পেয়ে হেমতাবাদ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তীতে বুধবার সকালে নাবালিকার বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে নির্যাতিতা শিশুটিকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে ভর্তি করে চিকিৎসা চলছে। এদিন বুধবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। আদালতের সরকারি আইনজীবী অতনু দাস জানান, অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে পকসো আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং বিচারক তাঁকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। হেমতাবাদ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়িতে প্রকাশ্য রাস্তায় স্কুল শিক্ষিকাকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা!

প্রকাশ্য রাস্তায় প্রাতঃভ্রমণে বেরোনোর সময় এক স্কুল শিক্ষিকাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়িতে। স্থানীয় বিধায়িকার বাড়ির সামনে ঘটা এই রোমহর্ষক হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন শিক্ষিকা। হামলা চালানোর পর অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। বুধবার সকালে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির শান্তিনগর এলাকার এই ঘটনায় গোটা শিলিগুড়ি জুড়ে চরম আতঙ্ক ও শোরগোল শুরু হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত শিউলি দত্ত পেশায় একজন স্কুল শিক্ষিকা এবং তিনি শিলিগুড়ির শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা। অন্যান্য দিনের মতো এদিন ভোরেও তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়িকা শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সজল দাস নামের এক ব্যক্তি হঠাৎ তাঁর ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোপাথাড়ি কোপে শিক্ষিকার গলা ও হাতে গুরুতর চোট লাগে। আত্মরক্ষার তাগিদে শিক্ষিকা একটি স্থানীয় বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লেও হামলাকারী সেখানেও ঢুকে পড়ে কোপাতে থাকে। ওই শিক্ষিকার আর্তচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। এদিকে শিক্ষিকার ওপর হামলার পর ওই ব্যক্তি নিজের শরীরেই ওই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে। পাশাপাশি সে বিষপানও করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তারক্ত অবস্থায় দু’জনকেই উদ্ধার করে প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিক্ষিকার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং হামলাকারীও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। শিক্ষিকার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই ওই শিক্ষিকাকে উত্যক্ত করত। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে আশিঘর ফাঁড়ি এবং মহিলা থানাতেও লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল।

অর্ণবের দাপট আর ধসের আশঙ্কায় পাহাড়ি পর্যটনে ফের মন্দার মেঘ!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি

নেপালের বিপর্যয়ের ঝাপটা লেগেছিল, এবার ছোবল অর্ণবের । ঘূর্ণিঝড় অর্ণব যতই শক্তি সঞ্চয় করে অন্ধ্র উপকূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই বৃষ্টির আশঙ্কা বাড়ছে বাংলাতেও। পরোক্ষ প্রভাবেও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সহ উপকূল এলাকায় ঝড়বৃষ্টির বিশেষ সতর্কতা জারি হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও বৃহস্পতি ও শুক্রবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই পূর্বাভাসে পাহাড়ি এলাকায় ধসের আশঙ্কা এবং সতর্কতার কথা বলেছে আবহাওয়া দপ্তর। আর তাতেই পাহাড়ি পর্যটনে নতুন করে কালো মেঘ জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। পাহাড়ে বেড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্কতার পরামর্শ দিচ্ছে প্রশাসনের পাশাপাশি পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বড় হয়ে উঠছে আতঙ্ক, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পর্যটনে। হেমন্তের স্বচ্ছ নীলাকাশে বাতাসের শিরশিরানি থাকলেও বা ‘ঘুমন্ত বুদ্ধ’ কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ের মাথা নতুন করে জেগে উঠলেও পাহাড়ি পর্যটন সেভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। নেপালের বিপর্যয়, বালাসনের হিউমপাইপের সেতু উড়ে যাওয়া এবং ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সহ একাধিক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ধস নামায় তার বড় প্রভাব পড়েছে পুজো পর্যটনে। গ্যাংটক থেকে দার্জিলিং, পাহাড়ে চেনা ভিড়টা ছিল না পুজোর দিনগুলিতে। লক্ষ্মীপুজো কাটিয়ে দীপাবলিকে কেন্দ্র করে যখন আশার আলো দেখতে চাইছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা, তখন অর্ণবের পরোক্ষ প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তাঁদের হতাশ করে তুলছে। মূলত ধসের আশঙ্কায় অনেকেই যে পাহাড়-পরিকল্পনা বাতিল করে অন্যত্র বেড়াতে চলে যাবেন, বুঝতে পারছেন পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ীরা। কালিম্পং হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ বলছেন, ‘প্রায় সময় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় কালিম্পংয়ের পর্যটনে বড় প্রভাব পড়েছে। কেননা, বেড়াতে এসে রাস্তায় আটকে থাকতে চান না পর্যটকরা।’ উল্লেখ্য, ধস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক মেরামতে হাত লাগিয়েছে এনএইচআইডিসিএল। যে কারণে মঙ্গলবার থেকে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক দিন রাত ৯টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অর্ণবের প্রভাবে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তর দিলেও, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে আগামী সোম ও মঙ্গলবার। কেননা, ওই সময় এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটতে পারে। ফলে পাহাড়ি এলাকা থেকে এখনই ধসের আশঙ্কা দূর হচ্ছে না। তবে দুর্যোগ মোকাবিলায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে বৈঠক করে গুজব না ছড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে যাতে পর্যটকরা পাহাড়ে বেড়াতে আসেন, সেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সিআইআই ট্যুরিজম চেয়ার সম্রাট সান্যাল বলেন, ‘বৃষ্টির পূর্বাভাস থেকে রাস্তার পরিস্থিতি; সমস্ত তথ্যই আমাদের তরফে প্রতিদিন তুলে ধরা হচ্ছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে পর্যটকদের আসার কথা বলছি আমরাও।’

হাতি-চিতাবাঘের ডেরায় পরিণত হওয়া আমবাড়ি চা বাগান খুলল বুধবার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

নাগরাকাটা

দীর্ঘ টালবাহানা ও আইনি জটের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বুধবার থেকে খুলে গেল নাগরাকাটার বন্ধ আমবাড়ি চা বাগান। তবে দীর্ঘ দিন বাগান বন্ধ থাকায় ৫৪৬ হেক্টরের এই বিশাল বাগানটি বর্তমানে আস্ত জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এবং হাতি ও চিতাবাঘের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে রূপ নিয়েছে।

দীর্ঘ টালবাহানা ও আইনি জটের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বুধবার থেকে খুলে গেল নাগরাকাটার বন্ধ আমবাড়ি চা বাগান। তবে দীর্ঘ দিন বাগান বন্ধ থাকায় ৫৪৬ হেক্টরের এই বিশাল বাগানটি বর্তমানে আস্ত জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এবং হাতি ও চিতাবাঘের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে রূপ নিয়েছে। পদে পদে বন্যপ্রাণীর আক্রমণের আশঙ্কা ও বিপদের ভ্রুকুটি মাথায় নিয়ে এ দিন সকালেই পটকা ফাটিয়ে বাগান সাফাইয়ের কাজে নেমে পড়েছেন সাহসী শ্রমিকেরা। বাগান খোলায় স্বস্তি ফিরলেও বন্যপ্রাণীর আতঙ্ক আর দীর্ঘদিনের বেকারত্বের যন্ত্রণার কথা ফুটে উঠেছে শ্রমিকদের মুখে। শ্রমিক-মালিক অসন্তোষের জেরে ২০২৫ সালের ৮ জুলাই প্রথম দফায় বন্ধ হয়ে যায় আমবাড়ি চা বাগান। দীর্ঘ ৬৯ দিন অচল থাকার পর সে বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর বাগান খুললেও পরবর্তীতে পরিস্থিতি ফের জটিল হয়ে ওঠে। গত বছরের ১ ডিসেম্বর পরিচালক নিগ্রহের অভিযোগ ওঠার পর ৩ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় বাগান। মাঝে জলপাইগুড়িতে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে একাধিক বৈঠক হলেও কোনো সমাধানসূত্র মেলেনি। অবশেষে পুজোর আগে গত ৭ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের দপ্তরে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে জট খোলে। সেই অনুযায়ী বুধবার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাইরেন বেজে ওঠে আমবাড়িতে। দীর্ঘদিন পরিচর্যা না হওয়ায় ৫৪৬ হেক্টরের এই বাগানটি এখন ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বাগানের অন্তত ৩টি সেকশনে হাতি ডেরা বেঁধে রয়েছে এবং বেড়েছে চিতাবাঘের উপদ্রবও। ফলে চরম ঝুঁকি নিয়েই কাজ শুরু করতে হয়েছে শ্রমিকদের। এ দিন সকালে কলম, ছুরি ও কোদাল হাতে জঙ্গলে নামার আগে পটকা ফাটিয়ে বন্যপ্রাণী তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিক আষাঢ়ি ওরাওঁ মুচকি হেসে বলেন, তজন্তু-জানোয়ারের ভয়ই এখন সবচেয়ে বেশি। তাও সই, বাগান তো খুলল! এতদিন কীভাবে সংসার চলেছে, একমাত্র আমরাই জানি।দ আরেক শ্রমিক সবিত লোহার জানান, কাজের সময় চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে, কারণ খুব কাছেই হাতি রয়েছে। শকুন্তলা প্রধান ও মানসিং তামাংদের মতো শ্রমিকেরা জানান, সাপ, জোঁক, বিষাক্ত মাকড়সা ও বন্যজন্তুর ভয় থাকলেও বাগানকে আগের ছন্দে ফেরাতে তাঁরা পিছপা হতে নারাজ। চা বণিকসভা ডিবিআইটিএ-র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় বাগান খোলায় বড় স্বস্তি মিলেছে। আমবাড়ির প্রায় ১১০০ শ্রমিকের অনেকেই বাগান বন্ধ থাকায় ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন, তাঁদেরও বাগান খোলার খবর পাঠানো হয়েছে।

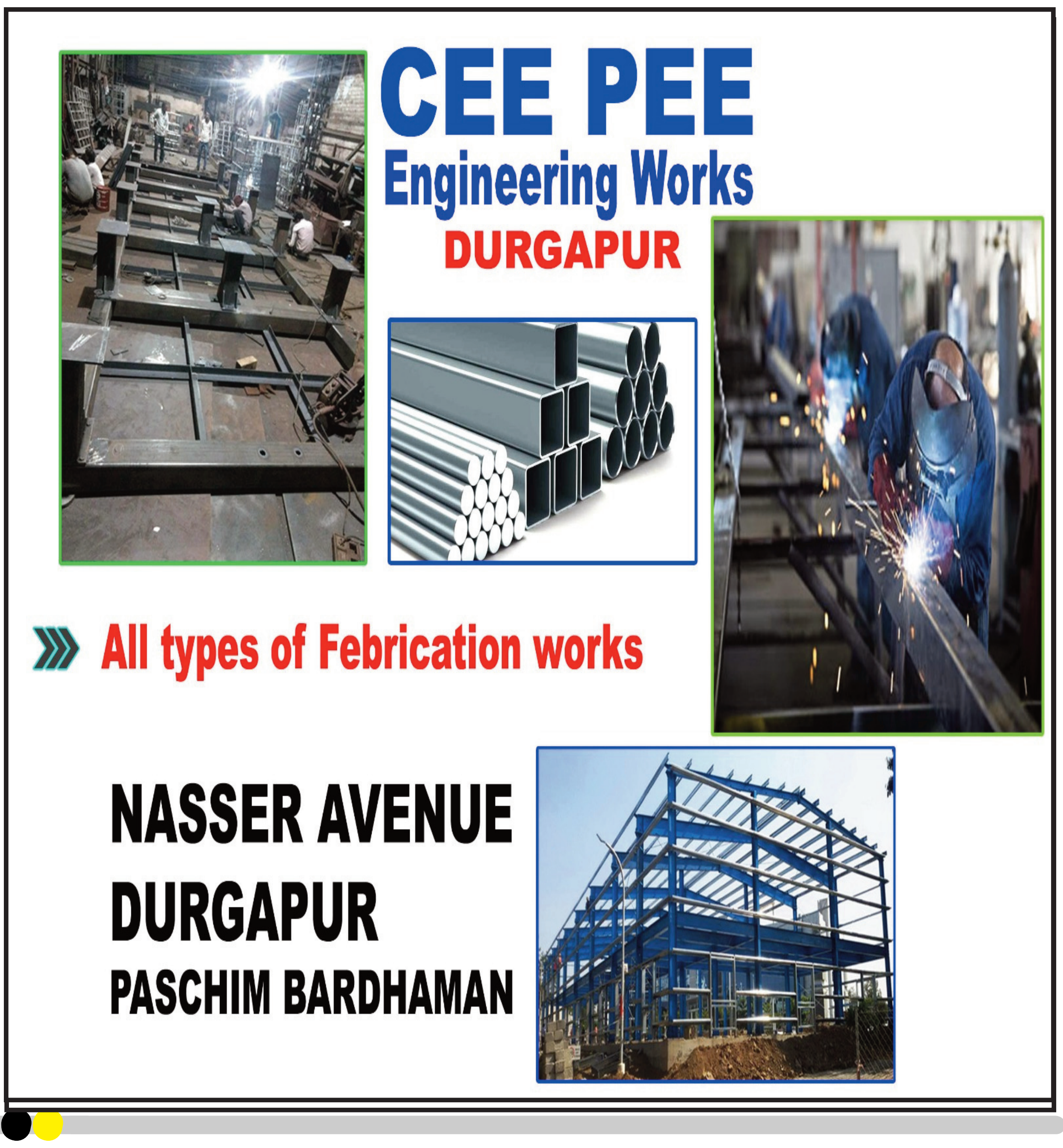

CEE PEE
Engineering Works
DURGAPUR

All types of Febrication works

NASSER AVENUE
DURGAPUR
PASCHIM BARDHAMAN

স্পেনে দুই দ্রুতগতির ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত অন্তত ৩৯, বহু আহত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মাদ্রিদ

মধ্য স্পেনের তোলেদো প্রদেশে ঘটে গেল এক ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা। বুধবার সকাল ন'টার কিছু পরে একই দিকে ধাবমান দুটি দ্রুতগতির ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন বহু যাত্রী। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেন দুটি যথাক্রমে রেনফে এবং ইরিয়ো সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল।

পেছনের ট্রেনটি সামনের ট্রেনের পেছনের অংশে সজোরে ধাক্কা মারলে দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে ছিটকে যায়। ঘটনার পর থেকেই মাদ্রিদ, সিউদাদ রিয়াল এবং আন্দালুসিয়ার মধ্যবর্তী সমস্ত রেল পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছে স্পেনের রেল পরিকাঠামো পরিচালন কর্তৃপক্ষ। দুর্ঘটনার তীব্রতায় শোক প্রকাশ করে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সাঞ্চেজ জানিয়েছেন, তিনি পরিস্থিতি নিয়ে দেশের পরিবহন মন্ত্রী এবং কাস্তিয়া লা মাঞ্চা অঞ্চলের গভর্নরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি শোকবার্তা জানিয়ে লেখেন, ততোলেদোর এই মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। দুর্গতদের উদ্ধার করতে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জরুরি পরিষেবা দলগুলি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে। সমস্ত নিহতদের পরিবার ও আহতদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা ও পূর্ণ সমর্থন রইল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে এবং হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অন্ধ্রে আছড়ে পড়ে দুর্বল 'অর্ণব'

ওড়িশায় ৩০ হাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভুবনেশ্বর

বুধবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশ ও পুদুচেরির ইয়ানম উপকূল অতিক্রম করল অত্যন্ত তীব্র ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পর শক্তি হারিয়ে এটি তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলেও এর প্রভাবে প্রতিবেশী ওড়িশায় জারি হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ভোর ২টো থেকে সকাল ৮টার মধ্যে ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়, যেখানে বাতাসের একটানা গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১২৫ থেকে ১৩৫ কিলোমিটার এবং সর্বোচ্চ ঝাপটা পৌঁছায় ১৫০ কিলোমিটারে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ গতি কমে ঘণ্টায় ১১০ থেকে ১২০ কিলোমিটারে নেমে আসে।

আগামী ৪৮ ঘণ্টায় এটি ক্রমশ উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে সাধারণ ঘূর্ণিঝড় এবং পরবর্তীকালে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে বলে জানানো হয়েছে। স্থলভাগে প্রবেশের মুখে ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে একাধিক এলাকায় গাছপালা ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর বহির্বলয়ের ভারী মেঘের জেরে ইতিমধ্যেই ওড়িশার কোরাপুট, রায়গড়া, গজপতি ও গঞ্জাম জেলায় একটানা বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দক্ষিণ ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছেন রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী সুরেশ পূজারী। মালকানগিরি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি জানান, নিচু এলাকা ও ধসপ্রবণ অঞ্চলগুলি থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে ওড়িশার ৩০টি জেলার মধ্যে ১৬টিতেই বুধবার সমস্ত স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রস্তুত রাখা হয়েছে ২,০৩৭টি সাইক্লোন শেল্টার, যেখানে ত্রাণ ও পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা মজুত রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর মালকানগিরি, কোরাপুট, নবরংপুর, রায়গড়া, গজপতি এবং কালাহান্ডি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির 'লাল সতর্কতা' জারি করেছে। বরগড়, সুবর্ণপুর, বৌদ, নওয়াপাড়া, বলাঙ্গির, পুরী ও খুরদায় ৪০ থেকে ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এছাড়া ২৯ অক্টোবরের জন্য সুন্দরগড়, ঝাড়সুগুড়া ও বরগড়ে জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। ভুবনেশ্বর আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের অধিকর্তা মনোরমা মোহান্তি জানিয়েছেন, ঝড়টি মূল ভূখণ্ডে ঢুকলে বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ৬০-৭০ কিমি এবং ঝাপটা ৮০ কিমি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে স্থানীয় ধসের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। উদ্ধারকাজে গতি আনতে ৬০টি ওড্রাফ, ৯টি এনডিআরএফ এবং ২৪৪টি দমকল ও জরুরি পরিষেবা বাহিনীসহ মোট ৩১৩টি বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে। সমুদ্রে যাওয়া ১৯,১৪৩টি মাছ ধরার নৌকাই নিরাপদে উপকূলে ফিরে এসেছে। এখনও পর্যন্ত ওড়িশায় প্রাণহানি বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর না থাকলেও প্রশাসনের মূল লক্ষ্য একটি প্রাণও যাতে না হারায় তা নিশ্চিত করা।

অপরাধমূলকভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে টাটাকে

পরিচালন পর্ষদের গৃহযুদ্ধে মোদী সরকারকে তোপ রাহুলের

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল

নয়াদিল্লি

দেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পগোষ্ঠী টাটার অভ্যন্তরীণ পরিচালন সংকট নিয়ে এবার সরাসরি রাজনৈতিক ময়দানে নামলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা এবং প্রধান হোল্ডিং সংস্থা টাটা সন্সের পরিচালন পর্ষদের সংঘাতের প্রেক্ষিতে বুধবার তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাহুল অভিযোগ করেন, সংস্থাটিকে 'অপরাধমূলকভাবে ধ্বংস' করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এই সংকটকালে দেশের অন্যান্য শীর্ষ শিল্পপতিদের রহস্যজনক নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ তিনি লেখেন, ঔটাটাকে অপরাধমূলকভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে, অথচ কোনো শিল্পনেতা মুখ খোলার সাহস পাচ্ছেন না। আর কতদিন আপনারা চুপ থাকবেন? যতক্ষণ না ওরা আপনাদেরও গিলে খাচ্ছে? ভারতের বাণিজ্যজগৎ মোদী ও শাহের হাতের খেলনা নয়। আপনাদের সাহসের অভাব থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের নেই। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সুবিচার নিশ্চিত করব।দ রতন টাটার প্রয়াণের পর টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পদে বসা নোয়েল টাটার সঙ্গে টাটা সন্সের বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের টানাপোড়েন ঘিরে এই মুহূর্তে সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকটে পড়েছে গোষ্ঠীটি। টাটা সন্সের প্রায় ৬৬ শতাংশ মালিকানা রয়েছে টাটা ট্রাস্টের হাতে। অথচ গত সেপ্টেম্বর মাসে নোয়েল টাটার সরাসরি আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে এন চন্দ্রশেখরনকে আরও পাঁচ বছরের মেয়াদ বাড়ানো এবং সংস্থাকে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত (লিস্টিং) করার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যায় পরিচালন পর্ষদ। নোয়েল টাটার যুক্তি, টাটা সন্সের উপবিধিমালার নিয়ম অনুযায়ী ট্রাস্টের মনোনীত সদস্যদের সম্মতি ছাড়া এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। পাশাপাশি এয়ার ইন্ডিয়া ও টাটা ডিজিটালের মতো তালিকাভুক্ত নয় এমন শাখা সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান আর্থিক লোকসান এবং শীর্ষকর্তাদের বিপুল পারিশ্রমিক নিয়েও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। এরই মাঝে ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়ে দুই ট্রাস্টি বেণু শ্রীনিবাসন ও বিজয় সিংয়ের চ্যারিটি কমিশনারের দ্বারস্থ হওয়া এবং কোরামের অভাবে টাটা সন্সের বার্ষিক সাধারণ সভা স্থগিত হয়ে যাওয়া বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। একদিকে শীর্ষস্তরের আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মের আওতায় লিস্টিংয়ের সম্ভাবনা, অন্যদিকে ট্রাস্টের নিজস্ব কর্তৃত্ব ও বোর্ডে স্বাধিকার বজায় রাখার এই আইনি সংঘাত এখন আর নিছক কর্পোরেট কৌশলগত দ্বন্দ্বে আটকে নেই। রাহুলের এই আক্রমণ সেই কর্পোরেট সংঘাতকেই এবার দেশের জাতীয় রাজনীতির মূল আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এল।

দিল্লি এড়িয়ে মুম্বই-জামনগর,

রুবিওর ভারত সফরে স্পষ্ট ট্রাম্পের নীতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সাম্প্রতিক ভারত সফরে সবচেয়ে বড় চমক হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠক না করে রুবিও সরাসরি পাড়ি দেন দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বইয়ে; যেখানে তিনি বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক সারেন এবং শীর্ষ শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তাঁর গন্তব্য ছিল গুজরাতের জামনগর;যেখানে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের সুবিশাল তেল শোধনাগারে গিয়ে সংস্থার কর্ণধার মুকেশ আম্বানির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মোদীর সাক্ষাৎ এড়িয়ে যাওয়াকে আপাতদৃষ্টিতে কূটনৈতিক দূরত্ব বলে মনে হলেও, এর পেছনে কাজ করছে ট্রাম্প প্রশাসনের সম্পূর্ণ 'লেনদেনভিত্তিক' ও বাণিজ্যিক স্বার্থকেন্দ্রিক এক স্পষ্ট রণকৌশল। কার্নেগি এনডাওমেন্টের দক্ষিণ এশিয়া কর্মসূচির ডিরেক্টর মিলন বৈষ্ণবের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে নিছক দর কষাকষি ও ব্যবসায়িক বোঝাপড়ার নিরিখে। আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের মুখে আমেরিকায় আকাশছোঁয়া পেট্রল-ডিজেলের দাম কমাতে মরিয়া হোয়াইট হাউস; ফলে অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণ এবং ভেনেজুয়েলার তেল ভারতে বেশি করে শোধন করানোর লক্ষ্যেই জামনগরকে বেছে নিয়েছেন রুবিও। তবে পাকিস্তানের সঙ্গে ট্রাম্পের হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা, মে মাসের সীমান্ত উত্তেজনায় ট্রাম্পের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা দাবি, এবং ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের ভিসা বিধিনিষেধের কারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কিছুটা আস্থার অভাব তৈরি হয়েছে। বৈষ্ণবের কথায়, অদিল্লির ক্ষেত্রে মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত সখ্য কিংবা বিগত পঁচিশ বছরের কূটনৈতিক বিনিয়োগ কোনো স্থায়ী নিশ্চয়তা নয়; কারণ ট্রাম্প যেকোনো সময় নীতির ১৮০ ডিগ্রি বদল ঘটাতে পারেন।দ তবে রাজনৈতিক টানাপোড়েন থাকলেও দুই দেশের কৌশলগত ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা এখনো যথেষ্ট মজবুত। গত বছর রেকর্ড দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিকাঠামোয় প্রায় ৬৮ বিলিয়ন ডলার মার্কিন বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এবং রেকর্ড সামরিক মহড়া সেই গভীরতারই প্রমাণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, অতীতে ট্রাম্পের আরোপিত বাড়তি শুল্ক ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক মন্তব্য সত্ত্বেও ভারত কিংবা আমেরিকা;কেউই একে অপরকে গুরুত্বহীন ভাবতে পারবে না। তবে এই সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে হলে দীর্ঘমেয়াদি আস্থা ফেরানো ও উভয় পক্ষের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই এখন বড় পরীক্ষা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উড়িয়ে আমেরিকায় পালালেন ফ্লাভিও বলসোনারো

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ব্রাসিলিয়া

ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ক্ষমতাসীন লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভার কাছে পরাজিত হওয়ার পরেই নাটকীয়ভাবে দেশ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিলেন সেনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো। আর্থিক তছরুপের একটি মামলায় দেশ ছেড়ে পালানোর আশঙ্কায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। সেই সময়সীমা শেষ হতেই পাসপোর্ট বাতিল হয়ে যায় এবং কোনো বৈধ অভিবাসন কেন্দ্র ছাড়াই দেশ ছাড়েন তিনি। এদিকে ফ্লাভিও ও তাঁর পরিবারকে প্রবেশাধিকার ও ভিসা দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। এই পদক্ষেপ ঘিরে ওয়াশিংটন ও ব্রাসিলিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন করে তীব্র টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। ফ্লাভিওর এই পলায়নকে 'লজ্জাজনক' আখ্যা দিয়ে প্রেসিডেন্ট লুলা তোপ দেগেছেন যে, নির্দোষ হলে তাঁর দেশে থেকেই বিচারব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়া উচিত ছিল। রবিবার নির্বাচনে পরাজয়ের পর কারচুপির অভিযোগ তুলে ফলাফল বাতিলের দাবি জানিয়েছিলেন ফ্লাভিও, যদিও তাঁর নিজের দল লিবেরাল পার্টি আগেই লুলার জয় মেনে নিয়েছে। তাঁর প্রচার ম্যানেজার রজেরিও মারিনহো জানিয়েছেন, প্রায় ৬ কোটি ভোট পাওয়ায় বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়ে কথা হচ্ছিল; তাই ফ্লাভিওর এমন আকস্মিক দেশত্যাগে তাঁরা হতবাক। এই ঘটনা ২০২২ সালে পিতা জাইর বলসোনারোর পরাজয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেওয়ার স্মৃতিই ফেরাল, যিনি পরবর্তীকালে দেশে ফিরে অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্রে সাতাশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে সেনেটর হিসেবে বিচারব্যবস্থার আইনি রক্ষাকবচ শেষ হওয়ার আগেই ফ্লাভিওর এই পলায়ন ব্রাজিলের রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে।

চোখে জল মুকেশ আম্বানির!

তিনি এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তির তালিকায় রয়েছেন দু'নম্বরে। টেলিকম দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটানো সেই মুকেশ আম্বানির চোখে জল! জিও প্ল্যাটফর্মসের তালিকাভুক্তির অনুষ্ঠানে দর্শকাসনে বসে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যানকে দেখা গেল চোখ মুছতে। কিন্তু কেন? আসলে ছেলে অনন্ত ও মেয়ে ঈশা ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য রাখার সময়ই কেঁদে ফেলেন মুকেশ। অনন্তকে বলতে শোনা যায়, আপনি জিও তৈরি করেছেন। আপনার স্বপ্নকে পূর্ণ করাই আমাদের স্বপ্ন। তিনি আরও বলেন, জিওকে গোটা দেশ দেশ আশীর্বাদ করেছে। মা বলেছে, জিও মেরে লাল। ঠাকুমা বলেছে, যুগ যুগ জিও। আর বন্ধুরা বলেছে জিও ইয়ার (বন্ধু)।

আমাদের কথা কেউ শোনেনি

ক্ষোভের আগুনে ইউরোপজুড়ে রাজপথে জেন-জি প্রজন্ম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

প্যারিস

আমরা পুড়লে তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে পুড়ব;জনপ্রিয় এক কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্রের এই স্লোগানকে প্ল্যাকার্ডে তুলে ধরে ব্রাসেলসের রাজপথে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিল উনিশ বছরের মায়া গর্ডেল। শুধু বেলজিয়াম নয়, প্যারিসের উপনগরী থেকে বেলগ্রেড কিংবা মিলানের অলিগলি; ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজপথ এখন প্রকম্পিত তরুণ প্রজন্মের উত্তাল বিক্ষোভে। ভাঙাচোরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, আবাসন সংকট, আকাশছোঁয়া জীবনযাত্রার খরচ এবং দুর্নীতি;এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকেই ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে এই প্রতিবাদী দাবানল। পুলিশি জলকামান, কাঁদানে গ্যাস আর স্টান গ্রেনেডকে উপেক্ষা করে যেভাবে ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া অর্থাৎ 'জেন-জি' প্রজন্মের যুবসমাজ রাস্তায় নেমেছে, তা অতীতে বাংলাদেশ, নেপাল বা ভারতের সাম্প্রতিক তরুণ আন্দোলনের স্মৃতিকেই উসকে দিচ্ছে। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সাফল্য মিলেছে সার্বিয়ায়, যেখানে প্রায় দুই বছরের রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভের পর এই সপ্তাহান্তে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে গদিচ্যুত হয়েছেন দীর্ঘদিনের শাসক আলেকসান্দার ভুচিচ। মিলানের এক বিক্ষোভরত ছাত্রী কিয়ারার মতে, বর্তমান শাসকশ্রেণি তাঁদের প্রজন্মের কাছ থেকে ভবিষ্যতে স্বপ্ন দেখার অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে; পর্যাপ্ত শিক্ষকহীন জরাজীর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কম বেতনের অনিশ্চিত চাকরি আর আকাশছোঁয়া ভাড়ার ঘুপচি ঘরে বন্দি জীবনের বাইরে কোনো ভবিষ্যৎ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। একই ছবি ফ্রান্সেও, যেখানে সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০০০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে শিক্ষা খাতে বাজেট কমলেও প্রবীণদের পেনশনের বহর মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বয়স্ক সমাজের যাবতীয় আর্থিক বোঝা তরুণ প্রজন্মের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছে ইউরোপের নতুন প্রজন্ম। প্যারিস থেকে শুরু করে আলবেনিয়া কিংবা ব্রাসেলস;সব জায়গাতেই পড়ুয়াদের একটাই অভিযোগ, সরকার তাঁদের কখনও গুরুত্ব দিয়ে শোনেনি। ব্রাসেলসের ছাত্রীদের বক্তব্য, শান্তভাবে দাবি তুললে কেউ কান দেয় না; ক্যামেরা বা গণমাধ্যম তখনই নজর দেয় যখন রাস্তায় আগুন জ্বলে। আলবেনিয়ার তিরানায় প্রধানমন্ত্রী এডি রামার সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামা পড়ুয়ারা জানিয়েছেন, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক যোগাযোগের দাপটে মেধা থাকা সত্ত্বেও নিজের দেশে তরুণদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই এবং প্রায় প্রত্যেকেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। একই ধরনের দাবিতে চলতি সপ্তাহান্তে জার্মানিতেও বৃহত্তর বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতার পর সার্বিয়ার মতো দেশে এখন রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিতে চলা এই তরুণেরা কোনো অভিজ্ঞতাহীনতার ভয় পাচ্ছেন না; বরং তাদের স্পষ্ট বার্তা;অভিজ্ঞ নেতাদের শাসনব্যবস্থা তাঁদের যে অন্ধকারের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ এখন তরুণদের নিজেদের হাতেই ছিনিয়ে নিতে হবে।

মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার উপনির্বাচনে হরদীপ সিং পুরীকে প্রার্থী করল বিজেপি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি

মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার আসন্ন উপনির্বাচনে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি। বুধবার দলের দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটি উচ্চকক্ষের এই আসনের জন্য তাঁর নামে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এল মুরুগান রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ফলেই মধ্যপ্রদেশের এই আসনটি শূন্য হয়েছিল।

তামিলনাড়ুতে দলের সংগঠন শক্তিশালী করার ওপর নজর দিতে গত ১৪ অক্টোবর তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও সংসদ;উভয় পদ থেকেই পদত্যাগ করেন, যদিও তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ছিল ২০৩০ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত। এর পরেই নির্বাচন কমিশনের তরফে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, গত ২৬ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন আগামী ২ নভেম্বর এবং প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৫ নভেম্বর ধার্য করা হয়েছে। আগামী ১২ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং ওই দিনই বিকেল ৫টা থেকে শুরু হবে ভোট গণনা। পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া ১৬ নভেম্বরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। প্রবীণ কূটনীতিক থেকে রাজনীতিবিদে পরিণত হওয়া ৭৪ বছর বয়সি হরদীপ সিং পুরী বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার সাংসদ এবং আগামী ২৫ নভেম্বর তাঁর বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় শাসক শিবিরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় উচ্চকক্ষে তাঁর এই আসনে জয় একপ্রকার নিশ্চিত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার আসন্ন উপনির্বাচনে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি। বুধবার দলের দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটি উচ্চকক্ষের এই আসনের জন্য তাঁর নামে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়েছে।

Life Care Hospital
Takes Care of Your Health
SUPER SPECIALITY HOSPITAL
24/7
Near Smart Bazar, City Centre, Durgapur, PIN - 16
7477716138/39

দুর্গাপুরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জল্পনা !

বিধায়কের বিরুদ্ধে সরব হতেই প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতির ব্যবসায় হামলার অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন প্রাক্তন বিজেপি মণ্ডল সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জি। এবার তাঁর ওষুধের ব্যবসায় হামলা, বাড়ি ঘেরাও এবং এক অনুগামীকে মারধরের অভিযোগ ঘিরে দুর্গাপুরের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জল্পনাও শুরু হয়েছে। প্রাক্তন বিজেপি এক নম্বর মণ্ডল সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জি বেশ কয়েক দিন ধরেই দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। এমনকী, বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেও চিঠি পাঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এরই মধ্যে ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জির ওষুধের ব্যবসায় হামলা, তাঁর বাড়ি ঘেরাও এবং তাঁর এক অনুগামীকে মারধরের অভিযোগ সামনে আসায় ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জির পক্ষ থেকে এই ঘটনার জন্য বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটল, এর নেপথ্যে কারা রয়েছে এবং অভিযোগের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অভিযোগের বিষয়ে বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের বক্তব্যও জানা যায়নি। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বক্তব্য সামনে এলেই প্রকৃত সত্য পরিষ্কার হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

আইসিডিএসের শিশুদের খাবারে পোকা ! সিদুলিতে চাঞ্চল্য

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
অন্ডাল

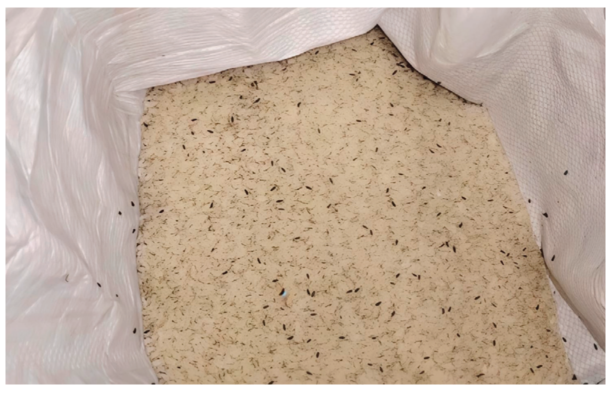

শিশুদের পুষ্টির জন্য বরাদ্দ খাবারের চাল-ডালেই পোকা! অন্ডালের খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদুলি এলাকার ২৪০ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রকে ঘিরে এমন অভিযোগ সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান আসানসোল জেলা বিজেপির মণ্ডল-৩ সভাপতি ইন্দ্র সেন। শিশুদের খাবারে পোকা থাকার কারণ জানতে চাইলে কেন্দ্রের সহকারী সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি বলে অভিযোগ।

কেন্দ্রের সহকারী জ্যোৎস্না বাউরি জানান, কেন্দ্রের দিদিমণি প্রায়ই আসেন না, তাই তাঁদেরই কাজ সামলাতে হয়। শিশুদের জন্য সরবরাহ করা চাল-ডালের গুণমান সম্পর্কে তাঁদের কিছু জানা নেই। এদিন চাল ও ডালে পোকা দেখতে পাওয়ায় কোনও শিশুকেই খাবার দেওয়া হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। ইন্দ্র সেন জানান, ঘটনার ভিডিও-সহ বিষয়টি আইসিডিএসের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের জানানো হবে। কীভাবে পোকাযুক্ত চাল-ডাল শিশুদের খাবারের জন্য সরবরাহ করা হল, তা তদন্ত করে দায়ীদের চিহ্নিত করার দাবি জানান তিনি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের দিদিমণির সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনের বক্তব্যও এখনও জানা যায়নি। এখন প্রশ্ন, শিশুদের খাবারের গুণমান যাচাইয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়।

অর্ণবের প্রভাব

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল শতাব্দীপ্রাচীন লক্ষ্মীপুজোর মেলা

সকালের শিরোনাম
স্বরূপ সনগিরি
সারেঙ্গা

ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাবে প্রতিকূল আবহাওয়া ও প্রবল বৃষ্টিতে কার্যত ভেস্তে গেল সারেঙ্গার খয়ের পাহাড়ির শতাব্দীপ্রাচীন লক্ষ্মীপুজোর মেলা। মঙ্গলবার বিকেল থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টির জেরে মেলায় ভিড় জমাতে পারেননি বহু মানুষ। ফলে মেলা ঘিরে তৈরি হয়েছে হতাশার পরিবেশ। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে প্রতি বছর সারেঙ্গার খয়ের পাহাড়ির সিধু-কানহু স্টেডিয়ামে এই ঐতিহ্যবাহী মেলার আয়োজন করা হয়। লক্ষ্মীপুজোর পরদিন সিধু-কানহু-সহ আদিবাসী বীরদের স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার পরের দিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার বসে মূল মেলা। এই মেলাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী নৃত্য, গান, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি বসে নানা ধরনের দোকানপাটও। এই মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ভিন্ রাজ্য থেকেও মানুষের সমাগম। মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এই মেলায় অংশগ্রহণ করলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতিও চোখে পড়ে। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ আসেন। এমনকি বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকেও বহু মানুষ এই মেলায় যোগ দেন। প্রতি বছর মেলা প্রাঙ্গণ মানুষের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে এবং রাতভর চলে মেলা। তবে এ বছর মেলার আনন্দে বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিকূল আবহাওয়া। মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকেই আকাশের মুখ ভার হতে শুরু করে। বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। ঠিক সেই সময়ই মেলায় মানুষের আসা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু বৃষ্টির কারণে মেলায় আসা মানুষজন সমস্যায় পড়েন। বিকেলের পর থেকে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় মেলার স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হয়। ফলে অন্যান্য বছরের মতো জমজমাট মেলার ছবি এদিন আর দেখা যায়নি। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে মেলায় আসা অশোক কিস্কু ও বাহামনি সরেন বলেন, ত্প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা মেলায় এসেছি। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে যেভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাতে মেলা কীভাবে হবে, সেটাই বুঝতে পারছি না।দ

শতাব্দীপ্রাচীন এই মেলাকে ঘিরে প্রতি বছর যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়, এ বছর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তাতে ছন্দপতন ঘটল। বহু দূর থেকে আসা মানুষের পাশাপাশি মেলা ঘিরে দোকান সাজানো ব্যবসায়ীরাও বৃষ্টির কারণে সমস্যায় পড়েন।

চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য কুসুম গ্রামে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেশ্বর

বাড়িতে না থাকার সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালিয়ে রাতের অন্ধকারে পাঁচিল টপকিয়ে মেন গেটের তালা না ভেঙে ভেতরের দুটো

ঘরের তালা ভেঙে প্রায় চল্লিশ ভরি রুপো ও দের ভরি সোনা ও দশ হাজার নগদ নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ বাড়ির মালিকের। বাড়ির গৃহিনীর নাতনি সাবিনা খাতুন জানান, দিন দশেক আগে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম আত্মীয়র বাড়িতে। পাশের বাড়ির এক মহিলাকে মেন গেটের চাবিটা দিয়ে গিয়েছিলাম যাতে বাড়ির মধ্যে থাকা হাঁস-মুরগি সকাল সন্ধ্যা একটু খেয়াল রাখতে পারে। কিন্তু বুধবার সকালে সালেহার বিবির জামাই সাইফুদ্দিন মন্ডলের ফোন পেতেই আত্মীয়র বাড়ি থেকে তড়িঘড়ি নিজের বাড়িতে ফিরে আসি চুরির ঘটনা শুনে। এসে আমরা দেখি বাড়ির মেন গেট ঠিক থাকলেও ভিতরে দুটো গেটের তালা ভেঙে প্রায় চল্লিশ ভরি রুপে দেড় ভরি সোনা ও দশ হাজার টাকা নগদ কোন কিছুই ঘরের মধ্যে নেই। প্রতিবেশী ছায়মা শেখ জানান প্রতিদিনের মতো সকাল-সন্ধ্যায় মেইন গেটের তালা খুলে বুধবার আমি সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ বাড়ির মেন গেটের তালা খুলে হাঁস মুরগিগুলোকে ছাড়ার জন্য এসেছিলাম । কিন্তু মেন গেটের তালা খুলতেই আমি দেখলাম যে ভিতরে দুটো ঘরের দরজা তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং সমস্ত মাল ছন্নছাড়া হয়ে রয়েছে , আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে আমি পাড়ার মানুষজনকে ডেকে দেখাই ঘটনা!

ঘটনাস্থলে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ প্রশাসন পৌঁছে সমস্ত কিছু তদন্ত করে দেখেন এবং কিভাবে ঘটলো এই চুরির ঘটনা সেই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। খতিয়ে দেখছে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ।

নেশামুক্ত সমাজ গড়তে লছিপুরে সচেতনতা অভিযান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুলটি

नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें
A COMMUNITY POLICING INITIATIVE OF ASANSOL DURGAPUR POLICE COMMISSIONERATE
नशामुक्त आगामी
नशे को ना कहें, भविष्य को हाँ कहें
नशे को रोकें

নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদ্যোগী হল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। কুলটি থানার অন্তর্গত নিয়ামতপুর ফাঁড়ি পুলিশের উদ্যোগে লছিপুর এলাকায় নেশাবিরোধী সচেতনতা অভিযান চালানো হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে নেশার কুফল সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি সুস্থ ও নিরাপদ সমাজ গড়ে তোলার বার্তা দেওয়া হয়। এই সচেতনতা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক উৎপল ঘোষাল, স্থানীয় সমাজসেবী ঝন্টু সেন, বাউরি সমাজের নেতা গণেশ বাউরি, অমন চৌধুরী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে নেশার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। নেশা শুধু একজন মানুষের জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, এর প্রভাব পড়ে তাঁর পরিবার এবং সামগ্রিক সমাজের উপরও। তাই নেশা থেকে দূরে থেকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়; ত্মাদককে না বলুন, জীবনকে হ্যাঁ বলুন।দ অর্থাৎ, নেশামুক্ত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রত্যেককে সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এই উদ্যোগটি মূলত জনসম্পর্কভিত্তিক পুলিশি কর্মসূচির একটি অংশ। পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে নেশামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। নিয়ামতপুর ফাঁড়ি পুলিশের এই উদ্যোগকে নেশার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জালনোট সহ এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

৬ লক্ষ টাকার জালনোট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলো জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সাগরদিঘী থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সাগরদিঘী থানার মোড়গ্রাম এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ জাল নোট উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলেও তদন্তের স্বার্থে আপাতত নাম পরিচয় গোপন রেখেছে পুলিশ। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৃহস্পতিবার আদালতে তুলে হেপাজতে নেওয়া হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মোরগ্রাম এলাকায় জাল নোট হাতবদলের পরিকল্পনা রয়েছে বলে খবর আসে সাগরদিঘী থানার পুলিশের কাছে। সেই গোপন খবরের ভিত্তিতে এলাকায় ব্যাপক নজরদারি শুরু করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাল নোট গুলো নিয়ে মোরগ্রাম এলাকায় আসতেই সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালাতেই তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়। যদিও বিপুল পরিমাণ জাল নোট কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কার কাছে সেগুলি হস্তান্তরের পরিকল্পনা ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জাল নোটের উৎস এবং এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত অন্যদের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

এর পিছনে কোনও বড় চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সাগরদিঘী থানার পুলিশ।

দামোদরের চরে পরিযায়ী পাখিদের ভিড়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

কার্তিকের হিমেল হাওয়া আর ভোরের হালকা কুয়াশায় শীতের আগমনী বার্তা। আর সেই শীতের আবহ শুরু হতেই পূর্ব বর্ধমানের দামোদর নদের চরাঞ্চলে আসতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখির দল। বর্ধমান সদর-২ ব্লকের আমিরপুর এলাকার দামোদরের চরে ইতিমধ্যেই দেখা মিলেছে বেশ কিছু রুডিসেল ডাকের। পাশাপাশি কয়েকটি স্মল প্যাটিনকোলেরও উপস্থিতি নজরে এসেছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশকর্মীরা। প্রতি বছর শীতের মরশুমে সুদূর সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এসে আশ্রয় নেয় দামোদরের বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে। আমিরপুর ছাড়াও ইদিলপুর, গৈতানপুর, চরমানা-সহ নদীর একাধিক এলাকা হয়ে ওঠে তাদের বিচরণক্ষেত্র। নদীর শান্ত জল, বালুচর এবং সহজে খাবার পাওয়ার সুযোগ এই অঞ্চলকে পরিযায়ী পাখিদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

পরিবেশকর্মীদের আশা, শীত যত বাড়বে, ততই দামোদরের চরাঞ্চলে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বাড়বে। রুডিসেল ডাকের পাশাপাশি পিনটেল, গ্যাডওয়াল, কটন টিল-সহ বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস ও জলচর পাখির দেখা মিলতে পারে। এ ছাড়াও বার্জাড, রুবিথ্রোট, ব্লুথ্রোট ও বান্টিং-সহ আরও কয়েক প্রজাতির পাখির আগমনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশকর্মী অর্ণব দাস।অর্ণব দাস জানান, আমিরপুর এলাকায় ইতিমধ্যেই রুডিসেল ডাকের দেখা মিলেছে। শীত আরও বাড়লে পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং দামোদরের চর ও সংলগ্ন এলাকায় আরও নানা প্রজাতির পাখির আগমন ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে পরিযায়ী পাখিদের এই আগমনকে ঘিরে যেমন প্রকৃতিপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়ছে, তেমনই তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাখিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যাতে কোনওভাবে ব্যাহত না হয়, সে জন্য সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশকর্মীরা। একই সঙ্গে পাখি ধরা, শিকার করা কিংবা তাদের বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানানো হয়েছে।

প্রতি বছর শীতের মরশুমে বনদপ্তর ও পরিবেশকর্মীরা পরিযায়ী পাখিদের সুরক্ষায় নজরদারি চালান।

কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব মেদিনীপুর

দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতির এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশন জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় আন্দোলনের তীব্রতা বাড়াতে প্রস্তুতি শুরু করল। বুধবার বিকালে পূর্ব মেদিনীপুর ২ জেলা কংগ্রেস একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেন। এই বৈঠকে পূর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের অবজারভার যোগেশ দীক্ষিত জানালেন রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে মুখ্য নির্বাচন কমিশন জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে ১ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে জমায়েত ও বিক্ষোভ সংঘটিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও কর্মী সমর্থক অংশগ্রহণ করবে। তিনি আরো বলেন সংগঠনকে মজবুত করার জন্য বুথ স্তর থেকে অঞ্চল, ব্লক এবং জেলা স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে নতুনভাবে তৈরি করার ভাবনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যেসব স্তর দুর্বল রয়েছে এগুলিকে নতুনভাবে তৈরি করা হবে। সর্বোপরি সর্বভারতীয় আন্দোলনকে ক্ষুদ্র শক্তিশালী করার ডাক দেন।

মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রামের ভরসা এখন নৌকো

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’-এর জেরে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর কংসাবতী জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরই বিপত্তি। হঠাৎ জলের তোড়ে ভেঙে ভেসে গেল ঝাড়গ্রামের আমদই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ একটি কাঠের সাঁকো। ফলে কংসাবতী নদী পেরিয়ে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে নৌকো। সেচ দপ্তর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কতা হিসেবে রবিবার থেকে ধাপে ধাপে কংসাবতী নদীতে জল ছাড়া হয়েছিল, যা মঙ্গলবার সকালে বন্ধ করা হয়। এই সাঁকোটি ছিল ঝাড়গ্রামের আমদই এবং মেদিনীপুরের কনকাবতীর মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। এর মাধ্যমে চুবকা, সর্ডিহা ও মানিকপাড়া পঞ্চায়েতের মানুষ খুব সহজেই আট কিলোমিটার দূরের মেদিনীপুর শহরে যাতায়াত করতে পারতেন। সাঁকোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের অভিযোগ, জল ছাড়ার বিষয়ে আগাম কোনো বার্তা না থাকায় এই বড় ক্ষতি এড়ানো যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, এলাকায় স্থায়ী পাকা সেতু তৈরির প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই ফের সমীক্ষা চালানো হবে।

আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে মিলল সুরাহা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেলিয়াবেড়া

বিকল্প জল সরবরাহের খরচ সামলাতে না পেরে চাষের সুবিধার্থে সরকারি সাহায্যে জমিতে মিনি পাম্প বসিয়েছিলেন ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর দুই নম্বর ব্লকের কুলিয়ানা গ্রামের কৃষক শ্রীকান্ত মহাপাত্র। কিন্তু পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরে আবেদন জানিয়েও কেটে যায় দীর্ঘ নয়টি বছর। বিভিন্ন দপ্তরে বারবার দরবার করেও কোনো সমাধান না পেয়ে অবশেষে আইনি সহায়তার আশায় স্থানীয় ‘অধিকার মিত্র’ রীতা দাস দত্তর সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। তাঁর পরামর্শে গত বছর ডিসেম্বর মাসে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক রিহা ত্রিবেদীর কাছে লিখিত আবেদন জানান ওই কৃষক। শ্রীকান্তবাবুর সেই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই শুরু হয় প্রাক-মামলা মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া। শুনানিতে গোপীবল্লভপুর বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজারকে তলব করেন বিচারক। দীর্ঘ শুনানির পর বিদ্যুৎ দপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় মোট সাতটি বিদ্যুতের খুঁটি পুঁতে গতকাল মঙ্গলবার সরাসরি চাষের জমিতে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেয় বিদ্যুৎ বণ্টন কর্তৃপক্ষ। আজ বুধবার উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে মামলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটে। দীর্ঘদিনের হয়রানির পর বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীকান্তবাবু জানান, তনয় বছরের পুঞ্জীভূত সমস্যার সমাধান মাত্র দশ মাসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেয়ে গেলাম; এর ফলে এলাকার প্রায় পঞ্চাশ একর জমির চাষিরা দারুণভাবে উপকৃত হবেন। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাসপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের রাজনগরে মেদিনীপুর - দাসপুর রাজ্য সড়কের পাশে নয়নজুলি থেকে বুধবার এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় মানুষ। যার ফলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা পুলিশে খবর দেন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় নেশার ঠেক চলত। যার ফলে নেশা যত জিনিস খেয়ে সম্ভবত ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় । তাঁর নাম স্বরূপ দলুই (২৭)। বাড়ি ঘাটালের হরিশপুর এলাকায়। তবে ঠিক কি কারনে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য দাসপুর থানার পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করেছে।

CITIZEN HOSPITAL
A Superspeciality Hospital

MY HEALTH GUARDIAN

24hr EVERYDAY 74777 83932

For Information : 7477783934
Market St, Bidhannagar, Durgapur 713212
(Beside Bidhannagar Police Station)

ডাক্তার উধাও, বেলপাহাড়িতে বন্ধ সিজার ও শিশুর চিকিৎসা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেলপাহাড়ি

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তীব্র সংকটের জেরে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে বন্ধ হয়ে গেল প্রসূতিদের অস্ত্রোপচার (সিজার) এবং শিশুরোগের বহির্বিভাগ। ফলে প্রত্যন্ত জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের চিকিৎসার প্রয়োজনে ফের দূরবর্তী ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে জেলাশাসক ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের উপস্থিতিতে রক্ত মজুত রাখার ইউনিট এবং সিজার পরিষেবা ধুমধাম করে উদ্বোধন করা হলেও চিকিৎসকদের বদলির কারণে তা স্থায়ী হয়নি।

জানা গিয়েছে, হাসপাতালে যোগ দেওয়া পাঁচজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হওয়ায় নিয়মমাফিক তাঁরা বদলি হয়ে যান। নতুন করে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ না হওয়ায় পরিষেবা পুরোপুরি থমকে গিয়েছে। বর্তমানে কেবল সাধারণ কিছু বহির্বিভাগ চালু থাকলেও দূরদূরান্ত থেকে আসা প্রসূতি ও শিশুদের চিকিৎসার অভাবে ফিরে যেতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে এবং চিকিৎসক পেলেই ফের বন্ধ হয়ে যাওয়া সমস্ত পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে।

মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রামের ভরসা এখন নৌকো

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর জেরে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর কংসাবতী জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরই বিপত্তি। হঠাৎ জলের তোড়ে ভেঙে ভেসে গেল ঝাড়গ্রামের আমদই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ একটি কাঠের সাঁকো। ফলে কংসাবতী নদী পেরিয়ে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে নৌকো। সেচ দপ্তর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কতা হিসেবে রবিবার থেকে ধাপে ধাপে কংসাবতী নদীতে জল ছাড়া হয়েছিল, যা মঙ্গলবার সকালে বন্ধ করা হয়। এই সাঁকোটি ছিল ঝাড়গ্রামের আমদই এবং মেদিনীপুরের কনকাবতীর মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। এর মাধ্যমে চুবকা, সর্ডিহা ও মানিকপাড়া পঞ্চায়েতের মানুষ খুব সহজেই আট কিলোমিটার দূরের মেদিনীপুর শহরে যাতায়াত করতে পারতেন।

সাঁকোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের অভিযোগ, জল ছাড়ার বিষয়ে আগাম কোনো বার্তা না থাকায় এই বড় ক্ষতি এড়ানো যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, এলাকায় স্থায়ী পাকা সেতু তৈরির প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই ফের সমীক্ষা চালানো হবে।

ওয়াটার কুলার উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

শহরের সাধারণ মানুষ এবং দূরদূরান্ত থেকে আসা নিত্যযাত্রীদের পানীয় জলের কষ্ট দূর করতে এক বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হলো ঝাড়গ্রামে। রশ্মি গ্রুপের সহযোগিতায় ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মোট ২০টি আধুনিক ওয়াটার কুলার বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় এসে পৌঁছানো পাঁচটি ওয়াটার কুলারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং শহরের ব্যস্ততম পাঁচমাথার মোড় সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে এই কুলারগুলি বসানো হচ্ছে। উদ্বোধন পর্বের পর কে কে আই সংলগ্ন কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রকল্পের বিশদ রূপরেখা তুলে ধরেন বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ। সাংবাদিক বৈঠকে বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ জানান, প্রতিদিন গ্রাম এবং দূরদূরান্ত থেকে বহু সাধারণ মানুষ নানা প্রয়োজনে ঝাড়গ্রাম শহরে আসেন। বিশেষ করে বাসস্ট্যান্ড বা ব্যস্ত রাস্তায় চলাচলের সময় অনেকেই তীব্র জলকষ্টে পড়েন এবং সবার পক্ষে দোকান থেকে বোতলবন্দি জল কিনে খাওয়া সম্ভব হয় না। সাধারণ পথচারী এবং মেহনতি মানুষের এই অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই তিনি নিজে রশ্মি গ্রুপের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বিধায়ক তাদের স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, সংস্থাটি যেহেতু এই অঞ্চলে ব্যবসা পরিচালনা করছে, তাই তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা অর্থাৎ সিএসআর তহবিল থেকে এই পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েই সংস্থাটি দ্রুত এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচটি কুলার উদ্বোধনের মাধ্যমে পরিষেবা চালুর কাজ শুরু হলেও শীঘ্রই বাকি ১৫টি কুলারও শহরের নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে স্থাপন করা হবে। এর পাশাপাশি মহিলাদের স্বাস্থ্যবিধির কথা বিবেচনা করে শহরে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসানোর বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলেও বিধায়ক জানান। একই সঙ্গে শহরের পরিবেশ সুরক্ষা এবং সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে দেড় কোটি ফুলের গাছ লাগানোর বৃহত্তর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কাঁকসায় আরও একটি বই মেলার আয়োজন, শুক্রবার হবে সূচনা

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য্য
কাঁকসা

আগামী নভেম্বর মাসে পানাগড় বাজারে মিত্র সংঘ ময়দানে হতে চলেছে পানাগড় বই মেলা ও সাহিত্য উৎসব।শুরু হয়েছে তার প্রস্তুতি।সেই বই মেলা এবার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করতে চলেছে।অন্যদিকে কাঁকসা ব্লকে সেই বই মেলার আগেই আরও একটি বই মেলা শুরু হতে চলেছে।

নাম দেওয়া হয়েছে দুর্গাপুর বই মেলা ও সাহিত্য উৎসব।আগামী ৩০শে অক্টোবর সেই বই মেলার সূচনা হবে।থাকছে বইয়ের পাতায় নতুনের সন্ধান, সাহিত্যের আঙিনায় মনীষীদের ভাবনা আর সংস্কৃতির মেলবন্ধন। এই ভাবনাকে সামনে রেখেই আয়োজিত হতে চলেছে বইমেলা ও সাহিত্য উৎসব। কাঁকসার আড়া শিবতলা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের উদ্যোগে রাঢ়েশ্বর শিব মন্দিরে আগামী ৩০শে অক্টোবর শুরু হবে এই বই মেলা।যা ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। মেলার অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে আলোচনা সভা, যেখানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা। পাশাপাশি রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের উপস্থিতিতে শোনা যাবে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বাণী। থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও। বইমেলা কমিটির আহ্বায়ক অশোক চট্টরাজ বলেন,ক্ষ্মএই বইমেলায় মোট ৪০টি বইয়ের স্টল থাকবে। কলকাতার নামী প্রকাশনা সংস্থাগুলি তাদের বইয়ের সম্ভার নিয়ে হাজির হবে মেলায়। সাহিত্যপ্রেমীদের পাশাপাশি বইপ্রেমী মানুষের কাছেও এই উৎসব আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবে।ক্ষ্ম বইমেলা উদ্বোধনের দিনের জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছেন এলাকার মানুষ।

যদিও কাঁকসার বুকে দু দুটি বই মেলার আয়োজন কেন হোচ্ছে সেই বিষয়ে কেউ কিছুই জানাতে চান নি।

লেলে মাছির আক্রমনে প্রাণ গেলো শবর যুবকের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পুরুলিয়া

বন্ধু দের সঙ্গে জঙ্গলে লে লে মাছির চাক থেকে ডিম সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন পাঁচ যুবক। আর সেই চাক ভাঙতে গিয়ে বিপত্তি। ঘটনা লেলে মাছির আক্রমনে প্রাণ গেল ২৫ বছরের যুবক সম্রাট শবরের। মাছির হামলায় তাঁর ভাই বিদ্যুৎ-সহ আরও চার জন জখম হয়েছেন। সোমবার রাতে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার পুকুরকাটা গ্রামের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে গ্রামের কয়েকজন যুবক লে লে মাছির চাক ভেঙে ডিম সংগ্রহ করতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। গাছে উঠে চাক ভাঙার সময় আচমকাই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি তাঁদের আক্রমণ করে। মাছির হুলে গুরুতর জখম হন সম্রাট, তাঁর ভাই বিদ্যুৎ-সহ আরও কয়েকজন। কোনওরকমে তাঁরা বাড়ি ফিরে আসেন। এরপর মঙ্গলবার ভোরে মৃত্যু হয় সম্রাটের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বান্দোয়ান থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, জখমদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বেপরোয়া গতির বলি!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নদীয়া

কাজের থেকে ঘরের টানে ফিরে আসার সময় ফেরা হলো না বাড়িতে। নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা বিল্লাল শেখ। বেপরোয়া গতির একটি চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় পিষে প্রাণ গেল এক তরতাজা যুবকের। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রম শেষে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন বিল্লাল শেখ। নাকাশিপাড়া থানা এলাকার কিনোপোতা গ্রামের এই যুবক যখন নিজের গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ই ঘটে বিপত্তি। পিছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ও বেপরোয়া চারচাকা গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে তাঁকে। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়েন বিল্লাল। ঘাতক গাড়িটি চালক সমেত তাঁকে পিষে দিয়ে দ্রুত গতিতে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে।হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায় নি। দুর্ঘটনার পরই বিকট শব্দে ও স্থানীয়দের চিৎপুরে ছুটে আসেন আশেপাশের মানুষজন। রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বিল্লাল শেখকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি স্থানীয় বেথুয়াডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকদের এই কথা শোনার পরই হাসপাতালে উপস্থিত পরিবারবর্গ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের কান্নায় ভেঙে পড়েন। শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে পুরো হাসপাতাল চত্বর।

এই দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয়দের সহায়তা ও তৎপরতায় ঘাতক গাড়িটিকে চিহ্নিত করা হয়। পুলিশ গাড়িটিকে আটক করার পাশাপাশি এর চালককেও পাকড়াও করেছে। ঠিক কী কারণে গাড়িটি এত বেপরোয়া গতিতে ছিল এবং চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মাদকবিরোধী সচেতনতা গড়তে পুলিশের উদ্যোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

পুলিশ কমেমোরেশন ডে (২১ অক্টোবর) এবং রাষ্ট্রীয় একতা দিবস (৩১ অক্টোবর) উপলক্ষে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার উদ্যোগে বুধবার মুন্সীরহাটের মেরী গোল্ড স্কুলে পালিত হল মাদকবিরোধী ও সুস্থ জীবনযাপন সচেতনতা দিবস। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল পড়ুয়াদের মধ্যে মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং সুস্থ, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও দায়িত্বশীল জীবনযাপনে উৎসাহিত করা। মাদক থেকে দূরে থাকা, সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সুস্থ ও নিরাপদ সমাজ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়।

পিএনবি শাখায় কাস্টমার মিট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

আসানসোলের জিটি রোডের মূর্গাশোলে রাষ্ট্রায়ত্ব পিএনবি বা পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের মূর্গাশোল শাখায় বুধবার ক্ষ্ম কাস্টমার মিট র আয়োজন করা হয়। এদিন বিকেলে ব্যাঙ্ক পরিসেবা শেষ হওয়ার পরে এই মিটের আয়োজন করা হয়েছিলো। ছিলেন শাখার চীফ ম্যানেজার নীতু সিং, সিনিয়র ম্যানেজার অনিল কুমার সহ অন্যান্যরা।

ব্যাঙ্কের তরফে চীফ ম্যানেজার ও সিনিয়র ম্যানেজার বলেন, এই শাখা থেকে কাস্টমাররা যে সার্ভিস বা পরিসেবা পান, তাতে তারা সন্তুষ্ট কিনা, তাদের কোন সমস্যা বা অসুবিধা হয় কিনা, এইসব কিছু জানতেই এই মিটের আয়োজন করা হয়েছিলো। তারা আরো বলেন, এই আসানসোলে পিএনবির শাখার মধ্যে মূর্গাশোল শাখা একমাত্র যেখানে ফরেন এক্সচেঞ্জের সুবিধা পাওয়া যায়। এই বিষয়টিও বিস্তারিত ভাবে এদিন কাস্টমারদের জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি এই মুহূর্তে কি ধরনের লোন বা অন্য সুবিধা ব্যাঙ্কের শাখায় রয়েছে, তা কাস্টমারদের অবহিত করা হয়েছে। একইসাথে, কাস্টমারদের কাছ থেকে পরামর্শও নেওয়া হয়েছে। যা, উর্ধতন আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হবে।

জয়নগর থানার বিজয়া সম্মেলন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাসপুর

দুর্গাপুজোর আনন্দ শেষে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা দিতে জয়নগর থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মেলন। বুধবার বিকেলে জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিক, পুলিশকর্মী, সমাজসেবী ও এলাকার বিশিষ্টজনেরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদার, জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও শুভদীপ দাস, সমাজসেবী অলোক হালদার, জয়নগর বিদ্যুৎ দফতরের স্টেশন মাস্টার সাইফুল্লা শেখ, দক্ষিণ বারাসত বিদ্যুৎ দফতরের স্টেশন মাস্টার, জয়নগর-মজিলপুর দমকল কেন্দ্রের আধিকারিক এবং ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশের একাধিক আধিকারিক ও কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার বার্তা দেওয়া হয়। প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলাই ছিল এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।

ট্রান্সফর্মারে ধাক্কা লেগে তুলো বোঝাই গাড়িতে আগুন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানিগঞ্জ

পশ্চিম বর্ধমান জেলার খনি শহর রানিগঞ্জের তারবাংলা এলাকার টিকিয়াপাড়ায় বুধবার ভোরে ট্রান্সফর্মারে ধাক্কা লেগে তুলো বোঝাই একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া থেকে তুলো বোঝাই করে গাড়িটি রানিগঞ্জের দিকে আসছিল। কালীপুজোর সময় প্রদীপ জ্বালানোর সলতে তৈরি-সহ বিভিন্ন কাজে এই তুলো ব্যবহার করার কথা ছিল। সেই সময় তারবাংলার টিকিয়াপাড়া এলাকায় গাড়িটি একটি ট্রান্সফর্মারে ধাক্কা মারে। এরপরই গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন দমকলকর্মীরা। তবে গাড়িতে প্রচুর পরিমাণে তুলো বোঝাই থাকায় আগুন তুলোর স্তরের ভিতর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। নিরাপত্তার স্বার্থে ওই এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দমকলকর্মীরা আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতার বার্তা

বার্নপুরে ইস্কো স্টিল প্ল্যান্টের উদ্যোগে ওয়াকাথন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বার্নপুর

সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের অধীন ইস্কো স্টিল প্ল্যান্টের উদ্যোগে পালিত হচ্ছে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৬। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সততা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহি বজায় রাখার বার্তা দিতে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি সম্পর্কে ইস্কো স্টিল প্ল্যান্টের ভিজিল্যান্স বিভাগের আধিকারিক সন্তোষ জানান, এটি তিন মাসব্যাপী একটি বিশেষ সচেতনতা অভিযান। গত ১৭ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান চলবে আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত। এরই অংশ হিসেবে ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত পালন করা হচ্ছে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ। তিনি জানান, ভারতের 'লৌহমানব' হিসেবে পরিচিত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন এই সময়ের মধ্যেই পড়ে। তাঁকে সততা ও সতর্কতার প্রতীক হিসেবে স্মরণ করে এই সপ্তাহে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। গত ২৬ অক্টোবর সত্যনিষ্ঠার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ইস্কো স্টিল প্ল্যান্টে এই সপ্তাহের কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর বুধবার এথিক্স ক্লাব এবং ভিজিল্যান্স বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বার্নপুর বয়েজ হাই স্কুল ও বার্নপুর গার্লস হাই স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য ওয়াকাথনের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ভিজিল্যান্স বিভাগের আধিকারিক সন্তোষ বলেন, অদুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে প্রত্যেক নাগরিককে নিজের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সততা, দায়িত্ববোধ এবং জবাবদিহি বজায় রাখতে হবে। এই সচেতনতা কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে সেই মূল্যবোধ গড়ে তোলা।দ তিনি আরও জানান, বার্নপুরে ইস্কো স্টিল প্ল্যান্টের আশপাশে বহু মানুষের বসবাস। তাঁদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ওয়াকাথনের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনে একটি স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

কুয়োয় পড়ে যাওয়া শিয়াল উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রূপনারায়ণপুর

কুয়োয় পড়ে যাওয়া একটি শিয়ালকে উদ্ধার করল বন দপ্তর। বুধবার সকালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার রূপনারায়ণপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বন দপ্তরের তৎপরতা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় শিয়ালটিকে নিরাপদে কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে তার স্বাভাবিক বাসস্থান জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রূপনারায়ণপুরের দুর্গা মন্দিরের কাছে চ্যাটার্জি পরিবারের বাড়ির একটি কুয়োয় মঙ্গলবার গভীর রাতে কোনও কারণে শিয়ালটি পড়ে যায়। বুধবার সকালে পরিবারের সদস্যদের নজরে আসে বিষয়টি। এরপর দেরি না করে তাঁরা রূপনারায়ণপুর বন দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়েই দ্রুত পদক্ষেপ করেন বন দপ্তরের আধিকারিক তমালিকা চন্দ্র। তাঁর উদ্যোগে একটি বিশেষ উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বনকর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর শিয়ালটিকে নিরাপদে কুয়ো থেকে বাইরে বের করে আনা সম্ভব হয়। উদ্ধারের পর শিয়ালটিকে তার স্বাভাবিক বাসস্থান জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় চ্যাটার্জি পরিবার-সহ এলাকার বাসিন্দারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। বন দপ্তরের দ্রুত পদক্ষেপ, আধিকারিক তমালিকা চন্দ্রের উদ্যোগ এবং বনকর্মীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করল, বন্যপ্রাণী বিপদে পড়লে সময়মতো বন দপ্তরকে খবর দেওয়া এবং স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বিশুদ্ধ বাতাস সবুজ পরিবেশে
আপনার স্বপ্নের বাড়ির ঠিকানা ...

Tapoban Housing Development Pvt.Ltd.

TAPOBAN HOUSING
PARK VIEW TOWER
Bamunara–Muchipara

Save from Pollution

- G+17
- জিম
- সুইমিং পুল
- প্রাইভেট গার্ডেন
- তিন দিক খোলা ফ্ল্যাট
- প্রতিটি ফ্ল্যাটে তিনটি বাথ্‌রুম
- ইন হাউস ডিজি পাওয়ার ব্যাকআপ

Offer On Early Bookings
3BHK / 4BHK

☎ 9800364633
www.tapobanhousing.com

অর্ণব-এর প্রভাবে উত্তাল দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূল

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’-এর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়ার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। বুধবার ভোর থেকেই অন্ধ্রপ্রদেশে আঘাত হেনেছে এই ঘূর্ণিঝড়। এর প্রভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আবহাওয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর থেকেই জেলার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পর বুধবার সকাল থেকে কালো মেঘে সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে আকাশ। সুন্দরবন ও উপকূলবর্তী এলাকায় শুরু হয়েছে দফায় দফায় বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে বুধবার ও বৃহস্পতিবার জেলাজুড়ে ভারী বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বুধবার দুপুরের পর থেকে নদী ও সমুদ্র চরম আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে গঙ্গাসাগর, বকখালি এবং মৌসুমী দ্বীপের সংলগ্ন সমুদ্র সৈকতগুলিতে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পর্যটক ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বকখালি, গঙ্গাসাগর ও মৌসুমীতে সমুদ্রস্নান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা বকখালি ও গঙ্গাসাগর সমুদ্র সৈকতে লাগাতার মাইকিং করে মানুষকে সতর্ক করছেন। আবহাওয়ার অবনতি হলে সুন্দরবনের বিভিন্ন রুটের ফেরি পরিষেবাও যেকোনো মুহূর্তে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হতে পারে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন উপকূলবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষ। গঙ্গাসাগর সমুদ্র তীরের আতঙ্কিত বাসিন্দা রাজকুমার জানা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ক্ষ্মযেভাবে আকাশ কালো করে মেঘে ঢেকেছে এবং সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে, তাতে আমাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে যেভাবে হাওয়া দিচ্ছে এবং বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাতে আমাদের ঘরবাড়ি ও চাষের জমি নিয়ে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। প্রশাসন থেকে সতর্ক করা হলেও আমরা আমাদের ভিটেমাটি ও সম্বল নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছি।ক্ষ্ম সার্বিক এই দুর্যোগ পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য তৎপর রয়েছে জেলা ও মহাকুমা প্রশাসন। মঙ্গলবারই জেলাশাসকের পৌরোহিত্যে বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠক থেকেই জেলার সমস্ত ব্লক প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সুন্দরবন ও উপকূলবর্তী এলাকাগুলির ওপর বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে এনডিআরএফ-এর একটি কোম্পানি বাহিনীকে কাকদ্বীপে মোতায়েন রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে কাকদ্বীপ মহাকুমার শাসক শুভঙ্কর ভট্টাচার্য জানান, ক্ষ্মঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাব মোকাবিলায় আমাদের প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকার প্রতিটি ব্লক স্তরে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। জেলা, মহাকুমা ও ব্লক স্তরে ইতিমধ্যেই কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে, যা ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থাকবে। উপকূল এলাকায় সমস্ত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং বাসিন্দাদের প্রয়োজনে দ্রুত নিরাপদে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।ক্ষ্ম

প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির ওপর কড়া নজরদারি বজায় রাখা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

একই রাতে চার-টি দোকানে হানা দুষ্কৃতীদের!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

তালা ভেঙে আবার কোথাও সাটার ভেঙে চুরি মেমারিতে! রাতের অন্ধকারে কীভাবে একের পর এক দোকানে ঢুকে টাকা লুট করল দুষ্কৃতীরা? শহরের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্ন! পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে একই রাতে পরপর চারটি দোকানে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মেমারি স্টেশন বাজার সংলগ্ন নিমতলা মার্কেট এলাকায় দুটি মদের দোকান, একটি ফলের দোকান এবং একটি মুদিখানার দোকানে চুরির অভিযোগ উঠেছে।ব্যবসায়ীদের দাবি, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক দু-টো থেকে আড়াইটের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে বলে অনুমান। কোথাও তালা ভেঙে, আবার কোথাও শাটার ভেঙে দোকানের ভিতরে ঢোকার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে কয়েকজনকে ঢুকে টাকা লুট করতে দেখা গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অভিযোগ, চুরির সময় কোথাও সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও ক্যামেরার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি মদের দোকানের মালিক ও ম্যানেজারের দাবি, একটি দোকান থেকে প্রায় ১ লক্ষ টাকা এবং অন্য একটি দোকান থেকে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা চুরি হয়েছে। ফলের দোকান থেকে নগদ টাকা না পেলেও কিসমিস ও খেজুরের কৌটো নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠেছে।অন্যদিকে, মুদিখানার ব্যবসায়ীর দাবি, তাঁর দোকান থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। সব মিলিয়ে ব্যবসায়ীদের দাবি অনুযায়ী, চারটি দোকান থেকে নগদ প্রায় ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। তবে এই অঙ্কের টাকার আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ জানা যায়নি। ঘটনার পর নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের প্রশ্ন, একই রাতে পরপর চারটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটল কীভাবে? দুষ্কৃতীরা কি আগে থেকেই এলাকাটি নজরে রেখে ছিল?

রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি যথেষ্ট ছিল? বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মেমারি থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। তাঁরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করা সম্ভব হয় কি না, এখন সেদিকেই নজর। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন;এক রাতেই চারটি দোকানে চুরির ঘটনায় জড়িত কারা? কীভাবে ঘটাল এই কাণ্ড? কবে ধরা পড়বে অভিযুক্তরা? এখন তদন্তের অগ্রগতি এবং পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে মেমারির ব্যবসায়ী মহল।

প্রধান পূজারীর প্রয়াণ, ৪ নভেম্বর বন্ধ থাকবে চিল্কিগড় কনক দুর্গা মন্দির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

চিল্কিগড় কনক দুর্গা মন্দিরের প্রধান পূজারী আতঙ্কভঞ্জন সড়ঙ্গীর প্রয়াণে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

তাঁর প্রয়াণের কারণে আগামী ৪ নভেম্বর, বুধবার সর্বসাধারণের জন্য মন্দিরে যাবতীয় পুজো ও দর্শনার্থীদের প্রবেশ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিল্কিগড় রাজ পরিবার ও মন্দির পরিচালনা কমিটি। তবে ওই দিন মন্দিরের প্রবেশদ্বার ভক্তদের জন্য বন্ধ থাকলেও সাধারণ পর্যটকদের জন্য গোটা চিল্কিগড় পর্যটন ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ খোলা থাকবে বলে জানিয়েছেন রাজ পরিবারের সদস্য তেজেশচন্দ্র দেও ধবলদেব।

ধানের বকেয়া টাকা মেটানোর দাবিতে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য্য
আউশগ্রাম

দীর্ঘদিনের বকেয়া টাকা মেটানোর দাবিতে এবার বিক্ষোভে শামিল হলেন একদল ধান ব্যবসায়ী। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের অমরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভেলাডাঙ্গা এলাকায়। বিক্ষোভকারী ধান ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দীর্ঘ প্রায় এক বছর আগে ধান মিলে ধান সরবরাহ করলেও আজ পর্যন্ত তাঁদের প্রাপ্য টাকা মেটানো হয়নি। মাসের পর মাস কেটে গেলেও বকেয়া টাকা না পাওয়ায় চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের। বারবার কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় অবশেষে বিক্ষোভের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে দাবি ব্যবসায়ীদের।

অন্যদিকে, শুধু ধান ব্যবসায়ীরাই নন, কোম্পানিতে কর্মরত শ্রমিকদের একাংশও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের দাবি, কর্মক্ষেত্রে উন্নতমানের পরিষেবার অভাব রয়েছে। সময় মতো বেতন পেলেও বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর সময়ও তাঁদের কোনও বোনাস

দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি অন্যান্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শ্রমিকরা। এদিকে বিক্ষোভের খবর পেয়ে মিলের ম্যানেজার সুজিতবাবুর সঙ্গে কথা বলা হলে তিনি জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ব্যবসায়ীদের বকেয়া টাকা যত দ্রুত সম্ভব মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি। তবে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এই ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও তিন থেকে চারবার একই দাবিতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ হয়েছে। কিন্তু বারবার আশ্বাস মিললেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলেই তাঁদের দাবি।সব মিলিয়ে

বকেয়া টাকা পরিশোধের দাবিতে মিলের সামনে ধান ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ ঘিরে তৈরি হয়েছে অসন্তোষ। এখন দেখার, কর্তৃপক্ষের দেওয়া আশ্বাস অনুযায়ী কবে নিজেদের প্রাপ্য টাকা হাতে পান ধান ব্যবসায়ীরা এবং শ্রমিকদের অভিযোগেরই বা কী সমাধান হয়।

জঙ্গলমহলের শালপাতার থালা যাবে মুম্বইয়ের বাজারে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

জঙ্গলমহলের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্পের প্রসার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় মানুষের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হল ঝাড়গ্রামে। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউয়ের কার্যালয়ে শিল্পপতি তথা গঙ্গা মিশনের জাতীয় সম্পাদক প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কার সঙ্গে বৈঠকে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, শালপাতার থালা উৎপাদন, স্কুলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং ঝাড়গ্রাম শহরে শপিং মল গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃষিজ উৎপাদনকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির বিষয়টিও বৈঠকে গুরুত্ব পায়।ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় অব্যবহৃত সরকারি জমিকে কাজে লাগিয়ে কৃষিভিত্তিক শিল্প, বহুমুখী কৃষি খামার এবং বস্ত্র উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। রামগড়, লালগড়-সহ বিভিন্ন এলাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির বিষয়টিও উঠে আসে। পাশাপাশি, ঝাড়গ্রাম জেলার সাপধরা অঞ্চলে প্রচুর বাঁশের জঙ্গল থাকায় সেই বাঁশকে কাজে লাগিয়ে ইথানল উৎপাদন কেন্দ্র এবং বস্ত্রশিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে স্থানীয় মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে শালপাতার থালা তৈরির উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিধানসভা এলাকার ১০টি অঞ্চলে শালপাতার থালা তৈরির জন্য ১০টি মেশিন দেওয়ার কথা জানিয়েছেন শিল্পপতি প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী, স্থানীয় মহিলাদের তৈরি শালপাতার থালা কিনে মুম্বইয়ের বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে গ্রামের মহিলাদের উপার্জনের নতুন সুযোগ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটতে পারে। একইসঙ্গে শালপাতার তৈরি সামগ্রী বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগও তৈরি হবে।

শিল্প ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার বিষয়টিও বৈঠকে উঠে আসে। ঝাড়গ্রাম বিধানসভা এলাকার ৪০টি স্কুলে জল পরিশোধক যন্ত্র দেওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির পড়ুয়ারা বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়ার ক্ষেত্রে উপকৃত হবে। শিল্পপতির তরফে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, মহিলাদের স্বনির্ভরতা এবং পড়ুয়াদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার মতো জনকল্যাণমূলক উদ্যোগকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, ঝাড়গ্রাম শহরে একটি আধুনিক শপিং মল গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়। এই ধরনের বাণিজ্যিক পরিকাঠামো গড়ে উঠলে শহরের কেনাকাটার পরিসর বাড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, জমি ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর মতো বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হবে। ঝাড়গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকদের উৎপাদিত ফসল এবং শাকসবজির বাজারজাতকরণ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। কৃষিপণ্য খড়্গপুরের বাজারে বিক্রির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার বিষয়টি উঠে আসে। কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠলে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের চাহিদা বাড়তে পারে। পাশাপাশি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষের আর্থিক উন্নয়ন এবং স্থানীয় যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির সম্ভাবনাও রয়েছে। ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউয়ের মতে, ঝাড়গ্রামের বহু মানুষ কৃষিকাজ ও এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প স্থাপন করা গেলে কৃষক, মহিলা এবং যুবসমাজ উপকৃত হতে পারেন। সব মিলিয়ে, শালপাতার থালা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, বাঁশভিত্তিক শিল্প, কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, স্কুলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং ঝাড়গ্রাম শহরে শপিং মল গড়ে তোলার সম্ভাবনা ঘিরে বৈঠকে একাধিক পরিকল্পনা উঠে এসেছে। এখন এই উদ্যোগগুলির কতটা বাস্তবায়ন হয়, সেদিকেই নজর থাকবে।

আসানসোল গ্রাম সব পেয়েছির আসর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

স্বপনবুড়োর ১২৫ তম জন্ম দিবস বর্ষে
আসানসোল গ্রাম সব পেয়েছির আসর
ASANSOL GRAM SABPAYECHIR ASAR
W.B. Society Act. Reg. No. - S0908005
সর্ব ভারতীয় শিশু কিশোর সংগঠন
স্থান: আসর ময়দান
Mob. - 7908347573

শিশু-কিশোরদের প্রিয় সাহিত্যিক স্বপনবুড়ো তথা অখিল নিয়োগীর ১২৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে সারা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি আসানসোল অঞ্চলেও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সব পেয়েছির আসরের উদ্যোগে এই জন্মদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আসানসোল গ্রাম সব পেয়েছির আসরের পক্ষ থেকেও দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

অখিল নিয়োগী বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে এক স্মরণীয় নাম। স্বপনবুড়ো ছদ্মনামে তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য বহু জনপ্রিয় রচনা উপহার দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিশুদের কল্পনাশক্তি, আনন্দ ও সৃজনশীলতাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর জন্মদিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে এই সাহিত্যিকের অবদান তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

আসানসোল গ্রাম সব পেয়েছির আসরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি শচীন রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সংঘমিত্র দেবব্রত রায় ও স্বপন মণ্ডল, গোপাল মিত্র, অনিমেষ ঘোষ এবং যুগ্ম অঞ্চল সংগঠক মাধব রায়। অনুষ্ঠানে স্বপনবুড়োর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁর সাহিত্যচর্চা এবং শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশে তাঁর অবদানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। সব পেয়েছির আসরের মতো সংগঠনের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সাহিত্য, সংস্কৃতি, মানবিক মূল্যবোধ ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটানোর বার্তাও উঠে আসে। সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এই জন্মদিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে স্বপনবুড়োর সাহিত্যিক অবদানকে স্মরণ করা হচ্ছে। আসানসোল গ্রাম সব পেয়েছির আসরের এই উদ্যোগও সেই স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদনেরই একটি অংশ।

মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ও এসআইআরের বিরুদ্ধে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগকে সামনে রেখে বিক্ষোভে শামিল হল ফরওয়ার্ড ব্লক। এই কর্মসূচি থেকে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দলের নেতারা। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, বেকারদের কর্মসংস্থান এবং ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া যোগ্য ভোটারদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও জানানো হয়। বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন নেতা ভবানী আচার্য-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

বিক্ষোভ চলাকালীন ফরওয়ার্ড ব্লকের এক নেতা বলেন, পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে প্রতিদিন মূল্যবৃদ্ধি বাড়ছে। পাশাপাশি বেকারত্বের সমস্যাও ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠছে। নির্বাচনের সময় কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সাধারণ মানুষের সমস্যার যথাযথ সমাধান হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম কমানো এবং বেকারত্ব দূর করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তাঁরা।রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধেও দুর্নীতি ও দাদাগিরির অভিযোগ তোলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের ওই নেতা। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে আগে দুর্নীতি ও দাদাগিরির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে সরানো হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজেপির শাসনেও একই ধরনের অভিযোগ সামনে আসছে বলে তিনি দাবি করেন। এছাড়াও তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের বহু নেতা-কর্মী বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বিজেপির মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ তৃণমূল থেকে এসেছেন বলেও দাবি করেন তিনি। তবে এটি তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য, স্বাধীনভাবে যাচাই করা কোনও পরিসংখ্যান নয়। অন্যদিকে, এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়েও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম বাদ পড়ায় যোগ্য ভোটাররা তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। যাঁদের নাম অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের নাম অবিলম্বে পুনরায় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রভাব আগামী দিনে কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল-সহ বিভিন্ন পুরসভার নির্বাচনেও পড়তে পারে। এই সমস্ত দাবিকে সামনে রেখেই রাজ্যজুড়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক।

উদ্ধার চন্দ্রবোড়া

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

আমতার গাজীপুরের খন্দানিজলা গ্রামে মাছ ধরার অটোলের মধ্যে আটকে পড়া একটি পূর্ণবয়স্ক বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ উদ্ধার করল জেলা বন বিভাগ ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ‘ডট ফাউন্ডেশন’। স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্কতা এবং দ্রুত পদক্ষেপে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয় সাপটিকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আমতা-২ ব্লকের গাজীপুর এলাকার একটি বাড়ি সংলগ্ন মাছ ধরার অটোলের মধ্যে সাপটিকে দেখতে পান বাসিন্দারা। আতঙ্কিত হয়ে সাপটিকে আঘাত না করে তাঁরা পরিবেশকর্মী পিন্টু মান্নাকে খবর দেন। তাঁর মাধ্যমে বিষয়টি ‘ডট ফাউন্ডেশনে’র সভাপতি দীপঙ্কর পোড়েলের কাছে পৌঁছায়। এরপর দীপঙ্কর পোড়েল জেলা বন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। বন বিভাগের উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দা হাবু মান্নার সহযোগিতায় দক্ষতার সঙ্গে সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া চন্দ্রবোড়াটিকে নিরাপদ প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে। সাপটিকে না মেরে বন বিভাগের হাতে তুলে দেওয়ার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতনতার প্রশংসা করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

নিখোঁজ বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

নিখোঁজ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মর্মান্তিক পরিণতি। নদীয়ার কালীনারায়ণপুরে চূর্ণী নদীর ধার থেকে উদ্ধার হলো শান্তিপুরের এক সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধের নিথর দেহ। নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই পরিবারের পক্ষ থেকে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গিয়েছিল, কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। নদীর ধার থেকে ওই বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকায় যেমন গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে, তেমনই এই মৃত্যুর নেপথ্য কারণ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম কানাই দত্ত বয়স আনুমানিক ৭০ বছরের বেশি। তাঁর বাড়ি শান্তিপুরের সূত্রাগড় বেচুমিয়া রোড সংলগ্ন এলাকায়। মৃতের ছেলে কৌশিক দত্ত সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁর বাবা দীর্ঘদিন ধরেই গুরুতর শ্বাসকষ্ট বা অ্যাজমার সমস্যায় ভুগছিলেন। এই অসুস্থতার কারণে তাঁকে নিয়মিত নেবুলাইজার নিতে হতো এবং শারীরিক এই কষ্ট তাঁকে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও তিনি স্বাভাবিকভাবে খাবার খেয়ে বাড়ির পাশের একটি সেলুনের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কিন্তু এরপর থেকেই হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। পরিবারের সদস্যরা জানান, দুপুরের পর থেকে বৃদ্ধের কোনো খোঁজ না মেলায় চারদিকে হইচই পড়ে যায়। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের বাড়ি তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। এমনকি এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখা হয়। সেই ফুটেজেই দেখা যায়, দুপুর সোয়া বারোটা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি টোটোয় গিয়ে ওঠেন। পরিবারের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি সেই টোটোর খোঁজ চালানো হলেও তার কোনো হদিশ মেলেনি। উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত শান্তিপুর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।পরিবারের তরফ থেকে যখন সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ চালানো হচ্ছিল, ঠিক তখনই মঙ্গলবার রাতে নদীয়ার কালীনারায়ণপুর এলাকা থেকে একটি চাঞ্চল্যকর খবর আসে। স্থানীয় যুবকরা দেখতে পান, চূর্ণী নদীর পাড়ে অচৈতন্য অবস্থায় এক বৃদ্ধ পড়ে রয়েছেন। তাঁরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর পরিচয় জানা না যাওয়ায় পুলিশ অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবেই মৃতদেহটি মর্গে রেখে দেয়। এরপর বুধবার সকালে শান্তিপুরের নিখোঁজ বৃদ্ধের পরিবার কালীনারায়ণপুরে গিয়ে মৃতদেহটি শনাক্ত করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, কানাইবাবুর গায়ে কোনো আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না বা এটি দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা, তা নিশ্চিত করতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পরিবার সূত্রে দাবি করা হয়েছে, তাঁদের কাকার বা বাবার সঙ্গে কারোর কোনো শত্রুতা বা বিবাদ ছিল না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চলা তীব্র শারীরিক অসুস্থতার জেরে সৃষ্ট মানসিক অবসাদ থেকেই কি তিনি বাড়ি থেকে সুদূর কালীনারায়ণপুরে চলে গিয়েছিলেন এবং চূর্ণী নদীর পাড়ে চরম কোনো পদক্ষেপ নিলেন, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনো রহস্য রয়েছে? সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শান্তিপুরে শুরু ‘জনতার দরবার’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, অভাব-অভিযোগ ও নানাবিধ জটিল সমস্যা দূর করতে এবার সরাসরি ময়দানে ব্লক প্রশাসন। সরকারি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা কাটাতে ও সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তাদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকে শুরু হলো এক বিশেষ উদ্যোগ;‘জনতার দরবার’। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্পষ্ট নির্দেশিকা মেনে ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তার দপ্তরে এই জনমুখী পরিষেবা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে আমজনতার দীর্ঘদিনের নানা জটিলতা ও হয়রানি অনেকটাই লাঘব হবে বলে মনে করছে সচেতন মহল।সপ্তাহে দু’দিন মুখোমুখি বিডিও ও আধিকারিকেরা

শান্তিপুর ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এখন থেকে প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার ব্লকের শীর্ষ আধিকারিকেরা সরাসরি সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হবেন। পঞ্চায়েত স্তরে সমাধান না হওয়া বা ব্লক প্রশাসনের আওতাভুক্ত যেকোনো নাগরিক সমস্যা এই নির্দিষ্ট দিনগুলোতে সরাসরি আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরা যাবে।ঘটনা প্রসঙ্গে শান্তিপুরের বিডিও সব্যসাচী রায় জানান, রাজ্য সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের ঘরের কাছের এই প্রশাসনিক পরিষেবা চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, অমূলত ব্লক স্তরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের নানা অভাব-অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং তা সমাধানের দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন।দ কীভাবে কাজ করবে এই ‘জনতার দরবার’? যেসব সমস্যার সমাধান তৎক্ষণাৎ বা স্থানীয় স্তরে নেওয়া সম্ভব, সেগুলির ক্ষেত্রে দ্রুত নিস্পত্তি করা হবে। কোনো সমস্যা বা অভিযোগ যদি নীতিগত বা রাজ্যস্তরের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ হয়, তবে তা কালবিলম্ব না করে প্রয়োজনীয় নথি সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ফরোয়ার্ড করা হবে।

আবেদনের ভিত্তিতে যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আমজনতা প্রতিকার পান, তা নিশ্চিত করবে ব্লক প্রশাসন। বিডিও আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই দরবারের জন্য আলাদা করে কোনো বিশেষ কক্ষ বরাদ্দ করার প্রয়োজন হয়নি। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা তাঁদের নিজ নিজ দপ্তর বা আসনেই উপস্থিত থাকবেন। শান্তিপুর ব্লকের আওতাধীন যেকোনো গ্রাম পঞ্চায়েত বা এলাকার বাসিন্দারা নির্ধারিত দিনগুলোতে অফিসের স্বাভাবিক কাজের সময়ে সরাসরি ব্লকে এসে এই সুবিধার সুযোগ নিতে পারবেন।

গঙ্গাসাগরে ছুটবে ট্রেন ?

রেলমন্ত্রীর কাছে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
সাগর

আর জলপথে দীর্ঘ অপেক্ষা নয়, এবার সরাসরি ট্রেনে চড়েই পৌঁছে যাওয়া যাবে গঙ্গাসাগরে! সুদূর সাঁতরাগাছির এক অনুষ্ঠান থেকে ওঠে এল এমনই এক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সম্ভাবনার খবর। মঙ্গলবার সাঁতরাগাছিতে রেলের এক বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে দেশের কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সরাসরি রেললাইন সম্প্রসারণ ও ট্রেন চলাচলের জোরালো আবেদন জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে সাগরের উন্নয়ন ও যাত্রী ভোগান্তি নিরসনে এক নতুন আশার আলো দেখছেন সাধারণ মানুষ।

প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির সময় গঙ্গাসাগর মেলায় দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। তবে এই যাতায়াতের পথ একেবারেই সুগম নয়। শিয়ালদহ থেকে ট্রেন ধরে কাকদ্বীপ বা নামখানা পৌঁছানোর পর পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের মূল ভোগান্তি শুরু হয় মুড়িগঙ্গা নদী পারাপারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লঞ্চ ও ভেসেলে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। শুধুমাত্র মেলার সময় নয়, সাগরদ্বীপের স্থায়ী বাসিন্দাদেরও মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র ভরসা এই জলপথ। ফলে জরুরি চিকিৎসাসেবা থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য; সবক্ষেত্রেই দ্বীপবাসীকে চরম প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাঁতরাগাছির মঞ্চ থেকে স্পষ্ট দাবি জানান, গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সরাসরি রেল পরিষেবা চালু হলে পুণ্যার্থীদের ভোগান্তি যেমন কমবে, তেমনই অঞ্চলের অর্থনীতিও এক লাফে অনেকটাই বদলে যাবে। এই বার্তা সাগরদ্বীপে পৌঁছানোমাত্রই বুধবার সকাল থেকে পুরো দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আমেজ। স্থানীয় বাসিন্দারা মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে আন্তরিক সাধুবাদ জানিয়েছেন। দ্বীপের বিভিন্ন মোড়ে এবং গ্রামে বাসিন্দারা একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ উদযাপন করেন। বহু জায়গায় মহিলাদেরও উল্লাসে মেতে উঠে একে অপরের মুখ মিষ্টি করাতে দেখা যায়। রেললাইনের এই দাবিতে আশার আলো দেখছেন দ্বীপের সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা মৌমিতা ধাউরি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ক্ষ্মবহু বছর ধরে আমরা মুড়িগঙ্গা নদী পারাপারের ভোগান্তি সহ্য করছি। বর্ষাকালে বা জরুরি প্রয়োজনে মূল ভূখণ্ডে যাওয়া আমাদের কাছে লড়াইয়ের মতো। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রেলমন্ত্রীর কাছে যে দাবি জানিয়েছেন, তা যদি সত্যিই বাস্তবায়িত হয়, তবে আমাদের দীর্ঘদিনের দুঃখ ঘুচবে। যদি সত্যিই সাগরে ট্রেন আসে, তবে তা আমাদের জীবনের গতি বদলে দেবে এবং সাগরের উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।একই সুর শোনা গেল স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের কণ্ঠেও। বিজেপি সাগর মন্ডল তিনের সভাপতি রাজেশ জানা এই পদক্ষেপকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে জানান, ক্ষ্মআমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সর্বদাই সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও সাগরদ্বীপের মানুষের মূল সমস্যার কথা ভাবেন। মুড়িগঙ্গা পেরিয়ে সাগরে আসার কষ্ট তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন। তাই সাঁতরাগাছির মঞ্চ থেকে সরাসরি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছে গঙ্গাসাগরে রেল সম্প্রসারণের দাবি জানিয়েছেন। এই দাবি পূরণ হলে সাগরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। মেলা ছাড়াও সারাবছর পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটবে।ক্ষ্ম

বর্তমানে গোটা সাগরদ্বীপ জুড়ে কেবল একটাই আলোচনা;কবে সাগরের মাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে রেলের কাজ, আর কবেই বা বাঁশি বাজিয়ে সাগরের বুক চিরে ছুটবে প্রথম ট্রেন!

সানাউনকে অন্যায়ভাবে মেরে ফেলা হল, দাবি পরিবারের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

সামসেরগঞ্জের সুজিত মণ্ডলের খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সামাউন শেখের মঙ্গলবার বিকেল ৩টা নাগাদ পুরাতন ডাকবাংলোয় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়। সামাউনের এনকাউন্টারে মৃত্যুকে পরিকল্পিত খুন বলে দাবি তার পরিবারের লোকজন, আত্মীয় পরিজন এবং প্রতিবেশীদের। তাদের দাবি, তদন্তের নামে তাকে নিয়ে এসে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। পুরো ঘটনায় পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে খুন করা হয়েছে। আদালতের হস্তক্ষেপে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তারা। সানাউনের স্ত্রী রাজেদা বিবি বলেন, আমার স্বামী খুনের ঘটনায় জড়িত থাকলে আদালতে তার বিচার হত। আদালতের বিচারে তার ফাঁসি বা জেল হতে পারত। পুলিশ কেন এভাবে মারল? এখানে আনার তো কথা ছিল না। বিকেলে শুনতে পাই পুরোনো ডাকবাংলায় নিয়ে এসে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। এক প্রতিবেশী বলেন, সমস্তটাই সাজানো ঘটনা। সামাউনের চাচাতো ভাই তারিকুল হক বলেন, আসামী পালাতে গেলে পিছন থেকে পায়ে গুলি করবে। অথচ কানের পাশে গুলি করা হয়েছে। মনে হচ্ছে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। তদন্তের নামে মারার উদ্দেশ্যেই সামাউনকে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রতিবেশী মহম্মদ সুলেমান আলি বলেন, সুজিত মণ্ডলের খুনের ঘটনার কয়েক দিন পর ফরাক্কার ফিডার ক্যানেল থেকে একটি পা উদ্ধার হয়। ওটা সুজিত মণ্ডলের সেই বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। ওই খুনের ঘটনার সঙ্গে সামাউন জড়িত থাকলে তার জন্য আইন আছে। আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার সাজা হবে। আদালতের সাজায় ফাঁসি বা জেল হতে পারত। কিন্তু তদন্তের নামে তাকে নিয়ে আসা হয়। তদন্তকারী এক আধিকারিকের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে হামলার চেষ্টা করে এই অভিযোগে গুলি করা হয়। তদন্তের সময় ওই স্থানে সিআইডি, পুলিশের আধিকারিকদের পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ছিল। তাছাড়া সামাউনের দুই হাতে হ্যান্ডক্যাফস ছিল। তা সত্ত্বেও সামাউন আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল এটা সম্পূর্ণ হাস্যকর। সানাউনকে অন্যায়ভাবে মেরে ফেলা হল।

আন্দোলনে অনড় দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবীরা

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও আন্দোলনের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবীরা। পুরনো কোর্ট বিল্ডিং থেকে নতুন কোর্ট বিল্ডিংয়ে আদালতের রেকর্ড স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তবে আইনজীবীদের বসার উপযুক্ত জায়গা এবং বিচারপ্রার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও সুব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে বার অ্যাসোসিয়েশন। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কল্লোল ঘোষ জানান, আইনজীবীদের বসার পর্যাপ্ত জায়গা এবং বিচারপ্রার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। তাঁর বক্তব্য, আদালতের রেকর্ড স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হলেও আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করা জরুরি। কল্লোল ঘোষ আরও জানান, আইনজীবীদের এই দাবির প্রতি জেলা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনেরও সমর্থন রয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের দাবিতে অনড় থাকবেন তাঁরা।

বীরভূমে ফের তাজা বোমা উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
নানুর

বীরভূমে ফের তাজা বোমা উদ্ধারকে ঘিরে বুধবার দিনভর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নানুর থানার অন্তর্গত থুপসড়া অঞ্চলের বালুন্দি গ্রামে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নানুর থানার পুলিশ বুধবার দুপুরে বোমাগুলো উদ্ধার করে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংলগ্ন একটি পুকুরের পাড়ে ঝোপের মধ্যে মাটিতে গর্ত করে রাখা ছিল বোম ভর্তি ড্রামটি। ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে রাজ্য বোম স্কোয়ার্ডের খবর পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার বোমাগুলোকে নিষ্ক্রিয় করবে বলে জানা যাচ্ছে।নানুর বিধানসভার বাসাপাড়া সংলগ্ন গ্রাম পালুন্দি। এই গ্রামে জয়নাল শেখ নামে একজন সিপিএমের দাপুটে নেতা ছিলেন। বাম জামানায় বারবার বোমা গুলির সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠতো পালুন্দী গ্রাম। গ্রাম এখন শান্ত। তবে কে বা কারা এত বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা মজুদ করে রেখেছিল ? কি উদ্দেশ্যে? এই সামগ্রিক ঘটনায় তদন্ত করে দেখছেন নানুর থানার পুলিশ। তবে এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার বা আটক হয়নি। একসময়ের সন্ত্রাস কবলিত সেই নানুরে নতুন করে বোমা উদ্ধারে স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অসুস্থ বিরল প্রজাতির পেঁচা উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

কংক্রিটের জঙ্গল আর যান্ত্রিক সভ্যতার ভিড়ে বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয় যখন দিন দিন সংকুচিত হয়ে পড়ছে, ঠিক তখনই মানবতার এক অনন্য ছবি দেখা গেল শান্তিপুরে। শান্তিপুর পৌরসভার স্টেডিয়াম রোড সংলগ্ন নোয়াখালী পাড়া এলাকায় একটি অসুস্থ প্রজাতির পেঁচা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও কৌতূহল ছড়ায়। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতনতা এবং তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত প্রাণে রক্ষা পেল ওই নিশাচর পাখিটি। বর্তমানে বনদপ্তরের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বাড়ির দিকে ফিরছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা বিক্রম দত্ত। ঠিক সেই সময়ই প্রতিবেশী সৌরভ দত্তদের বাড়ির একটি জবা গাছের ডালে তাঁর চোখ আটকে যায়। তিনি দেখেন, গাছের ডালে চুপচাপ বসে রয়েছে একটি পেঁচা। দিনের আলোয় পেঁচাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় তাঁর। কাছে গিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, পাখিটি মারাত্মকভাবে অসুস্থ ও দুর্বল। দিনের আলোয় সেটি স্বাভাবিকভাবে ডানা মেলে উড়তেও পারছিল না। ওড়ার সামান্য চেষ্টা করতেই একপর্যায়ে ভারসাম্য হারিয়ে গাছ থেকে সোজাসুজি নিচে মাটিতে পড়ে যায় পেঁচাটি।

অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী সৌরভ দত্ত জানান, তাঁদের বাড়ির জবা গাছে ওই পাখিটিকে প্রথম দেখতে পান তাঁরা। আকার ও গঠনের দিক থেকে পেঁচাটিকে একটি ছানাই বলেই মনে হচ্ছিল। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরই স্থানীয়দের মনে শঙ্কা দানা বাঁধে। কারণ, দিনের বেলা এমনিতেই কাক বা শালিকের মতো অন্যান্য পাখি এদের আক্রমণ করে, তাছাড়া আশেপাশের বেওয়ারিশ কুকুর বা বিড়ালের উপদ্রবে পেঁচাটির প্রাণ সংশয়ের চরম আশঙ্কা ছিল।মুহূর্তের মধ্যে সেই বিপদ আঁচ করে এগিয়ে আসেন স্থানীয় সচেতন যুবকরা। বিক্রম দত্ত, সৌরভ দত্তরা মিলে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পেঁচাটিকে নিরাপদ আশ্রয়ে তুলে রাখেন, যাতে কোনো ক্ষতিকারক প্রাণী তার নাগাল না পায়।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পেঁচার মতো বন্যপ্রাণী ও নিশাচর পাখিরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে জমিতে ইঁদুর বা ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনে এদের জুড়ি মেলা ভার। ঘটনার পরেই কালবিলম্ব না করে স্থানীয়রা যোগাযোগ করেন বনদপ্তরে। খবর পাওয়া মাত্রই শান্তিপুরের নোয়াখালী পাড়ায় ছুটে আসেন বনদপ্তরের কর্মীরা। এলাকাবাসীর কাছ থেকে অসুস্থ পেঁচাটিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের হেফাজতে নেন তাঁরা।

বনদপ্তর সূত্রে খবর উদ্ধার হওয়া পেঁচাটিকে বর্তমানে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সেটির শরীরে কোনো আঘাত রয়েছে কি না বা শারীরিক দুর্বলতা কাটাতে কী ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখছেন বনকর্মীরা।

বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউশগ্রাম

পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে একটি বন্ধ ঘর থেকে এক অবিবাহিতা বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতার নাম কল্যাণী গোস্বামী। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ওই বাড়িতে একাই থাকতেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর পর থেকে তাঁকে আর এলাকায় দেখা যায়নি বলে দাবি প্রতিবেশীদের। বুধবার তাঁর বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন কল্যাণী দেবী। বুধবার তাঁর এক ভাইজি বাড়িতে ডিম দিতে গিয়ে দরজার বাইরে থেকে তীব্র দুর্গন্ধ পান। পাশাপাশি ঘরের ভিতরে মাছি ভনভন করতে দেখেন তিনি। সন্দেহ হওয়ায় বিষয়টি বৃদ্ধার দাদা তারক গোস্বামীকে জানান। খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবেশীরা বাড়ির সামনে জড়ো হন। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে মেঝে থেকে কল্যাণী দেবীর পচাগলা দেহ উদ্ধার করা হয়।

কালীপুজোর প্যান্ডেল ঘিরে সংঘর্ষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বিষ্ণুপুর

কালীপুজোর প্যান্ডেলের বাঁশ ফেলা নিয়ে বিবাদের জেরে এক বিজেপি শ্রমিক সংগঠনের নেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত পৈলানের দৌলতপুর এলাকা। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বিএমএসের কনভেনর সুকল্যাণ সরদার। তাঁর মাথায় আগ্নেয়াস্ত্রের বাঁট দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় অভিযোগের তির স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের ভাই সঞ্জিৎ মণ্ডলের দিকে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সঞ্জিৎকে গ্রেপ্তার করেছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পৈলান দৌলতপুর যুব সংঘের মাঠে দীর্ঘদিন ধরেই কালীপুজো হয়ে আসছে। অভিযোগ, আগে ওই পুজো তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পরিচালনা করা হতো। এবার ওই মাঠে বিজেপির উদ্যোগে কালীপুজোর আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মতো প্যান্ডেল তৈরির জন্য বাঁশ ফেলার কাজ চলছিল। অভিযোগ, সেই কাজেই বাধা দেন সঞ্জিৎ মণ্ডল ও তাঁর সঙ্গীরা। এরপরই বিবাদ চরমে ওঠে।

অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র, বাঁশ ও রড নিয়ে সুকল্যাণ সরদারের উপর হামলা চালানো হয়। তাঁর মাথায় আগ্নেয়াস্ত্রের বাঁট দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় আহত সুকল্যাণকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর চিকিৎসা হয়। পরে তিনি বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

বাঁকড়ায় ডেঙ্গি মোকাবিলায় গাফিলতির অভিযোগ, ক্ষোভ বিজেপির

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

ডেঙ্গির প্রকোপে উদ্বেগ বাড়ছে হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়া নিউ মণ্ডলপাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে শতাধিক মানুষের ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হওয়ার দাবি ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এই পরিস্থিতিতে বুধবার সকালে ডেঙ্গুপ্রবণ এলাকায় মশারি বিতরণ করে বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়ান বিজেপি নেতা গোবিন্দ হাজরা। তাঁর অভিযোগ, প্রায় চার মাস আগে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতে লিখিতভাবে সমস্যার কথা জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি। সময়মতো মশা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশি ব্যবস্থার উপযুক্ত উদ্যোগ নেওয়া হলে পরিস্থিতি এতটা উদ্বেগজনক হতো না বলেও দাবি করেন তিনি। ডেঙ্গি পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ও হাওড়ার জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করার কথা জানিয়েছেন গোবিন্দ হাজরা। পাশাপাশি, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিশ্চিত করার আবেদন জানাবেন বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে, এলাকায় মশার দাপট ও ডেঙ্গি সংক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা।

দ্রুত মশা নিয়ন্ত্রণ, জমা জল পরিষ্কার এবং আক্রান্তদের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার দাবি উঠেছে।

ঘূর্ণিঝড়ের জেরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে বৃষ্টি, ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের জেরে মঙ্গলবারের পর বুধবারও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভারী ও মাঝারি বৃষ্টি হয়। তবে এদিন ঝড় হয়নি।

মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা ও দাঁতন জুড়ে অর্ণবের জেরে যেসব এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বুধবার সেসব এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজ করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। অপরদিকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর, ঘাটাল, শালবনি, কেশপুর, মেদিনীপুর সদর ব্লকে অর্ণবের জেরে ভারী বৃষ্টির কারণে আমন ধানের ক্ষতি হয়েছে। একরের পর একর জমির ধান ঝড়ের দাপটে মাঠে লুটিয়ে পড়েছে। তবে জেলায় কোনো প্রাণ হানীর ঘটনা ঘটেনি। মঙ্গলবার এর পাশাপাশি বুধবারও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আকাশ ছিল মেঘলা বুধবার কখনো হালকা কখনো মাঝারি ধর্মের বৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের জেরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় ধান চাষের প্রচুর ক্ষতির আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা। তবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান।

শালবনিতে সরকারি জমি দুর্নীতির ঘটনায় আরো একজনকে নোটিশ সিআইডি'র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শালবনি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের হাতিমারি, সীতারামপুর ,মেটাল এলাকায় সরকারের খাস জমির চরিত্র বদল করে রায়ত করে বিক্রি করার অভিযোগে ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পি এ সুমিত রায়, জমি বিক্রির লিঙ্কমান অমিত ঘোষ, স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব লক্ষীকান্ত ভূঁইয়া ও নিত্যানন্দ রায়। ধৃত সকলেই জেল হেফাজতে রয়েছে, ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। সেইডির হাতে একটি জমির দলিল এসেছে। সেই জমিটি কিনেছেন পড়শী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বোকারোর এক বাসিন্দা। মাত্র সাড়ে আট লক্ষ টাকায় তিনি ৮৪ ডিসমেল জমি কিনেছেন। ওই দলিলের স্বাক্ষর রয়েছে মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা, সুদীপ রায় ও দেবু দে নামে তিনজনের। শালবনি বাসিন্দা সুদীপ রায় জমি কেনাবেচার সাথে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে।। তিনি মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরার ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। তাই সরকারি জমি দুর্নীতি মামলায় সুদীপ রায়কে সিআইডি নোটিশ পাঠিয়েছে সুদীপ রায়ের নাম জানা জানি হয় তিনি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছেন।

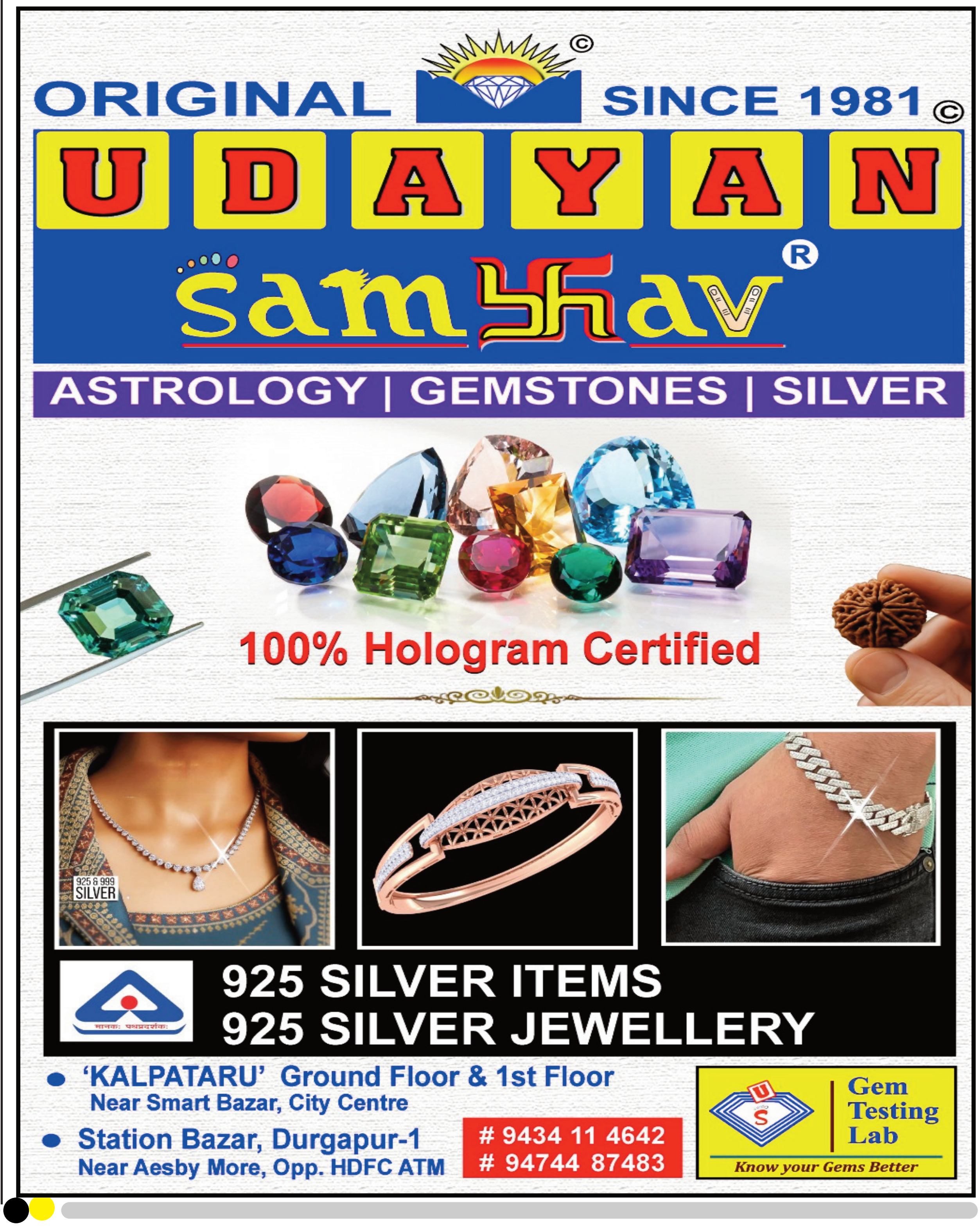

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত এক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

দুর্গাপুরের মেনগেট সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। জানা গিয়েছে, আসানসোল অভিমুখে যাওয়ার সময় একটি চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর ট্রাফিক পুলিশ ও ওয়ারিয়া ফারির পুলিশ। ঘাতক গাড়িটির নম্বর শনাক্ত করে সেটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে মৃত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

ত্রিপলহীন বালিবোঝাই লরি ! উড়ন্ত বালিতে বিপদে বাইক আরোহীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

জাতীয় সড়কে ত্রিপল ছাড়া বালিবোঝাই লরির চলাচল ঘিরে উঠছে নিরাপত্তার প্রশ্ন। চলন্ত লরি থেকে উড়ে আসা বালির কণা বিপদের মুখে ফেলছে পিছনে থাকা বাইক আরোহী, টোটো ও চারচাকা গাড়ির চালকদের। এমনই একটি দৃশ্য ধরা পড়েছে সাংবাদিকদের ক্যামেরায়।প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তেলিপুকুর থেকে দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার সার্ভিস রোড ধরে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল একটি বালিবোঝাই লরি। এরপর লরিটি সার্ভিস রোড থেকে উঠে পড়ে ব্যস্ত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের মূল লেনে। অভিযোগ, লরিতে বোঝাই শুকনো বালি ত্রিপল দিয়ে ঢাকা ছিল না। লরির গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দিকে উড়ে যাচ্ছিল বালির কণা। এর ফলে পিছনে থাকা বাইক আরোহী, টোটো এবং চারচাকা গাড়ির চালকদের চোখেমুখে বালি এসে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। চলন্ত অবস্থায় চোখে বালি ঢুকে গেলে চালকের দৃষ্টিশক্তি সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। তাতে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার ঝুঁকিও বাড়তে পারে। জাতীয় সড়কে প্রতিদিন অসংখ্য যানবাহন চলাচল করে। সেখানে ভারী গাড়ির চালকদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। বালি বা অন্যান্য ধুলোময় সামগ্রী পরিবহণের সময় যথাযথভাবে ঢেকে রাখা এবং নিরাপদ গতিতে গাড়ি চালানো দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠছে, সামান্য একটি ত্রিপল ব্যবহার করে বালি ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা হলে কি এ ধরনের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব নয়? পথচারী ও অন্যান্য গাড়ির চালকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পরিবহণের নিয়ম মেনে চলার আবেদন জানিয়েছেন সচেতন নাগরিকেরা। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে লরি চালক, পরিবহণ সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ; সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। ত্রিপল দিয়ে বালি ঢেকে রাখা, গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং অন্য যানবাহনের নিরাপত্তার দিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুজোর পাস-কাণ্ডে গ্রেফতার প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
হুগলি

দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো ও ই-পাস বিক্রিকে কেন্দ্র করে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা চন্দননগরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন। বুধবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) দফতরে হাজিরা দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পরই কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকেরা তাঁকে নিজেদের গাড়িতে তোলেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাঁকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর পাস-কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের এই পদক্ষেপ ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কী অভিযোগ ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে?

মামলার সূত্রপাত চলতি বছরের জুন মাসে। অভিযোগকারী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতার বৌবাজার থানায় এফআইআর দায়ের হয়। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে ‘মহানির্বাণ রোড মাস আর্ট সোসাইটি’ বা ‘মাস আর্ট’। এই সংস্থার মাধ্যমে ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো এবং নির্বাচিত মণ্ডপে প্রবেশের পাস বিক্রি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। অভিযোগকারীর দাবি, কলকাতার ২৪টি নির্বাচিত দুর্গাপুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে চড়া দামে পাস বিক্রি করা হয়। সংস্থাটি ইউনেস্কোর সঙ্গে যুক্ত বলে প্রচার করা হলেও সেই সম্পর্কের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পাস কেনা দর্শকদের জন্য মণ্ডপে প্রবেশের বিশেষ ব্যবস্থা করা এবং সাধারণ দর্শকদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। এই মামলায় ইন্দ্রনীল সেনের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন এবং মাস আর্টের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে। তবে অভিযোগগুলি এখনও তদন্তাধীন। ৫০,৬০ কোটি টাকা সংগ্রহের অভিযোগ মামলার আর্থিক দিক খতিয়ে দেখছে ইডি। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিভিউ শো ও পাসের মাধ্যমে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা হয়ে থাকতে পারে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তদন্ত-সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, সম্ভাব্য আর্থিক অনিয়মের পরিমাণ ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই অর্থ কোথা থেকে এসেছে, কীভাবে তা খরচ হয়েছে এবং কোনও অংশ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক ঠিকানা-সহ মোট ১৫টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৭ অক্টোবর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আয়-ব্যয় ও আর্থিক লেনদেনের নথিও চাওয়া হয়েছিল।

আগাম জামিনের আবেদন খারিজ

এই মামলায় গ্রেফতারির আশঙ্কায় কলকাতা হাই কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন ইন্দ্রনীল সেন। ১৫ অক্টোবর সেই আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি ওঠার কথা থাকলেও শুনানির ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয় বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

কী বলেছিলেন ইন্দ্রনীল?

আগে প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইন্দ্রনীল সেন মাস আর্টের সঙ্গে নিজের সরাসরি যোগ থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, তাঁর স্ত্রী ওই সংস্থার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত। সংস্থার তরফেও অভিযোগ অস্বীকার করে প্রয়োজনীয় নথি থাকার দাবি করা হয়েছিল।

বুধবার তাঁকে কলকাতা পুলিশের গাড়িতে তোলার পর মামলার তদন্ত কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর। পুলিশের তরফে গ্রেফতারির নির্দিষ্ট কারণ, জিজ্ঞাসাবাদের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং আদালতে পেশের বিষয়ে বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশিত হলে মামলার পরবর্তী গতিপ্রকৃতি আরও স্পষ্ট হবে।

ভাদু গানকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী কার্জলা মাতা ক্লাব

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
শান্তিনিকেতন

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী অথচ ক্রমশ বিলুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি ভাদু গানকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী হলেন বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানার দোনাইপুর গ্রামের কার্জলা মাতা ক্লাব। লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষে ভাদুগানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করল তারা, ছিল ছোটদের নাটকও। প্রসঙ্গত মঙ্গলবার দুপুরে এলাকার একাধিক ভাদু গানের দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে গান পরিবেশন করে দলগুলো। প্রথম স্থান অধিকার করে রাউতরা গ্রামের শিব শক্তি ভাদু দল। দ্বিতীয় হয় মহোদরী গ্রামের তিলোত্তমা ভাদু দল। যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অর্জন করে উত্তর নারায়ণপুরের জয় মা দুর্গা ভাদু দল এবং সীতাপুর ভাদু দল। চতুর্থ হয় ইন্দাসের ক্ষেপা কালী ভাদু দল। প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীর সদস্য সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নিমাই কুমার সরদার, দেবাশীষ পাল ও চিন্ময় মণ্ডলরা জানান, লোকসংস্কৃতি ও লোকগানকে টিকিয়ে রাখতে গেলে এই ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন। অন্যদিকে সোমবার রাতে ছোটদের নাটক ‘কারাগারে জন্ম নিল দেবকী নন্দন’ পরিবেশিত হয়। জানা গিয়েছে, কার্জলা মাতা ক্লাবের একাধিক সদস্যের সম্মিলিত প্রয়াসে নাট্যরূপ দেওয়া হয় পৌরাণিক কাহিনীর। নাটকটির নির্দেশনা দেন তন্ময় মণ্ডল। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি মনিশ ঘোষ ও সম্পাদক প্রভাত মণ্ডল জানান, ভাদু গানের মতো গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি ও বাংলার ঐতিহ্যের মঞ্চাভিনয়কে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ।

দূর্বাচটি নদী বাঁধে ফাটল, জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের দাবী

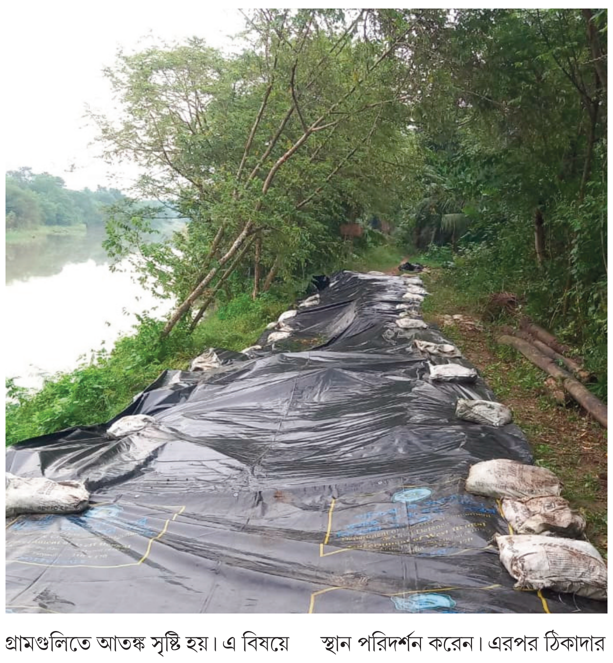

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাসপুর

ওল্ড কাঁসাইয়ের একটি শাখা হল-দূর্বাচটি নদী। দাসপুর ব্লকের নন্দনপুর ও পাঁচবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানা বাঁশখাল ও বসন্তপুর থেকে বেরিয়ে যা শ্রীবরা ও যশাড়ের কাছে রূপনারায়ণে পড়েছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্গত ওই নদী সংস্কার করা হয়েছিল ২০২২-২৩ সালে। অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে ওই সময় নদী সংস্কারের কারণে প্রায় প্রতিবছর বর্ষাতে নদীবাঁধের কোন না কোন অংশে ধ্বস নামে। গত বর্ষায় খন্যাডিহি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজ খয়রা এলাকায় নদীবাঁধে খানিকটা ফাটল দেখা দেয়। সেইমতো সেচ দপ্তর ওই অংশে ঐ ফাটল মেরামতে কিছু কাজ করে। এরপর অর্ণবের কারণে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। ওই বৃষ্টির পরিপেক্ষিতে গতকাল প্রায় কুড়ি মিটার লম্বা অংশের নদীবাঁধ দু ফুট অংশ বসে যায়। ফলস্বরূপ ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজ খয়রা-রায়চক সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ওই পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তরের খন্যাডিহি সেকশনের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ফাটল স্থান পরিদর্শন করেন। এরপর ঠিকাদার আপাতত ফাটল অংশে ত্রিপল ঢেকে দেন, যাতে নতুন করে আর ফাটলস্থান না বাড়ে। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক অর্ণব চলে গেলে ওই ফাটল অংশ স্থায়ীভাবে মেরামতের দাবী জানান দপ্তরের নির্বাহী আধিকারিককে।

বিজেপি নেতাকে ঘিরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খেজুরি

বিজেপি নেতাকে ঘিরে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিক্ষোভের ঘটনায় চাঞ্চল্য পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরিতে। মঙ্গলবার দুপুরে খেজুরি ২ ব্লকের নিজকসবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নিমতলায় পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পবিত্র দাসকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় নিজকসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তারাপদ মন্ডল ও তার ঘনিষ্ঠরা। খেজুরির ফেরিঘাট থেকে শ'মিল বিভিন্ন জায়গায় এবং তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছ থেকে টাকা তুলছেন পবিত্র দাস। এমনই অভিযোগ করে বিক্ষোভ দেখান তারাপদ মন্ডল ও তার অনুগামীরা। টাকার বিনিময়ে তৃণমূল থেকে আশা লোকজনকে দলের সাংগঠনিক পদ দেওয়া হচ্ছে আর বঞ্চিত করা হচ্ছে দীর্ঘদিনের বিজেপি কর্মীদের। তাদের আরো অভিযোগ ভিআরপি নিয়োগ থেকে জমি সংক্রান্ত কাজে দেদার টাকা তুলছেন এই বিজেপি নেতা। বিজেপি নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভের এই ছবি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। বিক্ষোভের পাশাপাশি নিগ্রহ ও হেনস্থা করা হয় বলেও অভিযোগ। ২৩ সাল থেকে উনি বন ও ভূমি দপ্তরে কাজ করতেন। উনি কখনো ভয়ে ঢুকতে পারতেন না, আমরা ওকে নিয়ে যেতাম এবং কর্মাধ্যক্ষ অফিসে বসাতাম এবং বাড়ি ছেড়ে দিতাম। এখন উনি কয়েকজনকে নিয়ে বন দপ্তর থেকে টাকা তোলা শুরু করেছে। এবং বনদপ্তরের একজনকে সভাপতি করবে বলে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে আমরা তা আটকে দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব এই দুষ্কৃতকারী লম্পট চোর ধর্ষণকারী পবিত্র দাস কে সরাতে হবে। খেজুরির কোনায় কোনায় ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। ওর বিরুদ্ধে বেআইনি অভিযোগ অনেক রয়েছে। এই করে আমাকে ভয় দেখানো যাবে না। জানালেন বিজেপির উপপ্রধান তারাপদ মন্ডল।যদিও হেনস্থা বা নিগ্রহের কথা অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত বিজেপি নেতা পবিত্র দাস। তিনি জানান, বিক্ষোভের কোন ঘটনা ঘটেনি। কিছু বিষয় নিয়ে এলাকার বিজেপি কর্মীরা জানতে চেয়েছিলেন। সেসব নিয়েই কথা হয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র দাস বলেন, জেলা সভাপতি সাথে কথা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে আমার, যারা এমন মিথ্যা গুজব রটাবে আমি তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।রাজ্যে ক্ষমতায় আসার ছয় মাসের মধ্যেই নন্দীগ্রামের পাশের বিধানসভা খেজুরিতে বিজেপি নেতাকে ঘিরে বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ ও হেনস্থার ছবি ও ঘটনা রাজ্যের শাসক দলকে যে অস্বস্তিতে ফেলবে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিজেপির দলীয় শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করবে এবার। বিজেপি নেতা পবিত্র দাসের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগে বা বিজেপি নেতা পবিত্র দাসেকে ঘিরে যেসব বিজেপি নেতা-কর্মী বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে দল সাংগঠনিকভাবে কোন পদক্ষেপ নেয় কিনা সেটাই এখন দেখার।

গঙ্গা বক্ষ থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে অবাধে বালি চুরি, গ্রেফতার দুই

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
হুগলি

দনের আলোয় অবাধে গঙ্গা থেকে অবৈধ ভাবে বালি চুরি হওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। যেখানে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে গঙ্গা থেকে অবৈধ ভাবে বালি চুরি রুখতে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সেখানে উত্তরপাড়া শহরের বুকে গঙ্গা থেকে অবাধে চুরি হচ্ছে বালি।নৌকা করে সেই বালি তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে।তারপর ছোটো গাড়ি করে পাচার হচ্ছে অন্যত্র। এই বিষয় এলাকার স্থানীয়দের অভিযোগ ইতিমধ্যেই চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটে অভিযোগ জানানো হয়েছে,এর আগে সংবাদ মাধ্যমে খবর সম্প্রচারের পর পুলিশ তৎপর হয়ে বালি চুরি বন্ধ করে কিন্তু আবারও কাদের মদতে এই বালি চুরি হচ্ছে উঠছে প্রশ্ন।অভিযোগ হওয়ার পরেই পুলিশ তৎপর হয়।দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা হল কুন্দন সাহানী ও লক্ষ্মণ সাহানী। পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপাড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দু'জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।গঙ্গা থেকে সাদা বালি তোলার অভিযোগে।পুলিশ শিবমন্দির ঘাট' ও দুটি ইট ভাটা থেকে একটি নৌকা এবং প্রায় ৪০০০ ঘনফুট সাদা বালি বাজেয়াপ্ত করেছে।

ভাটার সময় গঙ্গা নদীর তীর থেকে এই বালি সংগ্রহ করা হয়েছিল। ধৃতরা জেরা স্বীকার করেছে, বিভিন্ন ইটের ভাটায় সরবরাহের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীর তীর থেকে এই বালি তোলা হয়েছিল। উত্তরপাড়া থানায় আইনের নির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের আজ শ্রীরামপুর আদালতে হাজির করানো হবে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তার ও বালি তোলার সঠিক স্থানটি শনাক্ত করার লক্ষ্যে তাদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে। উত্তর পাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, বিষয়টি আমার জানা ছিল না।এটা আমাদের ব্যর্থতা।তবে এখন যখন জেনেছি

এরপর থেকে আগামী পাঁচ বছর আর এসব হতে দেব না।আমি পুলিশকে বলেছি গোটা বিষয়ে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে।উত্তরপাড়া থানার উপর আস্থা আছে। যারা এসব করছে তারা তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ইঞ্জেকশন দেওয়ার নামে মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

চিকিৎসার জন্য এসে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুললেন এক মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার চাঞ্চল্য ছড়ায় হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। অভিযোগ, রুটিন চেকআপ করাতে ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়েছিলেন মহিলা। সেই সময় ইঞ্জেকশন দেওয়ার অছিলায় তাঁকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে আপত্তিকর আচরণ করেন কর্মী জয়ন্ত পাত্র।

ঘটনার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ওই মহিলা। পরে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে বিষয়টি জানান তিনি। চিকিৎসকও এমন ঘটনার কোনও অবকাশ নেই বলে জানান। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন তাঁরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগের পর থেকেই অভিযুক্ত জয়ন্ত পাত্র পলাতক বলে জানা গিয়েছে। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পাচারের আগেই বানচাল বড়সড় ছক !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কল্যাণী

বন্যপ্রাণী পাচারের এক বড়সড় আন্তর্জাতিক বা আন্তঃরাজ্য চক্রের ছক বানচাল করল পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি অত্যন্ত বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির প্রাণী;‘স্লো লরিস’ উদ্ধার করল কল্যাণী থানার পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দু'জন কুখ্যাত পাচারকারীকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল এবং পাচারের কাজে ব্যবহৃত বেশ কিছু সামগ্রী বাজেট করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে কল্যাণী থানা এলাকার নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করা হচ্ছিল। পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল যে, বন্যপ্রাণীর একটি বহুমূল্য চালান হাতবদল হওয়ার কথা রয়েছে। সেই মতো রণকৌশল তৈরি করে কল্যাণী থানার একটি বিশেষ পুলিশ দল নির্দিষ্ট এলাকায় ওত পেতে থাকে।অভিযানের সময় পুলিশ দেখতে পায়, দুই ব্যক্তি একটি মোটরসাইকেলে চড়ে অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ তাদের পথ আটকে দাঁড় করায় এবং জেরা শুরু করে। এরপর তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ ও তল্লাশি চালাতে গিয়েই চোখ কপালে ওঠে তদন্তকারীদের। ব্যাগের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় অত্যন্ত সংবেদনশীল ও আন্তর্জাতিক বাজারে চড়া মূল্যের একটি বন্যপ্রাণী;‘স্লো লরিস’। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই পাচারকারীর নাম সুজয় দাস এবং ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি। প্রাথমিক জেরা সন্তোষজনক না হওয়ায় পুলিশ তাদের তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে। এই বিষয়ে রানাঘাট পুলিশ জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার গোটা ঘটনার বিস্তারিত জানান। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, ধৃতদের আজই কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে স্থানীয় আদালতে তোলা হবে। উদ্ধার হওয়া প্রাণীটির উৎস এবং এই চক্রের শিকড় ঠিক কতদূর বিস্তৃত, তা জানতে পুলিশ আদালতের কাছে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবেন। পরিবেশবিদদের মতে, ‘স্লো লরিস’ হলো এমন একটি নিশাচর প্রাইমেট বা স্তন্যপায়ী প্রাণী, যা সাধারণত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘন জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায়। এটি অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, বাংলার সমতল ভূমির কল্যাণী এলাকায় এই প্রাণীটি কীভাবে এল এবং এর আসল উৎস কোথায়, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, কোনো আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী পাচারকারী চক্রের হাত রয়েছে এর পেছনে। প্রাণীটিকে কোনো নির্দিষ্ট ক্রেতার কাছে চড়া দামে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এখানে আনা হয়েছিল কি না, কিংবা এর পেছনে কোনো আন্তঃরাজ্য চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না;সব দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। উদ্ধার হওয়া ‘স্লো লরিস’টিকে বর্তমানে নিরাপদ ও সুরক্ষিত হেফাজতে রাখা হয়েছে। বন্যপ্রাণী আইন অনুযায়ী, প্রাণীটিকে সুস্থ রাখতে এবং তার স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে কল্যাণী থানা। শহরের বুকে এ ধরনের বিরল ও বিপন্ন বন্যপ্রাণী পাচারের চেষ্টা রুখে দেওয়ায় কল্যাণী থানার পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমী ও সাধারণ মানুষ। পুলিশ ও বন দপ্তরের যৌথ তৎপরতায় এই চক্রের বাকি মাথাগুলোও শীঘ্রই ধরা পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

জমি-জটে ক্ষুব্ধ মৃৎশিল্পীরা ! আশঙ্কার মেঘ নবদ্বীপে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নবদ্বীপ

সামনেই ঐতিহ্যবাহী নবদ্বীপের রাস উৎসব। কিন্তু তার আগেই উৎসবের শহরে আছড়ে পড়ল বড়সড় অচলাবস্থার আশঙ্কা। সংগঠনের দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত জটিলতা ও বাধার সমাধান না হলে আসন্ন রাস পূর্ণিমায় প্রতিমা তৈরির কাজ থেকেই পুরোপুরি বিরত থাকার হুঁশিয়ারি দিল ‘নবদ্বীপ কুম্ভকার সমিতি’। মঙ্গলবার বিকেলে নবদ্বীপ প্রেস ক্লাবে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন করে সংগঠনের পদাধিকারীরা এই চরম সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। মৃৎশিল্পীদের এই নজিরবিহীন কড়া পদক্ষেপে রাস উৎসবের উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে সমগ্র নদীয়া জেলাজুড়েই তৈরি হয়েছে চরম দুশ্চিন্তা ও চাঞ্চল্য। দীর্ঘদিনের জমি-জট ও বাধার পাহাড়

মৃৎশিল্পী সমিতির মূল অভিযোগ, নবদ্বীপের ব্যস্ততম নেতাজি সুভাষ রোডে

‘নবদ্বীপ কুম্ভকার সমিতি’র নামে থাকা প্রায় ছয় শতক জমিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে। সমিতির পদাধিকারীদের দাবি, জমিটি তাঁদের হলেও সেখানে সীমানা প্রাচীর দিতে গেলে বারবার বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে।সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির প্রতিনিধিরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, পূর্ববর্তী সরকারের আমল থেকেই ওই জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়েও রাজনৈতিক প্রভাব ও স্থানীয় বাধার কারণে কাজ থমকে যায়।

প্রশাসনের একাধিক দ্বারে দৌড়ঝাঁপ ও লিখিত দরবার করেও মেলেনি কোনো সমাধান। বর্তমান সময়ে এসেও সেই একই অচলাবস্থার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। বেআইনি পার্কিং ও দখলের মারাত্মক অভিযোগ জমিটি ঘেরা সম্ভব না হওয়ায় তা বর্তমানে ফাঁকা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জমিটিকে বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন কুম্ভকার সমিতির সদস্যরা।

নিজের জমি থাকা সত্ত্বেও নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মৃৎশিল্পীদের রুজিরুটি এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ চরম সংকটের মুখে পড়েছে বলে দাবি করা হয়। বারোয়ারি ও বহিরাগত মৃৎশিল্পীদের সমর্থন কুম্ভকার সমিতির পক্ষে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, জমি সংক্রান্ত এই জটিলতার কথা হুট করে বলা হয়নি। প্রায় পাঁচ মাস আগেই নোটিশ জারি করে নবদ্বীপের বিভিন্ন রাস বারোয়ারি পূজা কমিটিকে বিষয়টি বিস্তারিত জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তুলে ধরা হয়েছিল তাঁদের ক্ষোভের কথা। সমিতির কড়া বক্তব্য;যদি দ্রুত তাঁদের জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজে প্রশাসন ও স্থানীয়রা সহযোগিতা না করেন, তবে তাঁরা রাস পূর্ণিমায় কোনো প্রতিমা তৈরি করবেন না। শুধু তা-ই নয়, উৎসবের মরসুমে বাইরে থেকে যে সমস্ত কারিগর বা মৃৎশিল্পীরা নবদ্বীপে প্রতিমা গড়তে আসেন, তাঁরাও কুম্ভকার সমিতির এই আন্দোলন ও দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

দুশ্চিন্তায় রাস উদ্যোক্তারা, সমাধানের আর্জিনবদ্বীপের শ্রীশ্রী পট-রাস ও বিশাল বিশাল দেব-দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরির সুনাম বিশ্বজোড়া। রাস উৎসবের মূল ভিতই হলেন এই মৃৎশিল্পীরা। এমন পরিস্থিতিতে তাঁরা যদি প্রতিমা গড়ার কাজ বন্ধ করে দেন, তবে এ বছরের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব কার্যত বন্ধের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন উদ্যোক্তারা।

এমতাবস্থায়, নবদ্বীপের সর্বস্তরের বাসিন্দা, বিভিন্ন রাস বারোয়ারি পূজা কমিটি এবং জেলা প্রশাসনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে কুম্ভকার সমিতি।

জমি-জট কাটিয়ে অবিলম্বে সীমানা প্রাচীর গড়ার ব্যবস্থা করা না হলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে বলেই ইঙ্গিত মৃৎশিল্পীদের। এখন দেখার, ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবকে বাঁচাতে প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃত্ব কত দ্রুত এই সমস্যার জট ছাড়াতে এগিয়ে আসে।

বিশ্ব ভারোত্তোলন মঞ্চে যাওয়া হলো না অরুণাচলের পেসি চারুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

চেন্নাই

গত দুই বছর ধরে বাড়ি যাননি অরুণাচল প্রদেশের ক্রা দাদি জেলার চম্বাং গ্রামের বাসিন্দা পেসি চারু। ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সের টিকিট নিশ্চিত করতে উত্তর প্রদেশের মোদিনগরে দিন-রাত ঘাম ঝরাচ্ছিলেন ২৪ বছর বয়সি এই ভারোত্তোলক। লক্ষ্য ছিল একটাই;মঙ্গলবার থেকে চিনের নিংবো শহরে শুরু হওয়া বিশ্ব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের হয়ে পোডিয়ামে ওঠা। কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সেই আজন্ম স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল চিনের পুরনো কূটচালের ধাক্কায়। ভারতীয় নৌবাহিনীর পেটি অফিসার চারুকে সাধারণ ভিসার বদলে দিল্লি থেকে দেওয়া হয়েছিল বিতর্কিত 'স্টেপল্ড ভিসা'। ভারত সরকার চিনের দেওয়া এই ধরনের আলগা ভিসা কোনোভাবেই স্বীকৃতি দেয় না; ফলে জাতীয় স্বার্থ ও নীতি বজায় রাখতে ভারতীয় ভারোত্তোলন ফেডারেশন তাঁকে চিনে না পাঠানোরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। নিজের প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ হাতছাড়া হওয়ার বেদনায় ভেঙে পড়ে ৬৫ কেজি বিভাগের এই ভারোত্তোলক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, তএটাই হতে পারত আমার প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। তাছাড়া এটি অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জনের ছয়টি মূল ইভেন্টের অন্যতম। এখানে নামতে পারলে যে গুরুত্বপূর্ণ র‌্যাঙ্কিং পয়েন্ট ও অভিজ্ঞতা পেতাম, তা পরবর্তী অলিম্পিক যোগ্যতা নির্ণায়ক প্রতিযোগিতায় আমাকে অনেকটা এগিয়ে রাখত। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ অসহায়। চিনের এই নীতির কারণে অতীতেও অরুণাচলের খেলোয়াড়দের ভুগতে হয়েছে বলে মনে একটা ভয় তো ছিলই, তবুও আশা করেছিলাম হয়তো সঠিক ভিসা পাব। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল।দ এ বছরের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিলেও এশিয়ান গেমসের দলে জায়গা হয়নি তাঁর; তাই চিনের এই মঞ্চে নামার জন্য ব্যাকুল ছিলেন তিনি। তবে ভেঙে না পড়ে এখন আগামী ৭ থেকে ১৬ ডিসেম্বর কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত হতে চলা প্রথম আইডব্লিউএফ অলিম্পিক কোয়ালিফাইং ইভেন্টেই নিজের পুরো নজর দিতে চান তিনি। এদিকে চারুর অনুপস্থিতিতে চিনের এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের পুরুষ বিভাগে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে লড়বেন গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের রূপোজয়ী লভপ্রীত সিং (১১০, কেজি)। মহিলা বিভাগে ভারতের অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অলিম্পিক্সে রূপোজয়ী মীরাবাঈ চানু। লস অ্যাঞ্জেলেস গেমসের নতুন নিয়ম অনুযায়ী নিজের পুরনো ৪৮ বা ৪৯ কেজির বদলে এবার তিনি প্রথমবার নামছেন ৫৩ কেজি বিভাগের গ্রুপ 'বি'-তে। একই ওজনের গ্রুপ 'সি'-তে রয়েছেন জ্ঞানেশ্বরী দেবী। এছাড়া ৬১ কেজি ওজন বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ভারতের ঊষা (গ্রুপ 'ডি') এবং নিরুপমা দেবী (গ্রুপ 'সি')। কূটনৈতিক জটিলতায় চিনের মঞ্চে চারুর স্বপ্নভঙ্গ হলেও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় সম্মানকে প্রাধান্য দেওয়ার বার্তাই স্পষ্ট করে দিল ভারতীয় ফেডারেশন।

উপেক্ষিত সেই ছেলেই বিশ্বসেরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

লন্ডন

একসময় কটাক্ষ করে বলা হতো, আধুনিক ফুটবলের 'সবচেয়ে নামী কিন্তু ট্রফিহীন তারকা'। আর্সেনালের যুব অ্যাকাডেমি থেকে আট বছর বয়সে 'মোটা ও ধীরগতির' অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর টটেনহ্যামের অ্যাকাডেমিতে তকমা জুটেছিল সবচেয়ে 'দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া' সদস্যের। অথচ বয়সের ৩৩-এ পা রেখে, যখন অনেক তারকারই ধার কমে আসে, তখন লন্ডনের প্যালিয়াডিয়ামে সোনালি ট্রফিটা হাতে নিয়ে সেই হ্যারি কেনই মুছে দিলেন ইংল্যান্ডের আড়াই দশকের দীর্ঘ প্রতীক্ষা। মাইকেল ওয়েনের পর প্রথম কোনো ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে ফুটবলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সম্মাননা 'ব্যালন ডি'অর' জিতে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলেন বায়ার্ন মিউনিখের এই স্ট্রাইকার। লন্ডন প্যালিয়াডিয়ামের মঞ্চে ব্যালন ডি'অর ট্রফিতে আলতো চুম্বন এঁকে কেন যখন সেটি উঁচিয়ে ধরলেন, তখন ঘরের মাঠের দর্শকদের করতালি আর চোখের জল একাকার হয়ে যায়। প্রতিকূলতা পেরিয়ে আসার সেই দীর্ঘ সফর স্মরণ করে ডিএজেডএন-কে কেন বলেন,

তখুব কম মানুষই এমনটা ভাবতে পেরেছিল; এমনকি হয়তো আমি নিজেও কখনও ভাবিনি যে এত দূর পৌঁছতে পারব। ক্যারিয়ারের শুরুতে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আসতে হয়েছে। আজকের অনেকের মতো আমি সেই সুপারস্টার ছিলাম না, যাকে ঘিরে প্রথম থেকে হইচই হতো। আমায় ধৈর্য ধরতে হয়েছে, কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনেক সময় লড়াইটা ছিল একান্তই নিজের মনের সঙ্গে, আর সেই আত্মবিশ্বাসই আমাকে শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেও প্রতিনিয়ত আরও উন্নত হতে সাহায্য করেছে। ক্লাব বা দেশের হয়ে গত মরশুমে ৭৩টি গোল করেছেন এই ইংরেজ তারকা;যা ২০১১-১২ মরশুমে লিয়োনেল মেসির ৮২ গোলের পর বিশ্ব ফুটবলে আর কেউ করতে পারেনি। লামিনে ইয়ামাল বা কিলিয়ান এমবাপের মতো কোনো আকাশছোঁয়া প্রচারের ঢক্কানিনাদ ছিল না, কেনের হয়ে কথা বলেছে কেবল তাঁর গোলক্ষুধা ও নিখুঁত দূরদর্শিতা। টটেনহ্যামের হয়ে ২৮০ গোল, তিনবার প্রিমিয়ার লিগের গোল্ডেন বুট, ইংল্যান্ডের জার্সিতে রেকর্ড ৯১টি গোল এবং বুন্দেশলিগায় মাত্র ৯৮ ম্যাচে দ্রুততম ১০০ গোলের মাইলফলক;সবকিছুই যেন জমা হচ্ছিল এই একটি মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য। বছর দুয়েক আগেও যাঁর ক্যাবিনেটে বড় কোনো শিরোপা ছিল না, বায়ার্নের জার্সিতে একে একে বুন্দেশলিগা ও জার্মান কাপ জিতে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে এবার ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছলেন লেইটনস্টোনের সেই উপেক্ষিত ফুটবলার।

বঞ্চনার জবাব জোড়া দ্বিশতরানে

জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়ছেন বাদোনি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি

দল নির্বাচনের একের পর এক অবহেলা আর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জ্বালা অনেককেই হারিয়ে যেতে বাধ্য করে, কিন্তু দিল্লির ২৬ বছর বয়সি অলরাউন্ডার আয়ুশ বাদোনি সেই বঞ্চনাকেই পরিণত করেছেন রানের ক্ষিদেয়। শ্রীলঙ্কা সফরের পর 'ইন্ডিয়া এ' দল থেকে হঠাৎ বাদ পড়ার হতাশা ভুলতে লাল বলের ক্রিকেটে তিনি এখন যেন এক নিখুঁত রানমেশিন।

গত সপ্তাহে গুজরাতের বিরুদ্ধে পালমে অপরাজিত ২১৭ রানের পর মঙ্গলবার রাঁচিতে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে ঝকঝকে অপরাজিত ২১০;রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে পর পর দুই ইনিংসে দ্বিশতরান হাঁকিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ডের পাতায় নাম তুললেন দিল্লি অধিনায়ক। দিল্লির হয়ে এর আগে এই বিরল কৃতিত্ব ছিল কেবল গৌতম গম্ভীর (২০০১-০২) এবং বিরাট কোহলির (২০১৭-১৮, ভারতের হয়ে)। দিল্লির বিখ্যাত সনেট ক্লাবের কোচ দেবেন্দ্র শর্মা শুরু থেকেই বাদোনির উত্থান-পতনের সাক্ষী। জাতীয় 'এ' দল থেকে বাদ পড়ার সময়ের মানসিক অবস্থার কথা তুলে ধরে কোচ বলেন, তইন্ডিয়া এ দল থেকে বাদ পড়ার পর ও খুব ভেঙে পড়েছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, চলতি মরশুমে ধারাবাহিক পারফর্ম করতে পারলে জাতীয় দলের ডাক আসবেই। সেই কথা মাথায় রেখেই ওকে প্রতি ইনিংসে বড় রান করতে হবে;এক ম্যাচে দ্বিশতরান করে পরের ম্যাচে চুপ থাকলে চলবে না। গত সপ্তাহেও ওকে বার্তা পাঠিয়েছিলাম সেঞ্চুরিকে ডাবল সেঞ্চুরিতে বদলাতে; গতকালের বার্তাও ছিল একই সেঞ্চুরি হতেই ওটাকে দ্বিশতরানে রূপান্তর করো।দ টেকনিকের প্রশ্নে তিনি আরও যোগ করেন, তউত্তর অঞ্চলের ক্রিকেটারদের মধ্যে টেকনিকের বিচারে একমাত্র শুভমান গিলই ওর চেয়ে এগিয়ে। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে অনূর্ধ্ব-১৪, ১৬ ও ১৯ স্তরেও ও এভাবে বড় রান করেছে। টি-টোয়েন্টি থেকে লাল বলের মেজাজে ফিরতে মনকে শান্ত রাখা আর শট নির্বাচনের ওপরই ও বেশি জোর দিয়েছে।দ দিল্লি দলের সতীর্থ ঋষভ পন্থও একই পরামর্শ দিয়ে জানিয়েছিলেন, দীর্ঘ সময় জাতীয় দলে খেলার মতো মেধা বাদোনির রয়েছে, শুধু দরকার লম্বা ইনিংস। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের প্রাক্তন কোচ ডব্লিউ ভি রমনও বাদোনির এই রূপান্তরে দারুণ খুশি। রমন স্মৃতিচারণ করে বলেন, তওর ব্যাচের অনেকের মতো বাদোনির উত্তরণ হয়তো অতটা মসৃণ ছিল না।

ও যে দ্বিশতরান পাচ্ছে তা দেখে ভালো লাগছে, কারণ শুরুতে অনেকেই ভাবত ও হয়তো কেবল দ্রুত রান তুলে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসে। কিন্তু আমি জানতাম ওর মধ্যে অগাধ প্রতিভা রয়েছে।দ দিল্লিকে ৫১৫ রানে পৌঁছে ইনিংস ঘোষণার পর বল হাতেও ঝাড়খণ্ডের শ্রেষ্ঠ সাগরের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন এই অফ-স্পিনার। বাংলার বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নেওয়ার পর বল হাতে সাফল্য পাওয়াটা যেন তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে; তবে বল যাই বলুক, ব্যাটের এই পাহাড়প্রমাণ দ্বিশতরানই যে এখন নির্বাচকদের জন্য বাদোনির সবচেয়ে জোরালো জবাব;তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধুঁকে ধুঁকে জিতল মোহনবাগান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

চলতি ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) তৃতীয় সপ্তাহের খেলা যেন ফুটবলের ভিন্ন ভিন্ন রঙের এক কোলাজ। একদিকে নিজেদের চেনা ছন্দ খুঁজে না পেয়েও কোনোমতে তিন পয়েন্ট পকেটে পুরল মোহনবাগান, অন্যদিকে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নের মতোই রাজকীয় মেজাজে দাপট অব্যাহত রাখল ইস্টবেঙ্গল। একই সঙ্গে নতুন মালিকানার হাত ধরে আশার আলো দেখতে শুরু করা কেরালা ব্লাস্টার্সের ঘরের মাঠে ফিরল চেনা হলুদ ঝড়।ঋখেতাব ধরে রাখার লড়াইটা ঠিক কেমন হওয়া উচিত, তা প্রথম দুই ম্যাচেই বুঝিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে শুরুর ম্যাচে এডমন্ড লালরিনডিকা ও ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গার লক্ষ্যভেদের পর ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে দেখা গেল আকো লোবার দাপুটে প্রদর্শনী। জোড়া গোল ও এক অ্যাসিস্টে কাশীর ভারতীয় রক্ষণকে কার্যত নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন তিনি। বেঞ্চ থেকে নেমে নিজেদের মেলে ধরলেন লুকাস জোওলিনস্কি ও ক্রিস ইকোনোমিদিসও। প্রথম দুই ম্যাচেই নয়টি গোল করে চ্যাম্পিয়নদের মতোই টেবিলের শীর্ষস্থানের লড়াই জমিয়ে রেখেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে ১-০ গোলে ম্যাচ জিতলেও সবুজ-মেরুনের পারফরম্যান্স প্রশ্ন তুলে দিল বহু জায়গায়। ম্যাচের পুরো রাশ ছিল চেন্নাইয়ের হাতেই; মোট ২৫টি শট নিয়ে বাগান রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত রাখে তারা। নিশ্চিত কয়েকটি গোল আটকে দলকে বাঁচান বিশাল কাইথ, আর খুব কাছ থেকে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন চেন্নাইয়ের রামন তাঙ্কু। খেলার গতির বিপরীতে বাঁ-প্রান্ত থেকে লিস্টন কোলাসোর দুরন্ত ক্রস ও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক-ডিফেন্ডারের বোঝাপড়ার ভুলে বুক দিয়ে ফাঁকা জালে বল ঠেলে বাগানের জয় এনে দেন মনবীর সিং। পয়েন্ট এলেও খেলার মানে যে বড়সড় উন্নতি প্রয়োজন, তা ভালোই জানেন মোলিনা। নতুন মালিকানার হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন নিয়ে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ফিরেছিলেন ৪০,০১৪ জন সমর্থক। মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র হলেও ম্যাচটি ছিল রোমাঞ্চে ভরপুর। প্রাক-মরশুম প্রস্তুতির ঘাটতির কারণে দ্বিতীয়ার্ধে কেরালা কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়লেও আকাশ মিশ্রর হেডার পোস্টে লাগা এবং অমরিন্দর সিংয়ের দুর্দান্ত কিছু সেভে ম্যাচ অমীমাংসিতই থেকে যায়। যদিও তিন ম্যাচে মাত্র একটি জয় পাওয়ায় সমর্থকদের এই আবেগ ধরে রাখতে দ্রুত জয়ের সরণিতে ফিরতে হবে অ্যাশলে ওয়েস্টউডের দল কে। ফাতোরদায় চার্চিল ব্রাদার্সকে ৩-২ গোলে হারিয়ে শীর্ষে থাকা দলগুলোর সঙ্গে লড়াইয়ে রইল পাঞ্জাব এফসি। দু'বার এগিয়ে গিয়েও সেবাস্তিয়ান গুতিয়েরেসের সমতায় ম্যাচে ফেরে চার্চিল। তবে একেবারে অন্তিম মুহূর্তে বিতর্কিত হ্যান্ডবলের রেশ কাটিয়ে সনথোই সিংয়ের গোলে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নেয় পাঞ্জাব। অন্যদিকে, ভুবনেশ্বরের মাঠে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে গোলপার্থক্যে শীর্ষে থাকা নর্থইস্ট ইউনাইটেডের ম্যাচটি ছিল ট্র্যাজেডির। ম্যাচের ৯৫ মিনিটে হ্যান্ডবলের সুবাদে পাওয়া পেনাল্টি পোস্টে মেরে দলকে পূর্ণ তিন পয়েন্ট থেকে বঞ্চিত করেন সাধারণত দলের ত্রাতা হয়ে ওঠা আলাউদ্দিন আজারেই।

গর্ব আর অশ্রুভেজা চোখে হকি তারকাদের দেখলেন পরিজনেরা

মাঠে যখন বলবীর সিং সিনিয়র, অজিত পাল সিংদের সঙ্গে ফুটে উঠছে অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংয়ের ভিডিও কোলাজ, তখন গ্যালারিতে বসে চোখ মুছছিলেন অনেকেই। অলিম্পিয়ান সুরজিৎ সিং হকি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত যখন ১৩-০ গোলের দাপুটে জয় তুলে নিচ্ছিল, তখন স্টেডিয়ামের ভিড় ছাপিয়ে এক অন্য আবেগের সাক্ষী থাকল জলন্ধর। মাঠে নিজের ছেলেকে প্রথমবারের মতো নীল জার্সিতে খেলতে দেখতে হাজির হয়েছিলেন স্বয়ং ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীতের বাবা সরবজিৎ সিং। পুরনো দিনের কথা মনে করে আবেগঘন কণ্ঠে তিনি বলেন, তসুরজিৎ হকি অ্যাকাডেমিতে ছোট্ট হরমনপ্রীতকে রেখে আসার দিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৭৫ বিশ্বকাপজয়ী সুরজিৎ সিংয়ের নামের স্টেডিয়ামে অনুশীলন করার উত্তেজনায় ও রোজ ফোন করত। গত বছর আমার কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে, বাড়ির বাইরে বড় একটা যাই না। কিন্তু হরমন এই জলন্ধরে প্রথমবার খেলছে, এই মুহূর্তটা কিছুতেই মিস করতে পারতাম না। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের উপস্থিতিতে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়, আর সেই ভিআইপি সুরক্ষার দায়িত্বে ব্যস্ত ছিলেন পাঞ্জাব পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট ভরিন্দরপ্রীত সিং রাই;ডিউটির ফাঁকেই ক্ষণিকের জন্য গ্যালারিতে এসে স্ত্রীকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন ছেলে তথা ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক হার্দিক সিংয়ের ছবি তুলতে। ভরিন্দরপ্রীত বলেন, তমোহালি হোক কিংবা এই সুরজিৎ স্টেডিয়াম, হার্দিক সবসময় ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখত। আর আজ জলন্ধরের মাটিতে ওকে ভারতের জার্সি গায়ে খেলতে দেখা আমাদের কাছে অত্যন্ত বিশেষ এক অনুভূতি।দ ম্যাচে ভারতের হয়ে জোড়া গোল করেন হরমনপ্রীত, আর মনদীপ সিংয়ের হ্যাটট্রিকের পর ক্যামেরাবন্দি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁর বাবা রবীন্দ্র সিং। আবেগাপ্লুত গলায় তিনি জানান, তমিঠাপুর গ্রাম থেকে আমার সঙ্গে বাইকে চেপে ও এখানে অনুশীলনে আসত; আর আজ যখন ও ভারতীয় দলের বাসে চেপে একই স্টেডিয়ামে নামল, আমাদের চোখ ভিজে গিয়েছিল।

৩২১ রানে বরোদার ইতিহাস লিখলেন প্রিয়াংশু মোলিয়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভদোদরা

তেরো বছর বয়সে স্থানীয় এক ম্যাচে ৩১৯ বলে অপরাজিত ৫৫৬ রান করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এবার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের মূল মঞ্চেও সেই ম্যারাথন ব্যাটিংয়ের স্বাক্ষর রাখলেন ভদোদরার তরুণ তুর্কি প্রিয়াংশু মোলিয়া। মঙ্গলবার রঞ্জি ট্রফিতে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ৪৯২ বলে অপরাজিত ৩২১ রানের ঐতিহাসিক এক ইনিংস উপহার দিলেন তিনি। মাত্র ২১ বছর ১৩২ দিন বয়সে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ত্রিশতরান হাঁকিয়ে ভারতের সপ্তম কনিষ্ঠতম ব্যাটার হিসেবে রেকর্ড বইয়ে জায়গা করে নিলেন এই ডানহাতি। একই সঙ্গে বরোদার হয়ে ১৯৪৭ সালের ফাইনালে হোলকারের বিরুদ্ধে গুল মহম্মদের করা ৩১৯ রানের রেকর্ড ভেঙে বরোদার ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরের মালিকও এখন তিনিই। এক সময় ৬৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল বরোদা। সেখান থেকে মহেশ পিথিয়ার (১০২) সঙ্গে সপ্তম উইকেটে ২৩২ রানের বিশাল পার্টনারশিপ গড়ে দলকে ৬১৬ রানের পাহাড়প্রমাণ স্কোরে পৌঁছে দেন প্রিয়াংশু। ৩৬টি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো নিজের ইনিংস নিয়ে বিসিসিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, তপ্রথম দিনের শেষে আমি ১১৩ রানে অপরাজিত ছিলাম। দ্বিতীয় দিনে হেড কোচ বলেছিলেন যত বেশি সম্ভব উইকেটে টিকে থাকতে। আমার মানসিকতাও ছিল সেটাই। দলের দায়িত্ব ছিল অনেক বড়।দ বাবার শেখানো মূল মন্ত্র মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, তসবাই তো সেঞ্চুরি করে; কিন্তু বড় কিছু করতে হলে আরও বড় রান করতে হবে, তবেই মানুষ তোমায় চিনবে। লাল বলের খেলা মানেই লম্বা ইনিংস আর ধারাবাহিকতা। এই রূপকথার পেছনে রয়েছে তাঁর বাবার এক চরম ঝুঁকি নেওয়ার গল্প। রাজকোটের ছোটখাটো কনস্ট্রাকশন ব্যবসায়ী সুরেশ মোলিয়া ক্রিকেট অন্তপ্রাণ ছিলেন। ছেলের বয়স যখন আট, কার্সন ঘাউরি ও যজুর্বিন্দ্র সিংয়ের মতো প্রাক্তনদের পরামর্শ নেওয়ার পর ১১ বছর বয়সে ছেলেকে নিয়ে তিনি পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসেন ভদোদরায়। ভর্তি করে দেন মহিন্দর অমরনাথের ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। প্রিয়াংশুর কথায়, তআজ পেছনে তাকালে মনে হয় বাবা সেদিন পুরো জুয়া খেলেছিলেন। একদম নতুন করে সব শুরু করতে হয়েছিল।দ বরোদার তামিলনাড়ু-জাত কোচ আর প্রসন্নর মতে, পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং করাই প্রিয়াংশুর সবচেয়ে বড় গুণ। কোচের ভাষায়, তচাপ সামলে কীভাবে খেলতে হয় ও খুব ভালো জানে। ওর মধ্যে সাবেক ঘরানার ব্যাটিংয়ের ছাপ স্পষ্ট। মিড-অন বা মিড-অফ ওপরে থাকলেও ও হাওয়ায় না মেরে চোখ ধাঁধানো ড্রাইভে ফিল্ডার পরাস্ত করে। ও অনেকখানি সাই সুদর্শনের মতো; মাঠে ও মাঠের বাইরে সবসময় শিখতে আগ্রহী।দ ২০২২ সালে ১৭ বছর বয়সে রঞ্জি অভিষেকের পর ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলা এই ব্যাটারের কাছে দিনভর ফোন এসেছে। তবে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল ১৮ বছর বয়সে ট্রিপল সেঞ্চুরি করা ভারতের সাবেক ওপেনার ওয়াসিম জাফরের পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তাটি।

রেকর্ড আয়ে ফুলেফেঁপে উঠল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ অ্যাশেজ সিরিজ এবং ভারতের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ;এই দুই ক্রিকেটীয় দ্বৈরথেই কার্যত ভাগ্য খুলে গেল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। সম্প্রচার স্বত্ব, মাঠের টিকিট বিক্রি এবং স্পনসরশিপের বিপুল জোয়ারে ভর করে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রেকর্ড ৬০১.১ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ৪২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) আয় করেছে দেশটির ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা। যার জেরে তাদের মোট উদ্বৃত্ত বা নিট লাভের অঙ্ক পৌঁছেছে ৮১.৮ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলারে। আগের অর্থবর্ষে (২০২৪-২৫) যেখানে সংস্থাটিকে ১১.৩ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল, সেখানে এক বছরের ব্যবধানে এই আর্থিক প্রত্যাবর্তনকে ঐতিহাসিক বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বুধবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, সদ্যসমাপ্ত আন্তর্জাতিক মরশুমে পুরুষ ও মহিলা;উভয় দলের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং মাঠে দর্শকের ঢলই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। পুরুষ দল যেখানে ৪-১ ব্যবধানে অ্যাশেজ ঘরে তুলেছে,

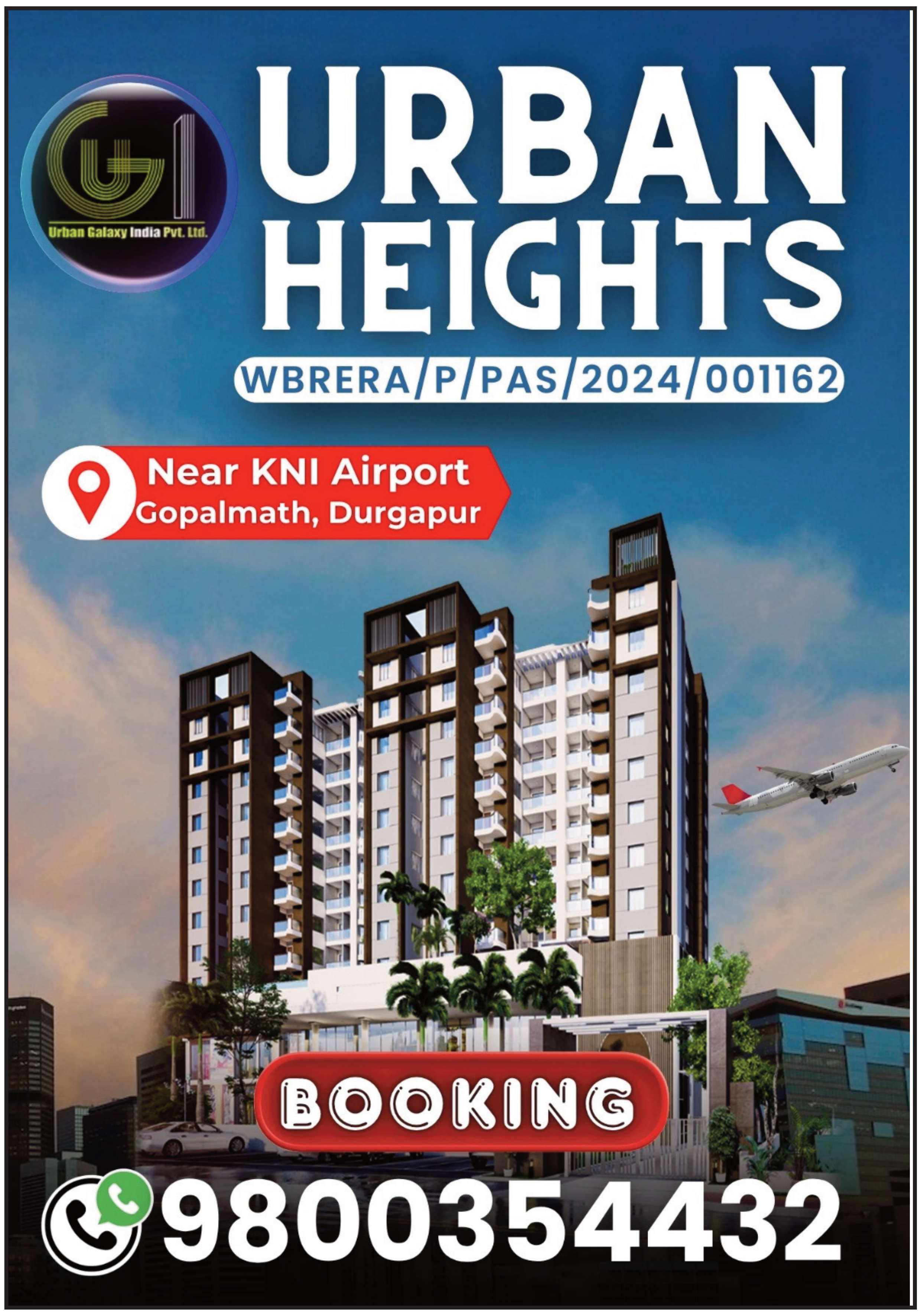

Urban Galaxy India Pvt. Ltd.
URBAN HEIGHTS
WBRERA/P/PAS/2024/001162
Near KNI Airport
Gopalmath, Durgapur
BOOKING
9800354432

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com